كتب الجاليات
١٨
١٦٢

مكتب الدعوة بالسلي
هاتف ٢٤١٠٦١٥ تحويلة ٥٥٥ - ٢٤١٤٤٨٨ ناسوخ ٢٣٢

ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

د: محمد اسد الله الغالب

مراجعه
قسم الجاليات بالمكتب

حساب التبرعات بمصرف الراجحي : SA2280000296608010070509
حساب التبرعات بمصرف الإنماء : SA5305000068200517913000
حساب التبرعات بنك البلاد : SA5615000999115390770007

ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

লেখকঃ

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(প্রফেসর, আরবী বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

صلاة الرسول (صلى الله عليه وسلم)

مؤلف:

د. محمد أسد الله الغالب

প্রকাশনায়ঃ

আস-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

পোঃ বক্স নং 1419, রিয়াদ 11431, সাউদী আরব

ফোনঃ 2414488-2410615, ফ্যাক্সঃ 2411733

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلي ، ١٤٣٢هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الغالب ، محمد أسد الله
صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم / محمد أسد الله الغالب -
الرياض ، ١٤٣٢هـ

٢٥٤ ص ؛ ٢١×١٤سم

ردمك : ٦-٣٠-٨٠٤٨-٦٠٣-٩٧٨

(النص باللغة البنغالية)

١ - الصلاة أ. العنوان
ديوي ٢٥٢،٢ ٤٧٣٠ / ١٤٣٢

رقم الإيداع: ٤٧٣٠ / ١٤٣٢
ردمك : ٦-٣٠-٨٠٤٨-٦٠٣-٩٧٨

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ:

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। অতঃপর আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক যিনি সমস্ত নবী ও রাসূলদের মধ্য হ'তে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এমনিভাবে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সমস্ত সাথীদের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক।

অতঃপর কথা হ'লঃ ইসলামী শরিয়তের দ্বিতীয় রোকন বা স্তম্ভ হ'ল 'ছালাত'। এই ছালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা আমরা পরিষ্কারভাবে জানি যে, একজন কাফের বা একজন মুশরিক কালেমা শাহাদত পড়ে অর্থাৎ আল্লাহকে সত্যিকার মা'বুদ হিসাবে এবং মুম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে তাঁর প্রেরিত রাসূল হিসাবে মনে-প্রানে বিশ্বাস করার পরেই তার জন্য 'ছালাত' আদায় করা ফরয হয়ে যায় (মুত্তাফাক আলাইহ)। -- হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, 'কাল ক্বিয়ামতের মাঠে আদম সন্তানের ইবাদত-বন্দেগীর মধ্য হ'তে সর্বপ্রথম যে ইবাদতের হিসাব নেওয়া হবে সেটা হ'ল এই 'ছালাত' অতএব যার 'ছালাত' ছহীহ্ শুদ্ধ হবে- তার বাকী ইবাদতও ছহীহ-শুদ্ধ হবে, আর যার 'ছালাত' ছহীহ-শুদ্ধ হবে না– বুঝতে হবে তার বাকী ইবাদতও ছহীহ-শুদ্ধ হবে না (ত্বাবারাণী আওসাত্ব ...)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন, 'ছালাত' হ'ল জান্নাতের চাবি' (তিরমিযী)। ইসলামী

শরিয়তের সমস্ত বিধি-বিধান অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ সবই হযরত জিব্রীল (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে দুনিয়ার আসমান হ'তে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর নিকট পৌছে দিয়েছেন। আর একমাত্র '৫ ওয়াক্ত ছালাত' যাকে মহান আল্লাহ হযরত জিব্রীল (আঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে আরশের উপর ডেকে নিয়ে উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর ফরয করে দিয়েছিলেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ ...)। হযরত জিব্রীল (আঃ) পর পর দুই দিন আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে সাথে নিয়ে প্রথম দিন আওয়াল ওয়াক্তে এবং দ্বিতীয় দিন শেষ ওয়াক্তে ৫ওয়াক্ত ছালাতের ইমামতি করে ৫ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের উপযুক্ত সময় এবং ছালাত আদায়ের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন (আবূ-দাউদ, তিরমিযী...)।

মোট কথা 'ছালাত' মুসলমানদের জন্য সার্বজনীন ইবাদত। কেননা একজন মানুষের ১২বছর বয়স থেকে শুরু করে জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, সুস্থ-অসুস্থ, নিজবাড়ীতে থাকা অবস্থায়, অথবা সফরে বা প্রবাসে থাকা অবস্থায় এমনকি যুদ্ধের ময়দানে থাকা অবস্থায়– অর্থাৎ সকল শ্রেনীর মানুষের জন্যে এবং সর্বাবস্থায় 'ছালাত' ফরয। এছাড়া দিনে-রাতে ৫ওয়াক্ত ছালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং '৫ওয়াক্ত ছালাত' আদায় করতে কমপক্ষে ৩ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হয়– যেটা অন্যকোন ইবাদতের ক্ষেত্রে করতে হয় না।

মূল কথাঃ যে ইবাদতের গুরুত্ব ও ছাওয়াব যত বেশী– তার ফলাফল বা প্রতিদানও ততবেশী। এমনিভাবে যে ইবাদতের গুরুত্ব ও ছ্ওয়াব যত বেশী– তা ভূল পদ্ধতিতে আদায় করলে অথবা তা

ছেড়েদিলে তার শাস্তিও বড় কঠিন। এছাড়া মুসলমানদের বাহ্যিক নিদর্শন ও দৈনন্দিন অন্যতম ইবাদত হ'ল 'ছালাত'। আর এ জন্যেই তো রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, 'একজন মু'মিন বান্দা আর কাফির ও মুশরিকের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হ'ল 'ছালাত' (মুসলিম)। তিনি আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে 'ছালাত' পরিত্যাগ করল– সে কুফরি করল' (মুসলিম, মিশকাত...)। তিনি আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতের হেফাযত করল না... সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন ক্বারূণ, ফিরাঊন, হামান ও উবাই বিন খালাফের সঙ্গে থাকবে' (আহমাদ, দারেমী...)।

আর এটাও অতীব সত্য কথা যে, যে ইবাদতের গুরুত্ব ও ছাওয়াব যত বেশী– সেই ইবাদতকে নষ্ট করার জন্য বা সেই ইবাদতের ভিতর অসঅসা সৃষ্টি করার জন্য এবং সেই ইবাদত থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আল্লাহর অভিশাপপ্রাপ্ত জাহান্নামী 'শয়তান' সবচেয়ে বেশী তৎপর। যেমন হাদীছের আলোকে বলাযেতে পারে– ১.শয়তান মুসলমানদেরকে ছালাত থেকে গাফেল রাখার ছেষ্টা করে। ২.উযু নষ্টের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়। ৩. ছালাতের ভিতরে ভুল করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ৪. দাঁড়ানো অবস্থায় দুই মুছল্লীর মাঝে ফাকা থাকলে শয়তান সেখানে দাঁড়িয়ে দুয়েজনকে অসঅসা দেয়। ইত্যাদি

বাংলাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থার ত্রুটিগুলি গণনা করে শেষ করা মুশকিল। সবচেয়ে বড় ত্রুটি হ'ল 'আক্বীদা' বা 'নেককার ব্যক্তিদের শাফা'আত লাভ' সংক্রান্ত– যার ফলে বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৫০থেকে ৬০ভাগ মানুষ কম-বেশী কবর পূজা, মাযার পূজা এবং পীর পূজার সাথে জড়িত, অর্থাৎ শিরক ও বিদ'আতের ভিতর নিমজ্জিত।

দ্বিতীয় অন্যতম ক্রটি হ'লঃ ইসলামী শরিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতা- যার ফলে বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ মুসলমান ছালাত আদায় করেন না। এছাড়া যারা সাপ্তাহিক মুছল্লী, অর্থাৎ সপ্তাহের ৩৫ওয়াক্ত ছালাতের মধ্য হতে শুধুমাত্র শুক্রবারের দিন জুম'আর ছালাতে হাজিরা দেন তারাও কিন্তু ছালাত তরককারী হিসাবে গণ্য। এই ছালাত তরক করা তাদের জন্য বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়; হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে হেদায়েত দান করুন! আমীন।

'৫ওয়াক্ত ছালাত' এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত এবং হযরত জিব্রীল (আঃ) ও রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) প্রদর্শিত অহী ভিত্তিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এই '৫ওয়াক্ত ছালাত' সহ আরো অন্যান্য ছালাত একমাত্র রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর সুন্নাত মুতাবিক আদায় না করলে- তা কোন রকমেই মহান আল্লাহর দরবারে গৃহিত হবেনা (বুখারী, মিশকাত)।

এখন কথা হ'লঃ ছহীহ্-শুদ্ধভাবে ছালাত আদায় করতে হ'লে- প্রথমেই তো ছালাত আদায়ের নিয়ম-কানুনগুলি ছহীহ্ হাদীছের আলোকে শুদ্ধভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বইয়ের বাজারে বা লাইব্রেরীগুলিতে ছালাত শিক্ষার জন্য ছহীহ্-শুদ্ধ বা দলীলভিত্তিক নির্ভরযোগ্য কোন বই নেই। তবে 'মাকছুদুল মু'মিনিন বা নারী শিক্ষা' এবং 'ছহীহ্ নূরানী নামায ও দু'আ শিক্ষা' ... এধরণের কিছু বইয়ের দ্বারা লাইব্রেরীগুলো ভরপূর। কিন্তু এ সমস্ত বইগুলি রাসূলের হাদীছ বহির্ভূত বহু বানাওয়াটি ও বাজে কথায় পরিপূর্ণ। এই সমস্ত বই পড়ে যারা ছালাতের নিয়ম-কানুন শিখেছেন, তাদেরই অনেকেই সৌদী আরবে এসে মক্কা শরিফে, মদীনা শরিফে এবং সৌদী আরবের বিভিন্ন মসজিদে ছালাত আদায় করে বিভিন্ন বিষয়ে বড় দিধা-দন্দের ভিতর পড়ে গেছেন, কোনটা ঠিক? বাংলাদেশের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি ঠিক না সৌদী আরবেরটা ঠিক?

সৌদী আরবের বিভিন্ন জেলাগুলিতে বহু 'ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার' গড়ে উঠেছে এবং তারা বিভিন্নভাবে প্রবাসীদের মাঝে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আমার জানামতে রিয়াদের পার্শ্ববর্তী 'মাজমা'আ দা'ওয়া সেন্টার' 'ছালাতে মুবাশশির' নামে বাংলাভাষায় একটা পূর্ণাঙ্গ ছালাতের নির্ভরযোগ্য বই প্রকাশ করেছেন। এছাড়া আর কোন 'দা'ওয়া অফিস' অন্তত এ ব্যাপারে এতবড় উদ্দোগ গ্রহণ করেন নি।

উপরে বর্ণিত সকল বিষয়গুলি সামনে রেখে সম্মানিত লেখক 'প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব' সাহেবের লিখিত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটি 'আস-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার' ছাপানোর মহৎ উদ্দোগ গ্রহণ করেন। এ বইটির গুরুত্ব, বৈশিষ্ট এবং সম্মানীত লেখকের ইলমী খেদমত ও প্রচেষ্টার ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা ও মন্তব্য পেশ করার জন্য সুযোগ্য পাঠক মণ্ডলির উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হ'ল। তবে আমি এতটুকুই বলব যে, বাংলা ভাষায় ছালাত শিক্ষার উপর এর চেয়ে 'ছহীহ হাদীছের আলোকে দলীলভিত্তিক' পূর্ণাঙ্গ কোন বই প্রকাশিত হয় নাই। অনেকেরই আবেদনে সম্মানিত লেখকের এ বইটি খুব শীঘ্রই ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আমি সম্মানিত লেখকের দীর্ঘায়ু কামনা করি, আর উনি যেন কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আরো মূল্যবান বই লিখে জাতিকে উপহার দিতে পারেন– এ ব্যাপারে আল্লাহ উনাকে তাওফীক্ব দান করুণ। আমীন।

এই গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ঠপূর্ণ বইটি সমাজের অল্পশিক্ষিত, শিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত সকলশ্রেনীর পাঠকদের সুভিদার্থে বহু চেষ্টা করে খুব সুন্দরভাবে সাজানোর চেষ্টা করেছি। আর সেই

সাথে লেখার সাইজটাও একটু বড় করে দিয়েছি। যাতে করে ছোট ছেলে-মেয়েরা, অল্পশিক্ষিত ভাইয়েরা এবং বৃদ্ধ মানুষেরাও বইটি পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়। এ ব্যাপারে আমি কতটুকু কৃতকার্য হয়েছি সেটা পাঠক মণ্ডলি বিচার করবেন। তাছাড়া এ বইটি প্রত্যেক মুসলিম পরিবারে রাখা আমি ফরয বলব না, তবে একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

পরিশেষে আমি শুকরিয়া জানাই এ বইয়ের সম্মানীত লেখককে যিনি একমাত্র পরকালীন স্বার্থে এ বইটি 'সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার'-কে প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। এরপর আমি শুকরিয়া জানাই 'সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার'-এর কর্তৃপক্ষকে যারা বইটি প্রকাশ করে প্রবাসী বাংলাভাষী ভাইদের খেদমতে পেশ করেছেন। এ বইটি প্রকাশের ব্যাপারে কোনরুপ ভূল-ত্রুটি পাঠক মণ্ডলির দৃষ্টিগোচর হ'লে সেটা আমাদেরকে জানালে খুশী হব।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলের শ্রমকে কবুল করুন। এবং এই বই-এর দ্বারা সকল পাঠক মণ্ডলিকে উপকৃত হওয়ার পূর্ণ তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! তুমি জীবিত ও মৃত আমাদের সকলের পিতা-মাতা এবং সকল মুসলিম নর-নারীকে ক্ষমাকরে তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস নছীব করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে সে সমস্ত আমল করার তাওফীক দান করো– যে সমস্ত আমল তুমি পছন্দ করো আর যে সমস্ত আমলে তুমি রাযী থাকো।

বিনীত প্রকাশকঃ

আবুল কালাম আযাদ

পক্ষে,আস-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

সূচীপত্র (مُحْتَوَيَاتٌ)

বিষয় পৃষ্ঠা নং

১. প্রকাশকের কথা---- ২, সূচীপত্র---- ৮, ভূমিকা---------১১

২. ছালাত ১৪------------------------------------৫৬

#ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম-১৪ #সূরা সমূহ-১৭ #ছালাতের সংজ্ঞা, গুরুত্ব-৩৩ #ছালাত তরক কারীর বিধান-৩৬ #ছালাতের ফযীলত সমূহ-৩৯ #মসজিদে ছালাতের ফযীলত-৪২ #ছালাতের নিষিদ্ধ স্থান সমূহ-৪৩ #ছালাতের শর্তাবলী-৪৪ #ছালাতের রুকুন সমূহ-৪৮ #ছালাতের ওয়াজিব সমূহ-৫০ #ছালাতের সুন্নাত সমূহ-৫১ #ছালাত বিনষ্টের কারণ সমূহ, ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ-৫২ #ছালাতের নিষিদ্ধ সময়-৫৬

৩. ত্বাহারাৎ বা পবিত্রতা ৫৭ ----------------------------৭০

#উযূ-৫৭ #উযূর ফযীলত-৫৮ #উযূর বিবরণ-৫৯ #উযূর তরীকা-৬০ #অন্যান্য মাসায়েল-৬২ #উযূ ভঙ্গের কারণ সমূহ-৬৫ #গোসলের বিবরণ-৬৬ #তায়াম্মুমের বিবরণ-৬৮ #পেশাব-পায়খানার আদব-৭০

৪. আযান ৭১-------------------------------------৮৬

#আযানের সংজ্ঞা, ঘটনা-৭১ #ফযীলত-৭২ #আযানের কালেমা সমূহ-৭৩ #একামত-৭৪ #তারজী আযান-৭৬ #সাহারীর আযান-৭৭ #আযানের জওয়াব-৭৮ #আযানের দু'আ-৭৯ #দরূদ-এর ফযীলত-৮০ #আযানের জওয়াবে বাড়তি বিষয় সমূহ-৮১ #আযানের অন্যান্য পরিত্যাজ্য বিষয়-৮৩ #আযানের অন্যান্য মাসায়েল-৮৪

৫. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৮৬ ------------------------ ১৩৪
#ছালাতের বিবরণ, নিয়ত, তাকবীরে তাহরীমা–৮৬ #ছানা, ৮৯ #বিছমিল্লাহ পাঠ–৯০ #ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ–৯২ #ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ না করা–৯৬ #রুকু পেলে রাক'আত পাওয়া–১০৩ #সশব্দে আমীন বলা–১০৮ #রুকু–১১১ #ক্বওমা–১১৩ #রাফউল য়াদায়েন করা–১১৬ #সিজদা –১২১ #শেষ বৈঠক–১২৬ #তাশাহ্হুদ –১২৭ #নবীকে সম্বোধন করা–১২৮ #দরূদ পড়া,দু'আয়ে মাছূরাহ –১৩০ #সালাম ও দু'আ –১৩২ #সুন্নাত ও নফলের বিবরণ–১৩৩

৬. সালাম ফিরানোর পরের দু'আ সমূহ ১৩৪ -----------------১৬১
#মুনাজাত–১৪০ #দু'আর স্থান সমূহ–১৪১ #সম্মিলিত দু'আ–১৪৩ #সম্মিলিত দু'আর ক্ষতিকর দিক সমূহ–১৪৪ #সিজদায়ে সহো–১৪৫ #সিজদায়ে তেলাওয়াত–১৪৭ #সিজদায়ে শুক্‌র,মাসবূকের ছালাত–১৪৯ #ছালাতের বিবিধ মাসায়েল–১৫০

৭. বিভিন্ন ছালাতের পরিচয় ১৬২ -------------------------২৫৩
#বিতর ও কুনূত–১৬২ #কুনূতে নাযেলার দু'আ–১৬৭ #তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ–১৬৯ #সফরের ছালাত–১৭৭ #জুম'আর ছালাত–১৮০ #ঈদায়নের ছালাত –১৯০ #জানাযার ছালাত–১৯৭ #মৃত্যুকালীন সময় করনীয়–২০৫ #মৃত্যুর পরে করণীয়-২০৮ #মৃত্যুর প্রতি আদব-২১২ #জানাযা বহন- ২১৩ #গায়েবানা জানাযা- ২১৪ #দাফন- ২১৬ #কবরে প্রচলিত শির্ক সমূহ-২১৯ #মৃত্যুর পরে প্রচলিত বিদ'আত সমূহ- ২২১ #কবর যিয়ারত-২২৭ #ছালাতুয্ যুহা–২৩০ #সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ছালাত–২৩১ #ইস্তিসক্বা–২৩৩ #ছালাতুল হা-জত-২৩৬ #ছালাতুত তওবা–২৩৭ #ইস্তেখা-রাহ–২৩৮ #ছালাতুত তাছবীহ–২৪১ #যরূরী দু'আ সমূহ–২৪২

ছালা-তুর রাসূল (ছাঃ)-এর বানান রীতি

আরবী হরফ	বাংলা হরফ/ চিহ্ন	উদাহরণ
ء أ (হামযাহ)	’	মা’কূল
ع (আয়েন)	‘/আ	না‘বুদু/ আলা
ط (ত্বা)	ত্ব	ত্বাহা
ص ث (ছোয়াদ, ছা)	ছ	হাদীছ, ছালাত
س (সীন)	স	সালাম
ظ ض ز ذ (যাল, ঝা, যোয়াদ, যোয়া)	য	যা-লেকা, ঝাওজুন, যা-ল্লীন, যামাউন
ج (জীম)	জ	রাজীম
ق (বড় ক্বাফ)	ক্ব	ফালাক্ব
টেনে পড়ার জন্য	- ঈ, ী, ঊ, ূ	ছিরা-ত্বাল, নাস্তা‘ঈন, রহীম, মা-ঊন, লাহূ

বি.দ্র. বাংলা উচ্চারণের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবী-উর্দূ হরফের দিকে খেয়াল রাখা হয়েছে।-লেখক

ছালাতুর রাসূল (ছঃ)
ভূমিকা

সম্মানিত মুছল্লী !

অনুধাবন করুন আপনার প্রভুর বাণী-

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ــــ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ﴾(المؤمنون: ١-٢)

অর্থঃ 'সফলকাম হবে সেই সব মু'মিন যারা ছালাতে রত থাকে ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে' (সূরা আল- মু'মিনূন, ১-২)। অতএব গভীর ভাবে চিন্তা করুন। আপনার প্রভু আল্লাহ্ কি জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন? মনে রাখবেন তিনি আপনাকে বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করেননি। তাঁর সৃষ্টি এ সুন্দর সৃষ্টি জগতকে সুন্দরভাবে আবাদ করার দূরদর্শী পরিকল্পনা নিয়েই তিনি আপনাকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। কে এখানে সর্বাধিক সুন্দর আমল করবেন তা পরীক্ষার জন্য আল্লাহ হায়াত ও মউতকে সৃষ্টি করেছেন। আপনার হাত-পা, চক্ষু-কর্ণ, নাসিকা-জিহ্বা সর্বোপরি যে মূল্যবান জ্ঞান-সম্পদ এবং ভাষা ও চিন্তাশক্তির নে'য়ামত দান করে আপনাকে আপনার প্রভু এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তার যথার্থ ব্যবহার আপনি করেছেন কি-না, তার কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব আপনাকে আপনার সৃষ্টিকর্তার নিকটে দিতে হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ (٧) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ﴾

অর্থঃ "কেউ অনু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা (পরকালে) দেখতে পাবে। আর কেউ অনু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও (পরকালে) দেখতে পাবে" (সূরা যিলযাল, ৭-৮)।

কেউ আপনার উপকার করলে আপনি তার নিকটে চির কৃতজ্ঞ থাকেন। সর্বপ্রদাতা প্রভু আল্লাহ্র নিকটে আপনি কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করেছেন কি? একবার ভেবে দেখুন দুনিয়ার সকল সম্পদের বিনিময়ে কি আপনি আপনার ঐ সুন্দর দু'টি চক্ষুর ঋণ শোধ করতে পারবেন? পারবেন কি আপনার দু'টি হাতের, পায়ের, কানের বা জিহ্বার যথাযথ মূল্য দিতে? আপনার হৃৎপিণ্ডে যে প্রাণবায়ুর অবস্থান, সেটি কার হুকুমে সেখানে রয়েছে? যেমন আল্লা-হ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً﴾

অর্থঃ '(হে মুহাম্মাদ! ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করে– আপনি বলেদিন, রূহ হ'ল আমার প্রতিপালকের আদেশ (সম্পর্কিত একটি বিষয়), যে বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে' (বনী ইসরাঈলঃ ৮৫)।

আবার কার হুকুমে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে? সেটির আকার-আকৃতিই বা কি, তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন? শুধু কি তাই? আপনার পুরো দেহযন্ত্রটাই যে এক অলৌকিক সৃষ্টির অপরূপ সমাহার। যার কোন একটি তুচ্ছ অঙ্গের মূল্য দুনিয়ার সবকিছু দিয়েও কি সম্ভব?

অতএব আসুন! সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি মন খুলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তাঁর প্রেরিত মহান ফেরেশতা জিব্রীলের মাধ্যমে শিখানো ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে 'ছালাত' আদায়ে রত হই। স্বীয় প্রভুর নিকটে আনুগত্যের মস্তক অবনত করি। কেননা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

অর্থঃ "তোমরা সেভাবেই ছালাত আদায় কর, যে ভাবে তোমরা আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখ" (বুখারী, 'আযান' অধ্যায় ১/৮৮পৃঃ, মিশকাত 'আযান' অধ্যায় হাদীছ নং ৬৮৩)।

হে মুছল্লী !

ছালাতের নিরিবিলি আলাপের সময় আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নিকটে হৃদয়ের দুয়ার খুলেদিন। কেননা এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّي يُنَاجِيْ رَبَّهُ ...

অর্থঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন ছালাত আদায় করে, তখন সে তার প্রভুর সঙ্গে 'মুনাজাত' করে, অর্থাৎ গোপনে আলাপ করে" (বুখারী ১/৭৬পৃঃ, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অধ্যায় হা/৭১০; আহমাদ, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অধ্যায় হা/ ৮৫৬)। ছালাত শেষ করার আগেই আপনার সকল প্রার্থনা নিবেদন করুন। সিজদায় লুটিয়ে পড়ে চোখের পানি ফেলুন। আল্লাহ আপনার হৃদয়ের কথা জানেন। আপনার চোখের ভাষা বুঝেন। ঐ শুনুন পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর আকুল প্রার্থনা-

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ﴾ (إبراهيم: ٣٨)

অর্থঃ 'হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি জানেন যা কিছু আমরা হৃদয়ে লুকিয়ে রাখি ও যা কিছু আমরা মুখে প্রকাশ করি। আল্লাহ্‌র নিকটে যমীন ও আসমানের কোন কিছুই গোপন থাকেনা। (সূরা ইবরাহীমঃ ৩৮) অতএব ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও গভীর আস্থা নিয়ে বুকে জোড়হাত বেঁধে বিনীতভাবে আপনার মনিবের সামনে দাঁড়িয়ে যান। দু'হাত উঁচু করে রাফ'উল য়াদায়ন-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র

নিকটে আত্মসমর্পণ করুন। অতঃপর তাকবীরের মাধ্যমে স্বীয় প্রভুর মহত্ত্ব ঘোষণা করুন। যাবতীয় গর্ব ও অহংকার চূর্ণ করে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র সম্মুখে রুকুতে মাথা ঝুঁকিয়ে দিন। তারপর সিজদায় গিয়ে মাটিতে মাথা লুটিয়ে দিন। সর্বদা স্মরণ রাখুন সেই মহান আল্লাহ্‌র অমোঘ বাণী-

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ﴾ (إبراهيم:٧)

অর্থঃ 'যদি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই বেশী করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে জেনে রেখ আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' (ইবরাহীমঃ ৭)।

অতএব আসুন! ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত ও প্রার্থনার অনুষ্ঠান 'ছালাতে' রত হই 'তাকবীরে তাহরীমা'-এর মাধ্যমে দুনিয়ার সবকিছুকে হারাম করে একনিষ্ঠভাবে বিনম্রচিত্তে বিগলিত হৃদয়ে !!

ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম (مُخْتَصَرُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

১. তাকবীরে তাহরীমাঃ উযূ করার পর ছালাতের সংকল্প করে ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে 'আল্লা-হু আকবার' বলে দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা শেষে বুকে বাঁধবে। এ সময় বাম হাতের উপরে ডান হাত কনুই বরাবর রাখবে অথবা বাম কব্জির উপর ডান কব্জি রেখে বুকের উপরে হাত বাঁধবে।

২. সূরা ফাতিহা পাঠঃ অতঃপর দো'আয়ে ইস্তেফতা-হ বা 'ছানা' পড়ে আ'উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লা-হ সহ সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং জেহরী ছালাত হ'লে সূরা ফাতিহা শেষে সশব্দে 'আমীন' বলবে।

৩. ক্বিরাআতঃ ইমাম কিংবা একাকী মুছল্লী হ'লে সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে প্রথম দু'রাক'আতে কুরআনের অন্য কোন সূরা বা কিছু আয়াত তেলাওয়াত করবে। কিন্তু মুক্তাদী হ'লে জেহরী ছালাতে চুপে চুপে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তবে যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী সকলে সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

৪. রুকুঃ ক্বিরাআত শেষে 'আল্লা-হু আকবার' বলে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করে রুকুতে যাবে। এ সময় হাঁটুর উপরে দু'হাত ভর দিয়ে পা, হাত, পিঠ ও মাথা সোজা রাখবে এবং রুকূর দো'আ পড়বে।

৫. ক্বওমাঃ অতঃপর রুকূ থেকে উঠে সোজা ও সুস্থিরভাবে দাঁড়াবে। এ সময় দু'হাত ক্বিবলামুখী খাড়া রেখে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে এবং ইমাম ও মুক্তাদী সকলে বলবে 'সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ'। অতঃপর 'ক্বওমা'র দো'আ পড়বে।

৬. সিজদাঃ ক্বওমার দো'আ পাঠ শেষে 'আল্লা-হু আকবার' বলে প্রথমে দু'হাত ও পরে দু'হাঁটু মাটিতে রেখে সিজদায় যাবে ও বেশী বেশী দো'আ পড়বে। এ সময় হাত দু'খানা ক্বিবলামুখী করে মাথার দু'পাশে কাঁধ বা কান বরাবর মাটিতে স্বাভাবিকভাবে রাখবে। কনুই ও বগল ফাঁকা থাকবে। হাঁটু বা মাটিতে ঠেস দিবে না। সিজদা লম্বা হবে ও পিঠ সোজা থাকবে। যেন নীচ দিয়ে বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মত ফাঁকা থাকে।

সিজদা থেকে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে। এ সময় স্থিরভাবে বসে দো'আ

পড়বে। অতঃপর 'আল্লা-হু আকবার' বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে ও দো'আ পড়বে। রুকূ ও সিজদায় কুরআনী দো'আ গুলো পড়বে না। ২য় ও ৪র্থ রাক'আতে দাঁড়াবার প্রাক্কালে সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসবে। একে 'জালসায়ে ইস্তিরা-হাত' বলে। অতঃপর মাটিতে দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যাবে।

৭. বৈঠকঃ ২য় রাক'আত শেষে বৈঠকে বসবে। যদি ১ম বৈঠক হয়, তবে কেবল 'আত্তাহিইয়া-তু' পড়ে ৩য় রাক'আতের জন্য উঠে যাবে। আর যদি শেষ বৈঠক হয়, তবে 'আত্তাহিইয়া-তু' পড়ার পরে দরূদ, দো'আয়ে মাছুরাহ ও সম্ভব হ'লে বেশী বেশী করে অন্য দো'আ পড়বে। ১ম বৈঠকে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে এবং শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে নিতম্বের উপরে বসবে ও ডান পা খাড়া রাখবে। এসময় ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি ক্বিবলামুখী করবে।

বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুল গুলো বাম হাঁটুর প্রান্ত বরাবর ক্বিলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে এবং ডান হাত ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ রেখে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুল নাড়িয়ে ইশারা করতে থাকবে। মুছল্লীর নযর ইশারা বরাবর থাকবে। তার বাইরে যাবে না।

৮. সালামঃ দো'আয়ে মাছূরাহ শেষে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে 'আস্‌সালা-মু আলাইকুম অ-রাহমাতুল্লা-হ' বলে সালাম ফিরাবে। প্রথম সালামের শেষে 'অ-বারাকা-তুহ' যোগ করা যেতে পারে। এভাবে ছালাত সমাপ্ত করে প্রথমে সরবে একবার 'আল্লা-হু আকবার' ও তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লা-হ' বলে বিভিন্ন দো'আ পাঠ করবে। ইমাম হ'লে ডাইনে অথবা বামে কিংবা সরাসরি

মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে বসবে এবং দো'আ ও তাসবীহ্ সমূহ পাঠ করবে। ফিরে বসার সময় রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কখনো পড়েছেনঃ 'রব্বে ক্বিনী আযা-বাকা য়াওমা তাবআছু ইবা-দাকা' অর্থঃ 'হে প্রভু! আমাকে তোমার আযাব থেকে বাঁচাও! যেদিন তোমার বান্দাদের তুমি পুণরুত্থান ঘটাবে' (মুসলিম)।

ছালাতে পঠিতব্য দো'আ সমূহ এবং কয়েকটি সূরা

বুকে জোড় হা-ত বেঁধে সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে বিনম্রচিত্তে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে মুছল্লী তার সর্বোত্তম ইবাদতের শুভ সূচনা করবে।

১. দো'আয়ে ইস্তেফতা-হ (ছানা) বা ছালাত শুরুর দো'আঃ

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، أَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، (متفق عليه)

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা বা-য়েদ বায়নী অ-বায়না খাত্বা-য়া-য়া, কামা বা-'আদ্‌তা বায়নাল মাশরিক্বি অল মাগরিবি। আল্লা-হুম্মা নাকক্বিনী মিনাল খাত্বা-য়া, কামা য়ুনাকক্বাছ্ ছাওবুল আবয়াযু মিনাদ দানাসি। আল্লা-হুম্মাগ্‌সিল খাত্বা-য়া-য়া বিল্ মা-য়ি অছ্ ছালজি অল বারাদি'।

অনুবাদঃ 'হে আল্লা-হ্! আপনি আমার ও আমার গোনাহ্ সমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লা-হ! আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন করুন গোনাহ্ সমূহ হ'তে, যেমন পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হ'তে। হে আল্লা-হ! আপনি আমার গুনাহ্ সমূহকে ধুয়ে ছাফ করে দিন পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা'।

২. সূরা ফাতিহাঃ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـــ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (١)

﴿اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (٣) مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٤) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٥) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ﴾ (الفاتحة:١-٧)

উচ্চারণঃ আ'ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম।

১. বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম।

২. আল-হাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল্ 'আ-লামীন।

৩. আর রাহ্‌মা-নির্ রাহীম।

৪. মা-লিকি য়াওমিদ্দীন।

৫. ইয়্যা-কা না'বুদু অ-ইয়্যা-কা নাস্তাঈন।

৬. ইহ্‌দিনাছ ছিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম।

৭. ছিরা-ত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গায়রিল মাগযূ-বি আলাইহিম অ-লায্‌যা-ল্লীন। (সূরা ফাতিহাঃ ১-৭)।

অনুবাদঃ আমি অভিশপ্ত শায়তান হ'তে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

১. করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে (আমি শুরু করছি)।

২. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক।

৩. যিনি করুণাময় কৃপানিধান। ৪. যিনি বিচার দিবসের মালিক।

৫. আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই সাহায্য প্রর্থনা করি।

৬. আপনি আমাদেরকে সোজা-সুদৃঢ় পথ প্রদর্শন করুন!

৭. এমন লোকদের পথ, যাঁদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন। তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। (আমীন)

অর্থঃ আপনি ক্ববূল করুন!
অতঃপর নিম্নোক্ত সূরা সমূহ হ'তে প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতেহা পড়ার পরে যেকোন দু'টি সূরা পরপর দু'রাক'আতে পাঠ করবে।

৩. পরপর অন্যান্য ১২টি সূরাঃ

১. সূরা আছ্‌রঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ (٢) إِلاَّ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: ١-٣)

উচ্চারণঃ

১. অল আছ্‌র।
২. ইন্নাল ইন্‌সা-না লাফী খুস্‌র।
৩. ইল্লাল্লাযীনা আ-মানু অ-আমিলুছ ছা-লেহা-তে, অ-তাঅছাও বিল হাক্‌ক্বে অ-তাওয়া-ছাও বিছ ছাব্‌র

অনুবাদঃ

১. কালের শপথ!
২. নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে
৩. তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং পরস্পরকে 'হক' -এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে 'ছব্‌র'-এর উপদেশ দিয়েছে (আছরঃ ১-৩)।

২. সূরা হুমাযাহঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (١) الَّذِيْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣) كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤) وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ (٦) الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ (٨) فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾ (الهمزة: ١-٩)

উচ্চারণঃ

১. অয়লুললে কুল্লে হুমাযাতিল্ লুমাযাহ্।
২. নিল্লাযী জামা'আ মা-লাওঁ অ-আদ্দাদাহ্।
৩. য়াহ্সাবু আন্না মা-লাহূ আখলাদাহ।
৪. কাল্লা- লায়ুম্বাযান্না ফিল হুত্বামাহ।
৫. অমা- আদ্রা-কা মাল হুত্বামাহ?
৬. না-রুল্লা-হিল্ মূক্বাদাহ্।
৭. আল্লাতী তাত্ত্বলিউ আলাল আফ্ইদাহ্।
৮. ইন্নাহা- আলায়হিম্ মু'ছাদাহ্।
৯. ফী আমাদিম্ মুমাদ্দাদাহ।

অনুবাদঃ ১. দুর্ভোগ সেই সব ব্যক্তির জন্য যারা পশ্চাতে নিন্দা করে ও সম্মুখে নিন্দা করে ২. এবং সম্পদ জমা করে ও গণনা করে।
৩. সে ধারণা করে যে, তার মাল চিরকাল তার সাথে থাকবে।
৪. কখনোই নয় সে অবশ্য অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে।
৫. আপনি কি জানেন পিষ্টকারী কি?
৬. এটা আল্লাহ্র প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।
৭. যা কলিজা পর্যন্ত পৌছে যাবে।

৮. এটা তাদের উপর পরিবেষ্টিত থাকবে।
৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভ সমূহে।

৩. সূরা ফীল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ (٢) وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ (٣) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ﴾ (الفيل: ١-٥)

উচ্চারণঃ

১. আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বে-আছহা-বিল ফীল।
২. আলাম য়াজ'আল কায়দাহুম ফী তায্‌লীল।
৩. অ- আরসালা আলাইহিম ত্বায়রান আবা-বীল।
৪. তারমীহিম বেহিজা-রাতিম মিন সিজ্জীল।
৫. ফাজা'আলাহুম কা'আছফিম মা'কূল।

অনুবাদঃ

১. আপনি কি দেখেননি আপনার প্রভু হস্তীবাহিনীর সহিত কিরূপ আচরণ করেছেন?
২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি?
৩. তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি।
৪. যারা তাদের উপরে পাথরের কংকর নিক্ষেপ করেছিল।
৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দিলেন।

৪. সূরা কুরাইশঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿لِإِيْلاَفِ قُرَيْشٍ (١) إِيْلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِىْ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَّءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ﴾ (القريش: ١-٤)

উচ্চারণঃ

১. লেঈলা-ফে কুরাইশ্।

২. ঈলা-ফিহিম্ রিহ্লাতাশ্ শিতা-ই অছ্ছাঈফ ।

৩. ফালয়া'বুদূ রাব্বা হা-যাল বাইত।

৪. আল্লাযী আত্ব'আমাহুম মিন জূ'য়েও অ আ-মানাহুম মিন খাউফ।

অনুবাদঃ

১. কুরায়েশদের আসক্তির কারণে।

২. তাদের আসক্তির কারণ শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের।

৩. অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের প্রভুর।

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় অন্ন দিয়েছেন ও যুদ্ধভীতি হ'তে নিরাপদ করেছেন।

৫. সূরা মা-'ঊনঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ (١) فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ (٢) وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (٣) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ (٤) الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ (٥) الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ (٦) وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ﴾

(الماعون: ١-٧)

উচ্চারণঃ

১. আরাআয়তাল্লাযী য়ুকায্যিবু বিদ্দীন।

২. ফাযা-লিকাল্লাযী য়াদুউউল য়াতীম।

৩. অলা- য়াহুয্যু আলা ত্বাআ-মিল মিসকীন।

৪. ফাওয়য়লুল লিল মুছাল্লীন।

৫. আল্লাযীনা হুম আন্ ছালা-তিহিম সা-হূন।

৬. আল্লাযীনা হুম য়ুরা-ঊনা।

৭. অ-য়ামনাঊনাল মা-‘ঊন।

অনুবাদঃ

১. আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে?

২. সে সেই ব্যক্তি, যে য়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয়।

৩. এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না।

৪. অতএব দুর্ভোগ সেই সব মুছল্লীর।

৫. যারা তাদের ছালাত সম্বন্ধে বে-খবর।

৬. যারা তা লোক দেখনোর জন্য করে।

৭. এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।

৬. সূরা কাওছারঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾

(الكوثر: ١-٣)

উচ্চারণঃ

১. ইন্না- আ‘ত্বায়না- কাল কাওছার।

২. ফাছাল্লে লেরাব্বিকা অন্‌হার।

৩. ইন্না শা-নিআকা হুঅল আবতার।

অনুবাদঃ

১. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে 'হাউযে কাওছার' দান করেছি

২. অতএব আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন ও কুরবানী করুন

৩. নিশ্চয়ই আপনার শত্রুরাই নির্বংশ (কাওছারঃ ১-৩)।

৭. সূরা কা-ফিরূণঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (١) لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ (٢) وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ
مَآ أَعْبُدُ (٣) وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ (٤) وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ(٥)
لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ﴾ (الكافرون: ١-٦)

উচ্চারণঃ

১. কুলয়া- আইয়ুহাল কা-ফিরূণ।

২. লা- আ'বুদূ মা- তা'বুদূন।

৩. অ-লা- আন্তুম 'আ-বিদূনা মা- আ'বুদ।

৪. অ- লা- আনা আ-বিদুম্মা 'আবাদতুম।

৫. অ-লা- আন্তুম আ-বিদূনা মা- আ'বুদ।

৬. লাকুম দীনুকুম অলিয়া দীন।

অনুবাদঃ

১. আপনি বলুন! হে কাফেরগণ!

২. আমি ইবাদত করিনা তোমরা যার ইবাদত কর।

৩. এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি।

৪. আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যার ইবাদত কর।
৫. এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি।
৬. তোমাদের কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্মফল আমার জন্য (কাফিরূণ:১-৬)।

৮. সূরা নছর ঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (النصر: ١-٣)

উচ্চারণঃ

১. ইযা- জা-আ নাছরুল্লা-হি অল্ ফাৎহু।
২. অ- রাআইতান্না-সা য়াদখুলূনা ফী দী-নিল্লা-হি আফওয়া-জা।
৩. ফাসাব্বিহ বেহাম্দি রব্বিকা অস্তাগ্ফিরহু; ইন্নাহূ কা-না তাও ওয়া-বা।

অনুবাদঃ

১. যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়।
২. এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।
৩. তখন আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রর্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা ক্ববূলকারী (সূরা নছর: ১-৩)।

৯. সূরা লাহাবঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَآأَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ﴾ (لهب: ١-٥)

উচ্চারণঃ

১. তাব্বাত য়াদা- আবী লাহাবিউঁ অ-তাব্বা।
২. মা- আগনা আনহু মা-লুহূ অ-মা- কাসাব।
৩. সায়াছলা না-রাণ যা-তা লাহাবিউঁ।
৪. অম্‌রাআতুহু, হাম্মা-লাতাল্ হাত্বাব।
৫. ফী জীদিহা- হাবলুম মিম মাসাদ।

অনুবাদঃ

১. আবু-লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হৌক এবং ধ্বংস হৌক সে নিজে।
২. কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ এবং যা কিছু সে উপার্জন করেছে।
৩. শ্রীঘ্রই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে।
৪. এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে।
৫. স্বীয় গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

১০. সূরা ইখলাছঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

﴿قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ (١) اَللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (إخلاص: ١-٤)

উচ্চারণঃ

১. কুল হুঅল্লা-হু আহাদ।

২. আল্লা-হুছ্ ছামাদ।

৩. লাম য়ালিদ অ-লাম ইউলাদ।

৪. অ-লাম য়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান্ আহাদ।

অনুবাদঃ

১. আপনি বলুন যে, তিনি আল্লাহ এক।

২. আল্লাহ্ মুখাপেক্ষীহীন।

৩.তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি কারও থেকে জন্মগ্রহণ করেন নি।

৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই (এখলাছঃ ১-৪)।

১১. সূরা ফালাক্বঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (الفلق: ١-٥)

উচ্চারণঃ

১. কুল আঊযু বি-রাব্বিল ফালাক্ব।

২. মিন শার্রি মা- খালাক্ব।

৩. অ-মিন শার্রি গা-সিক্বিন ইযা অক্বাব।

৪. অ-মিন শার্রিন নাফ্ফা-ছা-তি ফিল উক্বাদ।

৫. অ-মিন শার্রি হা-সিদিন ইযা হাসাদ।

অনুবাদঃ

১.আপনি বলুন! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের পালনকর্তার নিকটে।

২. তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হ'তে।

৩. অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হ'তে, যখন তা আচ্ছন্ন হয়।

৪. গ্রন্থিতে ফুঁকদান কারিনীদের অনিষ্ট হ'তে।

৫.এবং হিংসুকের অনিষ্ট হ'তে যখন সে হিংসা করে (ফালাক্ব: ১-৫)।

১২. সূরা নাসঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلٰـهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ (الناس: ١-٦)

উচ্চারণঃ

১. কুল আ'উযু বি-রব্বিন্না-স।

২. মালিকিন্না-স।

৩. ইলা-হিন্না-স।

৪. মিন শার্রিল অসওয়া-সিল খান্না-স।

৫. আল্লাযী য়ুঅসভিসু ফী ছুদূরিন্না-স।

৬. মিনাল জিন্নাতি অন্না-স।

অনুবাদঃ

১. আপনি বলুন! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের পালনকর্তার

২. মানুষের অধিপতির।

৩. মানুষের হক মা'বুদের নিকটে।

৪. গোপন কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হ'তে।
৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তর সমূহে।
৬. জিন-এর মধ্য হ'তে ও মানুষের মধ্য হ'তে (সূরা নাসঃ ১-৬)।

** সূরা ফাতিহা ও ক্বিরাআত শেষে 'আল্লা-হু আকবার' বলে কাঁধ বরাবর দু'হাত উঁচু করবে ও রুকুতে যাবে ও নিম্নের দো'আ পড়বে।

৪. রুকুর দো'আঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ. (সুবহা-না রব্বিয়াল আযীম) অর্থঃ 'মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান'। কম পক্ষে তিনবার পড়বে।

৫. সিজদার দো'আঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. (সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা) অর্থঃ 'মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ'। কম পক্ষে তিন বার পড়বে। রুকু ও সিজদার অন্য দো'আও রয়েছে।

৬. ক্বওমার দো'আঃ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. (রব্বা-না অলাকাল হামদ) অর্থঃ 'হে আমাদের পতিপালক! আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা'। কমপক্ষে একবার এতটুকু পড়বে। অথবা নিম্নভাবে পড়বে। যেমন- رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ. (রব্বা-না অলাকাল হাম্‌দ হাম্‌দান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি) অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়'। ক্বওমার জন্য অন্য দো'আও রয়েছে।

৭. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দু'আঃ

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগফিরলী অর হামনী অজবুরনী অহ্‌দিনী অ আ-ফেনী অর্‌যুক্বনী।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রূযী দান করুন'। অথবা কমপক্ষে একবার 'রব্বিগ্‌ফিরলী' অর্থ: 'হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন' বলবে (মুসলিম)।

৮. আত্তাহিইয়া-তুঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণঃ আত্তাহিইয়া-তু লিল্লা-হি অছ্-ছালাওয়া-তু অত-ত্বাইয়িবা-তু আস্‌সা-লামু আলায়কা আইয়ুহান নাবিইয়ু অ-রাহমাতুল্লা-হি অ-বারাকা-তুহু। আস্‌সালা-মু আলায়না অ-আলা ইবা-দিল্লা-হিছ্‌ছা-লেহীন। আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অ-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অ-রাসূলুহ।

অনুবাদঃ 'সমস্ত সম্মান, সমস্ত উপাসনা ও সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপরে শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত সমূহ নাযিল হৌক। শান্তি বর্ষিত হৌক আমাদের উপর ও আল্লাহ্‌র নেককার বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল'।

৯. দরূদঃ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–

উচারণঃ আল্লা-হুম্মা ছাল্লে আল্লা মুহাম্মাদিঁউ অ-আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লায়তা আলা- ইবরা-হীমা অ-আলা আ-লে ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অ-আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা বা-রক্‌তা আলা ইবরা-হীমা অ-আলা আ-লে ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌রাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌রাহীমের পরিবার বর্গের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত'।

১০. দো'আয়ে মাছূরাহঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্‌সী যুলমান কাছীরাও অলা য়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্‌দিকা অরহাম্‌নী ইন্নাকা আন্‌তাল গাফূরুর রাহীম।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আমি আমার নাফসের উপরে অসংখ্য যুলুম করেছি। ঐ সব গুনাহ মাফ করার কেউ নেই আপনি ব্যতীত। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হ'তে বিশেষ ভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার উপরে অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান'।

১১. সালাম ও দো'আঃ

দো'আ মাছুরার শেষে অন্যান্য দো'আও পড়া যাবে। অতঃপর প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে 'আস্সালা-মু আলাইকুম অ- রাহমাতুল্লা-হ' বলে সালাম ফিরাবে (আবু-দাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৫০)।

অতঃপর একবার সরবে 'আল্লা-হু আকবার' (আল্লাহ সবচাইতে বড়) ও তিনবার 'আসতাগফিরুল্লা-হ' (আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রর্থনা করছি) বলবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৫৯; মুসলিম, ঐ, হা/৯৬১)। ইমাম হ'লে ডাইনে অথবা বামে কিংবা সরাসরি মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে বসবেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪৪-৪৬, দ্রঃ মিরআত 'তাশাহহুদে দো'আ' অনুচ্ছেদ ১/৭০৯)।

অতঃপর সকলে নিম্নের দো'আ সহ অন্যান্য দো'আ পাঠ করবে।

"اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ"

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-ম অ-মিন্কাস সালা-ম, তাবা-রাক্তা য়া-যাল জালা-লি অল ইকরা-ম।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ্! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি আসে। বরকতময় আপনি হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক'। এটুকু পড়েই উঠে যেতে পারেন। (মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০। **উল্লেখ্য যে,** এই সাথে "ইলায়কা য়ারজি উস-সালাম, হাইয়েনা রব্বানা বিস সালা-ম, অ-আদখিলনা দা-রাকা দা-রাস সালাম..' বৃদ্ধি করার কোন ভিত্তি নেই।

(আলবাণী, মিশকাত, ঐ টীকা দ্রষ্টব্য। সালাম ফিরানোর পরে অন্যান্য দো'আ পৃষ্ঠায় দেখুন)।

১. ছালাতের সংজ্ঞাঃ (مَعْنَى الصَّلَاةِ)

'ছালাত'-এর আভিধানিক অর্থ দো'আ, রহমত, ক্ষমা প্রর্থনা ইত্যাদি। যেমন আরবীতে বলা হয়-

اَلصَّلَاةُ أَيْ اَلدُّعَاءُ وَالرَّحْمَةُ وَالْإِسْتِغْفَارُ، صَلَّى صَلَاةً أَيْ دَعَا، عِبَادَةٌ فِيْهَا رُكُوْعٌ وَسُجُوْدٌ (আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব পৃঃ ১৬৮১)।

পারিভাষিক অর্থেঃ 'শরীয়ত নির্দেশিত ক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকটে বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রার্থনা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত অনুষ্ঠানকে 'ছালাত' বলা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় ও সালামের দ্বারা শেষ হয়'। যেমন হাদীছে এসেছেঃ

"مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ اَلطُّهُوْرُ تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ."

অর্থাৎ 'ছালাতের চাবি হ'ল পবিত্রতা, 'ছালাতের প্রথমে তাকবীর বলা' ঐ ছালাত ব্যতীত বাকী সকল কাজকে হারাম করে দেয়, আর ছালাত শেষে 'সালাম ফিরানো' উহা বাকী সকলকাজকে হালাল করে দেয়। (আবুদাউদ, তিরমিযী, দারেমী, আলবানী, মিশকাত, 'ত্বাহারৎ' অধ্যায়, হা/৩১২; ঐ 'ছালাত' অধ্যায় হা/৭৯১)।

২. ছালাতের গুরুত্বঃ (أَهَمِّيَّةُ الصَّلَاةِ)

১. কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার পরেই ইসলামে ছালাতের স্থান।
২. ছালাত ইসলামের প্রথম ইবাদত, যা মি'রাজের রাত্রিতে ফরয করা হয়। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২ 'মি'রাজ' অধ্যায়)।
৩. ছালাত ইসলামের মূল স্তম্ভ। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৯ (...عموده الصلاة...)। যা ব্যতীত ইসলাম টিকে

থাকতে পারেনা।

৪. ছালাতের বিধ্বস্তি জাতির বিধ্বস্তি হিসাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে (মারিয়াম: ৫৯)।

৫. পবিত্র কুরআনে সর্বাধিকবার আলোচিত বিষয় হ'ল ছালাত। (কুরআনে অনুন্য ৮২ জায়গায় "ছালাতের" আলোচনা এসেছে। আল-মু'জাম: বৈরুত ছাপা ১৯৮৭)।

৬. মু'মিনের জন্য সর্বাস্থায় পালনীয় ফরয হ'ল ছালাত যা অন্য ইবাদতের বেলায় হয়নি (বাক্বারাহ ২৩৮- ২৩৯; নিসা ১০১, ১০৩)।

৭. ইসলামের প্রথম যে রশি ছিন্ন হবে, তাহ'ল তার শাসনব্যবস্থা এবং সর্বশেষ যে রশি ছিন্ন হবে, তা হ'ল 'ছালাত'। এমর্মে হাদীছে এসেছে–

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِيْ تَلِيْهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلاَةُ.

(আহমাদ, ছহীহ ইবনু হিব্বান গৃহীতঃ আলবনী, ছহীহ আত-তারগীব অত তারহীব, হা/৫৬৯; ঐ ছহীহ জামে ছগীর হা/৫০৭৫, ৫৪৭৮)।

৮. দুনিয়া থেকে 'ছালাত' বিদায় নেবার পরেই ক্বিয়ামত হবে। ঐ।

৯. ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মু'মিন বান্দার ছালাতের হিসাব নেয়া হবে। এমর্মে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُعَمَلِهِ.

অর্থঃ 'আনাস বিন হুকাইম (রাঃ) আবূ-হুরায়রা (রাঃ) আনহু হ'তে বর্ণনা করেন, আবূ-হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মু'মিনের সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। অতএব ছালাত ছহীহ-শুদ্ধ হ'লে তার বাকী সব আমল ছহীহ-শুদ্ধ হবে। আর ছালাত ছহীহ-শুদ্ধ না হ'লে তার বাকী সব আমলও ছহীহ-শুদ্ধ হবে না।
(তাবারাণী আওসাত্ব, আত-তারগীব অত তারহীব হা/৩৬৯, ১/২২২পৃঃ, আলবানী, সিলসিলা ছাহীহা হা/১৩৫৮, ঐ, ছহীহ জামে ছগীর হা/২৫৭৩)।

১০. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত হিসাবে 'ছালাত' কে ফরয করা হয়েছে, যা অন্য কোন ফরয ইবাদতের বেলায় করা হয়নি। (নাসাঈ, তিরমিযী, আহমাদ, ফিকহুস সুন্নাহ "ছালাত" অধ্যায় ১/৭০পৃঃ)।

১১. মু'মিন ও কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হ'ল 'ছালাত'। এমর্মে হাদীছে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

অর্থঃ জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, মু'মিন ও কাফির-মুশরিকের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হ'ল ছালাত পরিত্যাগ করা।
(মুসলিম হা /১৩৪, 'ঈমান' অধ্যায়; ঐ, হা/৫৬৯ 'ছালাত' অধ্যায়)।

১২. মৃত্যুকালে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) -এর সর্বশেষ অছিয়ত ছিল 'ছালাত ও নারীজাতি' সম্পর্কে। এ সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ آخِرُ كَلاَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلاَةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

অর্থাৎ 'আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) মৃত্যুর পূর্বমূহূর্তে উম্মতের জন্য সর্বশেষ যে অছিয়ত করেছিলেন– সেটা ছিল 'ছালাত সংরক্ষণ করা' এবং'নারীদের অধিকার আদায়করা' সম্পর্কে। (নাসাঈ, ইবনু মাজাহ হা/১৬২৫ 'জানাযা' অধ্যায়; ঐ হা ২৬৯৮; ঐ, ছহীহ হা/২১৮৪, 'অছিয়াত' অধ্যায়)।

৩. ছালাত তরক কারীর বিধান (حُكْمُ تَارِكِ الصَّلاَةِ)

ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত তরককারী অথবা ছালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির ও জাহান্নামী। ঐ ব্যক্তি ইসলাম হ'তে বহিষ্কৃত। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান রাখে, অথচ অলসতা ও ব্যস্ততার অজুহাতে ছালাত তরক করে কিংবা অলসভাবে ছালাত আদায় করে ও তার প্রকৃত হেফাযত করে না, সে সম্পর্কে শরীয়তের বিধান নিম্নরূপঃ

ক. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন..., 'যে ব্যক্তি ছালাতের হেফাযত করল না... সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন ক্বারূণ, ফেরাউন, হামান ও উবাই বিন খালাফের সঙ্গে থাকবে'। (আহমাদ, দারেমী, মিশকাত হা/৫৭৮ 'ছালাত' অধ্যায়। ইমাম শাওকানী (১১৭২-১২৫০হিঃ) বলেন যে, 'মুসনাদে আহমাদ-এর সূত্র সমূহ বিশ্বস্ত'। নায়নুল আওত্বার ২/১৬)। ছালাতের হেফাযত করা অর্থ রুকু-সিজদা ইত্যাদি ফরয ও সুন্নাত সমূহ সঠিকভাবে ও গভীর মনোযোগ সহকারে আদায় করা (মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাত ২/১১৮ পৃঃ)।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিঃ)(৭০১-৭৭৩ হিঃ) বলেন,

১. যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদের মোহে ছালাত হ'তে দূরে থাকে, তার হাশর হবে হযরত মুসা (আঃ) এর চাচতো ভাই বখীল ধনকুবের ক্বারূণ-এর সাথে।

২. রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক ব্যস্ততার অজুহাতে যে ব্যক্তি ছালাত হ'তে গাফেল থাকে, তার হাশর হবে মিসরের শাসক ফেরাঊনের সাথে।

৩. মন্ত্রীত্ব বা চাকুরীগত কারণে যে ব্যক্তি ছালাত হ'তে গাফেল থাকে, তার হাশর হবে ফেরাঊনের মন্ত্রী হামান-এর সাথে।

৪. ব্যবসায়ীক ব্যস্ততার অজুহাতে যে ব্যক্তি গাফেল থাকে, তার হাশর হবে মক্কার ব্যবসায়ী নেতা উবাই বিন খালাফের সাথে (সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিকহুস সুন্নাহ ১/৭২ পৃঃ)। বলা বাহুল্য ক্বিয়ামতের দিন কাফের নেতাদের সাথে হাশর হওয়ার অর্থই হ'ল জাহান্নামবাসী হওয়া। অতএব শুধু ছালাত তরক করা নয় বরং ছালাতের হেফাযত বা রুকু-সিজদা সঠিকভাবে আদায় না হ'লেও জাহান্নামবাসী হ'তে হবে।

খ. ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত তরককারীকে হাদীছে 'কাফির' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৯; ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হা/৫৭৪, ৫৮০)। ছাহাবায়ে কেরামও তাদেরকে 'কাফির' হিসাবেই গণ্য করতেন (তিরমিযী, মিশকাত, হা/৫৭৯)। তবে এই কাফেরগণ 'কালেমায়ে শাহাদাত'-কে অস্বীকারকারী কাফিরগণের ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বরং কালেমার বরকতে ও রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর শাফা'আতের ফলে শেষ পর্যায়ে তারা এক সময় জান্নাতে ফিরে আসবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৩, 'শাফা'আত' অধ্যায়)।

গ. বিভিন্ন হাদীছের আলোকে আহ্লেসুন্নাত বিদ্বানগণের মধ্যে ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ), ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪হিঃ)

এবং প্রথম ও পরবর্তী যুগের প্রায় সকল বিদ্বান এই মর্মে একমত হয়েছেন যে, ঐ ব্যক্তি 'ফাসিক্ব' এবং তাকে তাওবা করতে হবে। যদি সে তাওবা করে ছালাত আদায় শুরু না করে, তবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। ইমাম আবু-হানীফা (৮০-১৫০হিঃ) বলেন, তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এবং ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত জেল খানায় আবদ্ধ রাখতে হবে (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৭৩; শাওকানী, নায়লুল আওতার ২/১৩ পৃঃ)। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১হিঃ) বলেন, ঐ ব্যত্তিকে ছালাতের জন্য ডাকার পরেও যদি সে ইনকার করে ও বলে যে আমি ছালাত আদায় করব না' এবং এইভাবে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তখন তাকে ক্বতল করা ওয়াজিব (নায়লুল আওত্বার ২/১৫; মিরক্বাত ২/১১৩-১৪ পৃঃ)। সামাজিক অনুশাসনের স্বার্থে ঐ ব্যক্তির জানাযা মসজিদের ইমাম বা বড় কোন বুযর্গ আলেম দিয়ে না পড়ানো উচিৎ। কেননা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) (সম্ভতঃ উক্ত কারণেই) গণীমতের মালে খেয়ানতকারী এবং আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়েননি। ইমাম আহমাদ একথা বলেন। (নায়ল ৫/৪৯, 'জিহাদ' অধ্যায়, মৃত্যুদণ্ডে নিহত ব্যক্তির 'জানাযা' অনুচ্ছেদ; এতদ্ব্যতীত মুওয়াত্ত্বা, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত 'গণীমতের মাল বন্টন ও খেয়ানত' অনুচ্ছেদ হা/৪০১১; মুসলিম ও সুনান 'খেয়ানতকারী ও আত্মহত্যাকারীর জানাযা' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্যঃ নায়ল ৫/৪৭-৪৮ পৃঃ)।

এক্ষণে আল্লাহ্কৃত ফরয ছালাতের সঙ্গে খেয়ানতকারী ব্যক্তির সাথে মু'মিন সমাজের আচরণ কেমন হওয়া উচিৎ, তা সহজেই অনুমেয়।

৪. ছালাতের ফযীলত সমূহ (فَضَائِلُ الصَّلاَةِ)

১. আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন,

﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ 'নিশ্চয়ই ছালাত মু'মিনকে নির্লজ্জ ও অপসন্দনীয় কাজ সমূহ হ'তে বিরত রাখে' (আনকাবূতঃ ৪৫)।

২. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ হ'তে পরবর্তী জুম'আ, এক রামাযান হ'তে পরবর্তী রামাযান-এর মধ্যকার যাবতীয় (ছগীরা) গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ, যদি কি-না সে কবীরা গোনাহসমূহ হ'তে বিরত থাকে (যা তওবা করা ব্যতীত মাফ হয় না)' (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪ 'ছালাত' অধ্যায়) ।

৩. তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের কারু ঘরের সম্মুখ দিয়ে প্রবাহিত নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করলে তোমাদের দেহে কোন ময়লা বাকী থাকে কি? ...পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের তুলনা ঠিক অনুরূপ'। আল্লাহ্ এর দ্বারা বান্দার গোনাহ সমূহ বিদূরিত করেন'। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৫)।

৪. অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতের হেফাযত করল, ছালাত তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন নূর, দলীল ও নাজাতের কারণ হবে ...'। (আহমাদ, দারেমী, মিশকাত হা/৫৭৮)।

৫. আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন যে, 'বান্দা যখন ছালাতে দণ্ডায়মান হয়, তখন তার সমস্ত গুনাহ হাযির করা হয়। অতঃপর তা তার মাথায় ও দুই স্কন্ধে রেখে দেওয়া হয়। এরপর সে ব্যক্তি যখনই রুকু বা সিজদায় গমন করে, তখনই গুনাহ সমূহ ঝরে পড়ে' (ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, আলবানী 'ছহীহ' বলেছেন- মাজমূ'আ রাসা-ইল, (রিয়ায ১৪০৫হিঃ) ২০২পৃঃ)।

৬. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

ক. 'যে ব্যক্তি ফজর ও আছরের ছালাত নিয়মিত আদায় করে, সে জাহান্নামে যাবেনা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' (মুসলিম, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৪-২৫)।

খ. দিবস ও রাতের ফেরেশতারা ফজর ও আছরের ছালাতের সময় একত্রিত হয়। রাতের ফেরেশতারা আসমানে উঠে গেলে আল্লাহ্ তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় রেখে এলে? -যদিও তিনি সবকিছু অবগত। তখন ফেরেশতারা বলে যে, আমারা তাদেরকে পেয়েছিলাম (আছরের) ছালাত অবস্থায় এবং ছেড়ে এসেছি (ফজরের) ছালাত আবস্থায়'। (মুসলিম, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৪, ৬২৫-২৬)। কুরআনে ফজরের ছালাতকে 'মাশহূদ' বলা হয়েছে (ইসরাঃ ৭৮)। অর্থাৎ ঐ সময় রাতের ও দিনের ফেরেশতা একত্রিত হয়ে সাক্ষী হয়ে যায় (তিরমিযী, মিশকাত হা/৬৩৫)।

গ. যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত আদায় করল, সে আল্লাহ্র যিম্মায় রইল। যদি কেউ সেই যিম্মা থেকে কাউকে ছাড়িয়ে নিতে চায়, তা হ'লে তাকে উপুড় অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৭)।

৭. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন,

ক. 'যদি লোকেরা জানত যে– আযান দেয়াতে, প্রথম কাতারে ছালাত আদায় করাতে এবং আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ে কি পরিমান নেকী রয়েছে, তাহ'লে তারা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করত। অনুরূপভাবে যদি তারা জানত যে, এশা ও ফজরের ছালাতে কি পরিমান নেকী রয়েছে, তাহ'লে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও ঐ দুই ছালাতে আসত' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৮)।

খ. তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি এশার ছালাত জামা'আতে পড়ল, সে যেন অর্ধরাত্রি ছালাতে কাটাল এবং যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে পড়ল, সে যেন সমস্ত রাত্রি ছালাতে অতিবাহিত করল" (মুসলিম, মিশকাত হা/৬০০)।

গ. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, "মুনাফিকদের উপরে ফজর ও এশার চাইতে কঠিন কোন ছালাত নেই" (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৯) ।

৮. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, "পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যে গুলিকে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপরে ফরয করেছেন– যে ব্যক্তি এগুলির জন্য সুন্দর ভাবে উযূ করবে, ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করবে, রুকু ও খুশূ-খুযূ পূর্ণ করবে, তাকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ্র অঙ্গীকার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এগুলি করবে না, তার জন্য আল্লাহ্র কোন অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন, ইচ্ছা করলে আযাব দিতে পারেন"। (আহামাদ, আবুদাঊদ, মালেক, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৭০'ছালাত' অধ্যায়)।

৯. আবু-হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন যে, 'আল্লাহ পাক' বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় বান্দার সাথে দুশমনী করল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি যেসব বিষয় ফরয করেছি, তার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অনুসন্ধানের চাইতে প্রিয়তর আমার নিকটে আর কিছু নেই। বান্দা বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিলের চেষ্টায় থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শ্রবণ করে, চোখ হয়ে যাই

যা দিয়ে সে দর্শন করে, হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধারণ করে, পা হয়ে যাই যার সাহায্যে সে চলাফিরা করে। যদি সে আমার নিকটে কিছুর প্রর্থনা করে আমি তাকে দান করে থাকি। যদি সে আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি...' (বুখারী 'কিতাবুর রিক্বাক্ব' 'তাওয়াযু' অনুচ্ছেদ, ২/৯৬৩ পৃঃ)।

মসজিদে ছালাতের ফযীলতঃ

১. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, "আল্লাহ্‌র নিকটে প্রিয়তর স্থান হ'ল মসজিদ এবং নিকৃষ্টতর স্থান হ'ল বাজার" (মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৭)।

২. 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে) মসজিদে যাতায়াত করে, আল্লাহ্ পাক তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারী তৈরী রাখেন' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৮)।

৩. ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে যে সাত শ্রেণীর লোক আশ্রয় পাবেন তাদের এক শ্রেণী হলেন ঐ সকল ব্যক্তি যাদের অন্তর মসজিদের সাথে লটকানো থাকে। যখনই বের হয়, পুনরায় ফিরে আসে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০১)।

৪. ঘরে অথবা বাজারে একাকী ছালাতের চেয়ে মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ে ২৫ বা ২৭ গুণ ছওয়াব বেশী পাওয়া যায়। যখন কোন মুছল্লী সুন্দরভাবে উযূ করে এবং স্রেফ ছালাতের উদ্দেশ্যে ঘর হ'তে বের হয়, তখন তার প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ্‌র নিকটে একটি করে নেকী লেখা হয় ও একটি করে মর্যাদার স্তর উন্নীত করা হয় ও একটি গোনাহ ঝরে পড়ে। যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি ছালাতরত থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দো'আ করতে

থাকে ও বলে যে, 'হে আল্লাহ! তুমি তার উপরে শান্তি বর্ষণ কর'। 'তুমি তার উপরে অনুগ্রহ কর'। যতক্ষণ সে কথা না বলে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা আরও বলতে থাকে, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর' তুমি তার তওবা কবুল কর' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০২, হা/১০৫২; মুসলিম, মিশকাত হা/১০৭২)।

অত্র হাদীছে মসজিদ, বাড়ী ও বাজারের তুলনামূলক গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। মসজিদ কেবল ছালাতের জন্যই নির্ধারিত। সেকারণ তার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে বেশী। সেখানে একাকী ফরয ছালাত আদায় করলে অন্য স্থানে একাকী পড়ার তুলনায় নেকী বেশী হওয়া স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে বাড়ীতে বা বাজারে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে তাতে একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে নেকী অবশ্যই বেশী হবে ইনশাআল্লাহ। (ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আত ১/৫৬০)।

ছালাতের নিষিদ্ধ স্থানঃ

আবূ-সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন যে, 'সমগ্র পৃথিবীই সিজদার স্থান কেবল কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত' (আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারিমী, মিশকাত হা/৭৩৭ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অনুচেছদ)। সাতটি স্থানে ছালাত নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীছটি যঈফ। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ মিশকাত হা/৭৩৮ হাশিয়া; যঈফ তিরমিযী হা/১৪৬, যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৭৪৬, ইরওয়া হা/২৮৭)।

৫. ছালাতের শর্তাবলী (شُرُوْطُ الصَّلاَةِ)

ছালাতের বাইরের কিছু বিষয়, যা না হ'লে ছালাত শুদ্ধ হয় না, সেগুলিকে 'ছালাতের শর্তাবলী' বলা হয়। উহা ৯টি। যেমন-

১. মুসলিম হওয়াঃ এমর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾

অর্থঃ "যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে– কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না, আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে" (আলে ইমরান: ৮৫, তওবা: ১৭)।

২. জ্ঞানসম্পন্ন হওয়াঃ এমর্মে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ"

অর্থঃ "তিন শ্রেণীর মানুষ হ'তে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, (অর্থাৎ তাদের কোন গুনাহ্ লেখা হবে না) 'ঘুমন্ত ব্যক্তি হ'তে' যতক্ষণ না সে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, 'শিশু হ'তে' যতক্ষণ না সে সাবালক হয়, 'পাগল হ'তে' যতক্ষণ না সে জ্ঞান সম্পন্ন হয়" (আবুদাঊদ হা/৪৪০৩; ঐ, ছহীহ হা/৩৭০৩ 'হুদূদ' অধ্যায়; নায়ল, 'ছালাত' অধ্যায় ২/২৩-২৪পৃঃ)।

৩. বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াঃ ও সেজন্য সাত বছর বয়স থেকেই ছালাত আদায় শুরু করা– এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ سَبْعَ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ".

অর্থঃ "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দাও! যখন তারা ৭ বছরে উপণীত হয়। আর যখন তারা ১০ বছরে উপণীত হয় (অথচ ছালাত আদায় করে না) তখন তাদেরকে প্রহার

কর, আর তাদের পরস্পরের মাঝে ঘুমানোর বিছানা পৃথক করে দাও' (আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭২; নায়লুল আওত্বার ২/২২পৃঃ)।

৪. দেহ, কাপড় ও স্থান পাক হওয়াঃ (মায়েদাহঃ ৬, আ'রাফঃ ৩১, মুদ্দাছ্‌ছিরঃ ৪, মুসলিম 'যাকাত' অধ্যায় হা/১০১৫, আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৭৩৭, ৭৩৯)।

৫. সতর ঢাকাঃ ছালাতের সময় পুরুষের জন্য দুই কাঁধ ও নাভী হ'তে হাটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের দুই হাতের তালু ও চেহারা ব্যতীত মাথা হ'তে পায়ের পাতা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ সতর হিসাবে ঢাকা। (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১২৫; নায়ল ২/১৩৬; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৫ 'সতর' অধ্যায়; সূরা নূর ৩১, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৪৫৮; শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বুদ, কায়রোঃ মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, ৩য় সংস্করণ ১৪০৭/১৯৮৭, হা/৪০৮৬)।

৬. ওয়াক্ত হওয়াঃ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا﴾

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই ছালাত মু'মিন বান্দাদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত' (নিসাঃ ১০৩)।

৭. পবিত্রতা অর্জন করাঃ উযূ-গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা (মায়েদাহঃ ৬)।

৮. কিব্‌লামুখী হওয়াঃ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

অর্থঃ '(হে রাসূল! ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি মসজিদে হারামের দিকে (ক্বা'বার দিকে) আপনার মুখমণ্ডল ফিরিয়ে নিন। আর তোমরা যেখানেই থাক– তোমরাও সেই দিকে মুখ ফিরাও' (বাক্বারাহ, ১৪৪)।

৯. ছালাতের নিয়ত বা সংকল্প করাঃ

(মুত্তাফাক্ব আলাইহ; ছহীহ বুখারী ও মিশকাত শরিফের প্রথম হাদীছ। রাবী হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)। হজ্জ ও উমরার জন্য উচ্চঃস্বরে 'তালবীয়াহ' পাঠ ব্যতীত অন্য কোন ইবাদতের জন্য মুখে নিয়ত পড়া বিদ'আত। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম এবং আহলে সুন্নাত অল জামা'আতের বিগত ইমামগণের কেউ মূখে নিয়ত পাঠ করেছেন বা করতে বলেছেন বলে জানা যায় না। হানাফী ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হেদায়া'-র খ্যাতনামা লেখক বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী বিন আবূ-বকর আ-ল ফারগানী আল-মারগীনানী (৫১১-৫৯৩হিঃ) সহ পরবর্তী কালের কিছু ফক্বীহ বিদ্বান অন্তরে নিয়ত করার সাথে সাথে মুখে তা পাঠ করাকে 'সুন্দর' বলে গণ্য করেন। যেমন হেদায়া-তে বলা হয়েছে,

اَلنِّيَّةُ هِيَ الْإِرَادَةُ وَالشَّرْطُ أَنْ يَّعْلَمَ بِقَلْبِهِ أَيَّ صَلاَةٍ يُصَلِّى، أَمَّا الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ فَلاَ مُعْتَبَرَ بِهِ وَيُحْسِنُ لِاِجْتِمَاعِ عَزِيْمَتِهِ (أَيْ اَلْقَصْدُ مَعَ التَّلَفُّظِ)

অর্থাৎ নিয়ত অর্থ এরাদা করা। তবে শর্ত হ'ল এই যে, মুছল্লী কোন ছালাত আদায় করবে, সেটা অন্তর থেকে জানা। মুখে নিয়ত পাঠ করার কোন গুরুত্ব নেই। তবে হৃদয়ের সংকল্পকে একীভূত করার স্বার্থে মুখে নিয়ত পাঠকে সুন্দর গণ্য করা চলে। = হেদায়া 'ছালাতের শর্তবলী' অধ্যায় ১/৯৬ পৃঃ। মোল্লা আলী ক্বারী, ইবনুল হুমাম, আব্দুলহাই লাক্ষ্ণৌবী (রাহিঃ) প্রমুখ এমতের বিরোধিতা করেছেন এবং একে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন।- মিরক্বাত শরহে মিশকাত (দিল্লী ছাপা, তাবি) ১/৪০-৪১ পৃঃ, হেদায়া (দেউবন্দ ভারতঃ মাকতাবা থানবী ১৪১৬হিঃ) 'ছালাতের শর্তবলী' অধ্যায় ১/৯৬ পৃঃ টীকা-১৩ দ্রষ্টব্য।

অন্যান্য স্থানসহ ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে 'নাঅয়তু আন' পাঠের মাধ্যমে মুখে নিয়ত পড়ার প্রথা চালু আছে। অথচ এর কোন শারঈ ভিত্তি নেই। ছালাতের শুরু হ'তে শেষ পর্যন্ত পুরা অনুষ্ঠানটিই আল্লাহর অহি দ্বারা নির্ধারিত। এখানে 'রায়' বা 'কিয়াস'-এর কোন অবকাশ নেই। অতএব মুখে নিয়ত পাঠ করা 'সুন্দর' নয় বরং 'বিদ'আত'- যা

অবশ্যই 'মন্দ' ও পরিত্যাজ্য। বাস্তব কথা এই যে, মুখে নিয়ত পাঠের এই বাড়তি ঝামেলার জন্য অনেকে ছালাত আদায়ে ভয় পান। কারণ ভুল আরবী নিয়ত পাঠে ছালাত বরবাদ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। অথচ যারা এই বিদ'আতী নিয়ত পাঠে মুছল্লীকে বাধ্য করেন, তারাই আবার ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠে মুক্তাদির মুখে 'মাটি ভরা উচিত বা পাথর মারা উচিত' বলে ফৎওয়া দেন (মুফতি আব্দুল কুদ্দুস ও মুফতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, 'সহীহ হাদীছের আলোকে হানাফীদের নামাজ' পৃঃ ১৩, ১১৪; হাদীছটি যঈফ, ইরওয়া হা/৫০৩)। অথচ সূরা ফাতিহা পাঠের জন্য রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর স্পষ্ট নির্দেশ মওজুদ রয়েছে। অন্ধ তাকলীদ ও মাযহাবী গোঁড়ামী মুসলিম উম্মাহকে এভাবেই ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণ থেকে বিরত রেখেছে)-লেখক।

সতর ও লেবাস সম্পর্কে নিম্নলিখিত চারটি শারঈ মূলনীতি অনুসরণ করা আবশ্যকঃ

১. পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য থাকবে দেহকে আবৃত করা। যেন পোষাক পরা সত্ত্বেও লজ্জাস্থান সমূহ আন্যের চোখে প্রকট হ'য়ে না ওঠে (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)।

২. ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হ'তে হবে। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতে হবে। হাদীছে সাদা পোষাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে (আ'রাফ: ২৬, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ 'আদাব' আনুচ্ছেদ; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৫০ 'লিবাস' অধ্যায়; আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৩৭)।

৩. পোষাক যেন অমুসলিমদের সাদৃশ্য না হয়। (আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)।

৪. পোষাকে যেন অহংকার প্রকাশ না পায়। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে

(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/ ৪৩১১-১৪, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৬)।

৬. ছালাতের ফরয বা রুকুন সমূহঃ (أَرْكَانُ الصَّلاَةِ)

'রুকুন' অর্থ স্তম্ভ। অর্থাৎ যা ইচ্ছাকৃত বা ভুল ক্রমে পরিত্যাগ করলে ছালাত বাতিল হয়ে যায়। উহা ৭টি। যেমন-

১. ক্বিয়াম বা দাঁড়ানোঃ আল্লাহ বলেন, ﴿وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ﴾ "তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠচিত্তে দাঁড়িয়ে যাও" (বাক্বারাহঃ ২৩৮)।

২. তাকবীরে তাহরীমাঃ অর্থাৎ 'আল্লা-হু আকবর' বলে দুই হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠানো। আল্লা-হ বলেন, ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ অর্থঃ "তোমার প্রভুর জন্য তাকবীর দাও" (মুদ্দাছছির: ৩)। অর্থাৎ তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা কর। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَ تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ অর্থঃ "ছালাতে সবকিছু হারাম হয় তাকবীরের মাধ্যমে এবং সবকিছু হালাল হয় সালাম ফিরানোর মাধ্যমে" (আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১২ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায়; ঐ 'ছালাত' অধ্যায় হা/৭৯১)।

৩. সূরা ফাতিহা পাঠ করাঃ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, لاَصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (লা ছালা-তা লেমান্ লাম য়াক্বরা' বেফা-তিহাতিল্ কিতা-বে) অর্থঃ 'ঐ ব্যক্তির ছালাত শুদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করেনা' (মুত্তাফিক্ব আলাইহ, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অধ্যায় হা/ ৮২২, রাবী 'উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) । দ্রষ্টব্যঃ কুতুবে সিত্তাহ্‌সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ)।

৪. ও ৫. রুকু ও সিজদা করাঃ আল্লাহ্ বলেন, . وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا অর্থঃ 'হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকু কর ও সিজদা কর' (হজ্জঃ ৭৭)।

৬. তা'দীলে আরকান বা ধীর-স্থির ভাবে ছালাত আদায় করাঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَعَلَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ عَلِّمْنِيْ يَارَسُوْلَ اللهِ.....

অর্থঃ "হযরত আবূ-হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমরা কোন একদিন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর নিকট বসেছিলাম, এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় শেষে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে সালাম দিলে তিনি বলেন, তুমি পুনরায় ছালাত আদায় কর। কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি। এই ভাবে লোকটি তিনবার আদায় করল ও রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাকে তিনবার ফিরিয়ে দিলেন। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ছালাত শিখিয়ে দিন! ... (অতঃপর তিনি তাকে ধীরে সুস্থে ছালাত আদায় করার নিয়ম শিক্ষা দিলেন' (মুত্তাফিক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯০)। হাদীছটি حَدِيْثُ مُسِيْئِ الصَّلاَةِ বা 'ছালাতে ভুলকারীর হাদীছ' হিসাবে প্রসিদ্ধ।

৭. ক্বা'দায়ে আখীরাহ বা শেষ বৈঠকঃ হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) -এর যামানায় মহিলাগণ জামা'আতে ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে উঠে দাঁড়াতেন এবং রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ও পুরুষ মুছুল্লীগণ কিছু সময় বসে থাকতেন। অতঃপর যখন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) দাঁড়াতেন তখন তারাও দাঁড়াতেন'। (বুখারী. মিশকাত হা/৯৪৮ 'তাশাহহুদে দো'আ'

অধ্যায়)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শেষ বৈঠকে বসে সালাম ফিরানোটাই ছিল রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ও ছাহবায়ে কেরামের নিয়মিত অভ্যাস।

প্রকাশ থাকে যে, কঠিন অসুখ বা অন্য কোন বাস্তব কারণে অপারগ অবস্থায় উপরোক্ত শর্তাবলী ও রুকুন সমূহ ঠিকমত আদায় করা সম্ভব না হ'লে বসে বা শুয়ে ইশারায় ছালাত আদায় করবে। কিন্তু কোন অবস্থায় ছালাত মাফ নেই।

৭. ছালাতের ওয়াজিব সমূহ (وَاجِبَاتُ الصَّلاَةِ)

রুকন-এর পরেই ওয়াজিব-এর স্থান, যা ইচ্ছাকৃতভাবে তরক করলে ছালাত বাতিল হয়ে যায় এবং ভুলক্রমে তরক করলে 'সিজদায়ে সহো' দিতে হয়। উহা ৮টি। (মুহাম্মাদ বিন আব্দুল অহ্হাব, 'ছালাতের আরকান ও ওয়াজিব' গৃহীতঃ মাজমূ'আ রাসা-ইল পৃঃ ৭৮)। যেমন-

১. 'তাকবীরে তাহরীমা' ব্যতীত অন্যান্য সকল তাকবীর বলা।
(বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য, মিশকাত হা/৭৯৯, ৮০১; ফিক্বহুস্ সুন্নাহ ১/১২০)

২. রুকূতে তাসবীহ পড়া। কমপক্ষে 'সুবহা-না রব্বিয়াল আযীম' একবার বলা (নাসাঈ, আবুদাঊদ. তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৮১)।

৩. ক্বওমার সময় 'সামি আল্লা-হু লেমান হামেদাহ' বলা (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭০, ৭৪, ৭৫, ৭৭)।

৪. ক্বওমার দো'আ কমপক্ষে 'রব্বানা অলাকাল হাম্‌দ' বলা। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯৯)।

৫. সিজদায় গিয়ে তাসবীহ পড়া। কমপক্ষে 'সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা' একবার বলা। (নাসাঈ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৮১)।

৬. দুই সিজদার মাঝখানে স্থির হ'য়ে বসা ও কমপক্ষে একবার

'রব্বিগফিরলী' বলা, (আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৯০০, ৯০১; নায়ল ৩/১২৯; ছহীহ তিরমিযী হা/২৩৩; মজমূ'আ রাসা-ইল পৃঃ ৭৮)।

৭. প্রথম বৈঠকে বসা ও 'তাশাহহুদ' পাঠ করা। (আহমাদ, নাসাঈ, নায়ল ৩/১৪০; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০৯)।

৮. সালামের মাধ্যমে ছালাত শেষ করা, (আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১২; আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৯৫০-৫১; ফিকহুস্ সুন্নাহ ১/১০৬)।

৮. ছালাতের সুন্নাত সমূহ (سُنَنُ الصَّلَاةِ)

ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ছালাতের বাকী সকল আমলই সুন্নাত। যেমন,

১. প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে 'আঊযুবিল্লাহ... ' চুপে চুপে পাঠ করা।

২. ছালাতে পঠিতব্য সকল দো'আ পড়া।

৩. বুকে হাত বাঁধা।

৪. রাফ'উল য়াদায়েন করা।

৫. 'আমিন' বলা।

৬. সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাত রাখা।

৭. 'জালসায়ে ইস্তেরা-হাত' করা।

৮. মাটিতে দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানো।

৯. ছালাতে দাঁড়িয়ে সিজদার স্থানে নযর রাখা।

১০. তাশাহহুদের সময় ডান হাত ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ করা ও শাহাদাত আঙ্গুল নাড়াতে থাকা ইত্যাদি।

৯. ছালাত বিনষ্টের কারণ সমূহ (مُفْسِدَاتُ الصَّلَاةِ)

১. ছালাতরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ভাবে কিছু খাওয়া বা পান করা।
২. ছালাতের স্বার্থ ব্যতিরেকে অন্য কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা।
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে বাহুল্য কাজ বা 'আমলে কাছীর' করা। যা দেখলে ধারণা হয় যে, সে ছালাতের মধ্যে নেই।
৪. ইচ্ছাকৃত বা বিনা কারণে ছালাতের কোন রুকন ও শর্ত পরিত্যাগ করা।
৫. ছালাতের মধ্যে অধিক হাস্য করা, (ফিকহুস সুন্নাহ, ১/২০৩-৫)।

১০. ছালাতের ওয়াক্ত সমূহঃ (مَوَاقِيْتُ الصَّلاَةِ)

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত 'ছালাত' আদায় করা ফরয। এপ্রসঙ্গে আল্লা-হ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا﴾ অর্থঃ 'মু'মিনদের উপরে ছালাত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে' (নিসাঃ ১০৩)। মি'রাজ রজনীতে ছালাত ফরয হওয়ার পরের দিন, (নায়লুল আওত্বার, ২/২৮)। যোহরের সময় হযরত জিবরীল (আঃ) এসে প্রথম দিন আউয়াল ওয়াক্তে ও পরের দিন আখেরী ওয়াক্তে নিজ ইমামতিতে পবিত্র কা'বা চত্বরে মাক্বামে ইব্রাহীমের পাশে দাঁড়িয়ে পাঁচ পাঁচ দশ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে ছালাতের পসন্দনীয় 'সময়কাল ঐ দুই সময়ের মধ্যে' নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। (اَلْوَقْتُ مَابَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ)

(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত 'ছালাতের সময়কাল' অধ্যায় হা/৫৮৩, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১৬; রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ)। ইমাম বুখারি বলেন, ছালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণের ব্যাপারে একই মর্মে জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ'। নায়লুল আওত্বার ২/২৬, আহমাদ, ছহীহ নাসাঈ হা/৫০০; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১৮; ছহীহ তিরমিযী হা/১২৮)।

তবে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করাকে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) সর্বোত্তম আমল হিসাবে অভিহিত করেছেন,

(سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ اَلصَّلاَةُ لأَوَّلِ وَقْتِهِ)

অর্থঃ "সবচেয়ে কোন কাজ উত্তম? এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করা হ'লে- তিনি উত্তরে বলেছিলেন, প্রথম ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা" (আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত,'ছালাত আগেভাগে পড়া' অধ্যায় হা/৬০৭)।

ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ নিম্নরূপঃ

১. ফজরঃ 'ছুবহে ছাদিক' হ'তে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) সর্বদা 'গলস' বা খুব ভোরের অন্ধকারে ফজরের ছালাত আদায় করতেন এবং জীবনে একবার মাত্র 'ইসফার' বা চারিদিকে ফর্সা হওয়ার সময়ে ফজরের ছালাত আদায় করেছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটাই তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিল' (আবুদউদ, আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ) হ'তে; নায়ল ২/৭৫ পৃঃ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ. অর্থঃ 'তোমরা ফজরের সময় ফর্সা কর। কেননা এটাই নেকীর জন্য উত্তম সময়' (আহমাদ, ছহীহ তিরমিযী হা/১৩২; ছহীহ্ ইবনু মাজাহ হা/৬৭২ প্রভৃতি)। সাইয়িদ সাবিক বলেন, এর অর্থ ফর্সা হওয়ার পরে ফজর পড়, সেটা নয়। বরং এর অর্থ হ'ল ফজরের ক্বিরাত দীর্ঘ কর এবং ফর্সা হ'লে ছালাত শেষে বের হও, যেমন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) করতেন। 'তিনি ফজরে ৬০ হ'ত ১০০টি আয়াত পড়তেন। অথবা এর অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, 'তোমরা ফজর হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হও, ধারণার

ভিত্তিতে ছালাত আদায় কর না' (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮০)। অতএব 'গলস' বা খুব ভোরের অন্ধকারে ফজরের ছালাত আদায় করাই উত্তম।

২. যোহরঃ সূর্য পশ্চিম দিকে ঢললেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং বস্তুর নিজস্ব ছায়ার এক গুণ হ'লে শেষ হয়, (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১; আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩; ছহীহ আবুদঊদ হা/৪১৬; ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবুহানীফা (রহঃ) একটি মতে (ছহীহ হাদীছে বর্ণিত) উক্ত সময়কালকে সমর্থন করেছেন। হেদায়া ১/৮১ পৃঃ 'ছালাত' অধ্যায়, 'সময়' অনুচ্ছেদ)।

৩. আছরঃ বস্তুর মূল ছায়ার একগুণ হওয়ার পর হ'তে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দু'গুণ হ'লে শেষ হয়। তবে সূর্যাস্তের প্রাক্কালের রক্তিম সময় পর্যন্ত আছর পড়া জায়েয আছে, (প্রাগুক্ত; নায়ল ২/৩৪-৩৫ 'আছরের পসন্দনীয় ও শেষ সময়' অধ্যায় । চার ইমাম সহ ইমাম আবু 'ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এই মত পোষণ করেন । তবে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) অন্য মতে 'মূল ছায়ার দ্বিগুণ হওয়া' সমর্থন করেছেন এবং সেটার উপরেই হানাফী মাযহাবের ফৎওয়া জারি আছে। **দলীলঃ** হাদীছ-'তোমরা যোহরকে ঠান্ডা কর। কেননা প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপ জাহান্নমের উত্তাপ মাত্র' (হেদায়া১/৮১)। ঘটনা হ'ল এই যে, 'একদা এক সফরে প্রচণ্ড দুপুরে বেলাল (রাঃ)-এর যোহরের আযান দেওয়ার পরে জামা'আতের জন্য এক্বামত দিতে চাইলে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, 'যোহরে একটু ঠাণ্ডাকর' অর্থাৎ দেরী কর। অন্য বর্ণনায় এসেছে 'ছালাতকে ঠাণ্ডা কর । কেননা গরমের প্রচণ্ড দাবদাহ যেন জাহান্নামের উত্তাপ' -ছহীহ তিরমিযী হা/১৩৫, ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৮৮।

উক্ত হাদীছে দু'টি বিষয় রয়েছে।

১. সময়টি ছিল সফরের হালত । যেখানে খোলা ময়দানে গরমের কঠিন দাবদাহে যোহর আদায় করা বাস্তবিকই কঠিন। কিন্তু মুক্বীম অবস্তায় সাধারণ

আবহাওয়ায় কিংবা ছাদ, ফ্যান ও এসি যুক্ত মসজিদের বেলায় এই হুকুম চলে কি?

২. এটি ছিল গ্রীষ্মের মওসুম । কিন্তু শীতকালে যখন দুপুরের রৌদ্র মজা লাগে, তখনকার হুকুম কেমন হবে? এক্ষণে ইবনু আব্বাস ও জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে যেখানে 'মূল ছায়ার এক গুণ ও দু'গুণের মধ্যবর্তী সময়'কে আছরের ওয়াক্ত হিসাবে সীমা নির্দেশ করা হয়েছে, সেখানে উক্ত সাময়িক সমস্যাযুক্ত হাদীছের দোহাই দিয়ে আছরের পসন্দনীয় শেষ সময় অর্থাৎ 'মূল ছায়ার দ্বিগুণ' উত্তীর্ণ হওয়ার পরে আছর শুরু করা ঠিক হবে কি? বরং উক্ত হাদীছের সরলার্থ এটাই হ'তে পারে যে, অনুরূপ সাময়িক তাপদগ্ধ আবহাওয়ায় যোহরের ছালাত আউয়াল ওয়াক্তে না পড়ে একটু দেরী করে পড়বে। এক্ষেত্রে ইমাম আবু-হানীফা (রহঃ)-এর অন্য মতটি গ্রহণ করলে এবং ছাহীহ হাদীছ এবং তিন ইমাম ও ছাহেবায়নের মতামতকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'মূল ছায়ার এক গুণ' হওয়ার পর থেকে আছরের ওয়াক্ত নির্ধারণ করলে অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে মুসলামানগণ এক হ'তে পারতেন) -লেখক।

৪. **মাগরিবঃ** সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যের লালিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে, (প্রাগুক্ত)।

৫. **এশাঃ** মাগরিবের পর হ'তে এশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মধ্য রাতে শেষ হয়, (ঐ)।

(মুসলিম, আবু ক্বাতাদাহ হ'তে-ফিক্হুস সুন্নাহ ১/৭৯পৃঃ)। তবে যরূরী কারণ বশতঃ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এশার ছালাত আদায় করা জায়েয আছে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যোহরের ছালাত একটু দেরীতে এবং প্রচণ্ড শীতে এশার ছালাত একটু আগেভাগে পড়া ভাল। তবে কষ্টবোধ না হ'লে এশার ছালাত রাতের এক তৃতীয়াংশের পর আদায় করা উত্তম, (বুখারী, মিশকাত হা/৫৯০-৯১; পৃঃ আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬১১; বুখারী ও মুসলিম, ফিকহুস সুন্নাহ 'যোহরের ওয়াক্ত' অনুচ্ছেদ ১/৭৬)।

ছালাতের নিষিদ্ধ সময়ঃ

সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তকালে ছালাত শুরু করা শুদ্ধ নয়, (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৩৯-৪০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮১-৮৩ পৃঃ)। অনুরূপভাবে আছরের ছালাতের পর হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের ছালাতের পর হ'তে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন ছালাত নেই' (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১০৪১)। ফজর ও আছর ছালাতের পরে ক্বাযা ছালাত আদায় করা জায়েয আছে, (মুত্তাফাক্ব, আলাইহ, মিশকাত হা/১০৪৩)।

বিভিন্ন হাদীছের আলোকে অনেক বিদ্বান নিষিদ্ধ সময়গুলিতে 'কারণ বিশিষ্ট' ছালাত সমূহ জায়েয বলেছেন। যেমন-তাহিইয়াতুল মাসজিদ, তাহিইয়াতুল ওযূ, সূর্য গ্রহণের ছালাত, জানাযার ছালাত ইত্যাদি, (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৮২)। জুম'আর ছালাত ঠিক দুপুরের সময় জায়েয আছে, (আবদুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৫৪১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২)। অমনিভাবে কা'বা শরীফে সকল সময় ছালাত আদায় করা ও ত্বাওয়াফ করা জায়েয, (নাসাঈ, আবু-দাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১০৪৫)।

১১. ত্বাহারৎ বা পবিত্রতাঃ (اَلطَّهَارَةُ)

ছালাতের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল ত্বাহারৎ বা পবিত্রতা অর্জন করা। উহা দু'প্রকারেরঃ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। **'অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা'** বলতে বুঝায় হৃদয়কে যাবতীয় শিরকী আক্বীদা ও 'রিয়া' মুক্ত রাখা এবং আল্লাহ্র ভালবাসার উপরে অন্যের ভালবাসাকে হৃদয়ে স্থান

না দেওয়া। **'বাহ্যিক পবিত্রতা'** বলতে বুঝায় শারঈ তরীকায় উযূ, গোসল বা তায়ম্মুম ইত্যাদি সম্পন্ন করা। আল্লা-হ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ (অন্তর থেকে) তাওবাকারী ও (বাহ্যিকভাবে) পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' (বাক্বারাহঃ ২২২)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

لاَتُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ.

অর্থঃ "পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কারু ছালাত ক্ববূল হয় না এবং হারাম মালের ছাদক্বা কবুল হয় না" (মুসলিম, মিশকাত 'ত্বাহারৎ' অধ্যায় হা/৩০১, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০০।

মুছল্লীর জন্য দৈহিক পবিত্রতা অর্জন করা অত্যন্ত যরূরী। কেননা এর ফলে বাহ্যিক পবিত্রতা হাছিলের সাথে সাথে মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, শয়তানী খেয়াল দূরীভূত হয় এবং মু'মিনকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামে দৈহিক পবিত্রতা হাছিলের তিনটি পদ্ধিতি রয়েছে- উযূ, গোসল ও তায়াম্মুম।

১. উযূঃ (اَلْوُضُوْءُ) আভিধানিক অর্থ স্বচ্ছতা (اَلْوَضَاءَةُ)। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ্‌র নামে পবিত্র পানি দ্বারা শারঈ পদ্ধতিতে হাত, মুখ, পা ধৌত করা ও মাথা মাসাহ করাকে 'ওযূ' বলে। ওযূর মধ্যে ফরয হ'ল চারটি। পুরা মুখমণ্ডল এবং দুই হাত কনুই সমেত ধৌত করা, মাথা মাসাহ করা ও দুই পা টাখনু সমেত ধৌত করা। যেমন- আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ... ﴾

অর্থঃ 'হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা ছালাতের জন্য প্রস্তুত হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌতকর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ্ কর ও পদযুগল টাখনু সমেত ধৌত কর...' (মায়েদাহঃ ৬)। (সূরা মায়েদাহ্ মদীনায় অবতীর্ণ হয়। সেকারণ অনেকের ধারণা ওযূ প্রথম মদীনাতেই ফরয হয়। এটা ঠিক নয়। ইবনু আবদিল বার্র বলেন, মাক্কী জীবনে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বিনা উযূতে কখনোই ছালাত আদায় করেননি। তবে মাদানী জীবনে অত্র আয়াত নাযিলের মাধ্যমে ওটার ফরযিয়াত ঘোষণা করা হয় মাত্র । ফাৎহুল বারী 'ওযূ' অধ্যায় ১/১৩৪ পৃঃ। চারটি ফরয বাদে ওযূর বাকী সবই সুন্নাত । নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭হিঃ) বলেন, হিজরতের একবছর পূর্বে ছালাত ফরয হওয়ার সাথে ওযূ ফরয হয়'। আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/১১৭পৃঃ 'ওযূ' অধ্যায়) ।

উযূর ফযীলতঃ (فَضَائِلُ الْوُضُوْءِ)

১. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, '... কালো ঘোড়া সমূহের মধ্যে কপাল চিতা ঘোড়া যেভাবে চেনা যায়... ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের উযূর অঙ্গগুলি জ্বলজ্বল করার কারণে আমি তাদেরকে অনুরূপভাবে চিনবো এবং তাদেরকে হাউযে কাওছারের পনি পান করানোর জন্য আগেই পৌঁছে যাব' (মুসলিম, মিশকাত, 'ত্বাহারৎ 'অধ্যায় হা/২৯৮)। অতএব যে চায় সে যেন তার ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে চেষ্টা করে', (মুত্তাফাক্ব আলাইহ্, মিশকাত হা/২৯০)।

২. তিনি বলেন, 'আমি কি তোমাদের বলব কোন বস্তু দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের গোনাহ সমূহ অধিকহারে দূর করেন ও সম্মানের স্তর বৃদ্ধি করেন?... সেটি হ'ল কষ্টের সময় ভালভাবে উযূ করা, বেশী

বেশী মসজিদে যাওয়া ও এক ছালাতের পরে আরেক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা' (মুসলিম, মিশকাত হা/২৮২)।

৩. তিনি আরও বলেন, 'ছালাতের চাবি হ'ল উযূ' (আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩১২)।

৪. তিনি বলেন, 'কোন মুসলমান যখন ফরয ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে উযূ করে এবং পূর্ণ মনোনিবেশ ও ভীতি সহকারে সুষ্ঠুভাবে রুকু-সিজদা আদায় করে, তখন ঐ উযূ ও ছালাত তার বিগত সকল গুনাহের কাফফারা হিসাবে গৃহীত হয়। তবে গুনাহে কাবীরাহ ব্যতীত' (মুসলিম, মিশকাত, হা/২৮৬)।

উযূর বিররণঃ (صِفَةُ الْوُضُوْءِ)

উযূর পূর্বে ভালভাবে মিসওয়াক করা সুন্নাত। এব্যপারে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

لَوْلاَ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ

অর্থঃ "আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না হ'লে আমি তাদেরকে এশার ছালাত দেরীতে এবং প্রতি ছালাতে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম" (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৬)।

এখানে 'প্রতি ছালাতে' অর্থ 'প্রতি ছালাতের জন্য উযূ করার সময়, কেননা উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা অন্য হাদীছে এসেছে (আহমাদ ও বুখারী-তা'লীক্ব 'ছওম' অধ্যায় ২৭ অনুচ্ছেদ) **عِنْدَ** ও مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ. **كُلِّ وُضُوْءٍ** অর্থাৎ 'প্রত্যেক ওযুর সাথে বা সময়ে' (আহমাদ, ইবনু মাজাহ, হাকেম; সনদ ছহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ১/১০৯; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৪০, মুওয়াত্তা, 'ওযু' অধ্যায় হা/১১৫ হাশিয়া)।

অতএব ঘুম থেকে উঠে এবং প্রতি ওয়াক্ত ছালাতের জন্য উযূর পূর্বে মিসওয়াক করা উত্তম। এই সময় জিহ্বার উপরে ভালভাবে হাত ঘষে গরগরা করা উচিত।

উযূর তরীকাঃ

১. প্রথমে মনে মনে ওযূর নিয়ত করবে। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)।

২. 'বিসমিল্লাহ্' বলবে, (আহমাদ, তিরমিযী ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হা/৪০২ 'উযুর সুন্নাত সমূহ' অনুচ্ছেদঃ ছহীহ আবুদাঊদ হা/৯২-৯৩; সুবুলুস সালাম হা/৪৬৩; নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান একে 'ফরয' গণ্য করেছেন- রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/১১৭পৃঃ)।

৩. ডান হাতে পানি নিয়ে, (আবুদাঊদ, নায়লুল আওত্বার ১/২০৬ পৃঃ 'কুল্লি করার পূর্বে দুই হাত ধোয়া' অনুচ্ছেদ)। দুই হাত কব্জি সমেত ধুবে, (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আহমাদ নাসাঈ, নায়লূল আওত্বার ১/২০৬ ও ২১০পৃঃ)। এবং আঙ্গুল সমূহ খিলাল করবে, (নাসাঈ, আবু-দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হা/৪০৫ 'উযুর সুন্নাত সমূহ' অনুচ্ছেদ)।

আঙ্গুলে আংটি থাকলে নাড়াচাড়া করে সেখানে পানি প্রবেশ করাবে, (বুখারী তা'লীক্ব, মুছান্নাফ ইবনে আবী-শায়বা, নায়লুল আওত্বার ১/২৩১ পৃঃ 'আংটি নাড়াচাড়া ও আঙ্গুল খিলাল করা' অনুচ্ছেদ)।

৪. ডান হাতে পানি নিয়ে ভালভাবে কুল্লি করবে ও নাকে পানি দিয়ে বাম হাতে ভাল ভাবে নাক ঝাড়বে, (আহমাদ, নাসাঈ, নায়লুল আওত্বার ১/২১৬ পৃঃ; মিশকাত, হা/৪১১)।

৫. কপালের গোড়া থেকে দুই কানের লতী হ'য়ে থুৎনীর নীচ পর্যন্ত পুরা মুখমণ্ডল ভালভাবে ধৌত করবে, (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, নায়লুল আওত্বার ১/২১০ পৃঃ)। এবং দাড়ি খিলাল করবে, (তিরমিযী, নায়লুল আওত্বার ১/২২৪ পৃঃ)।

৬. প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত কনুই সমেত ধুবে, (বুখারী, নায়লুল আওত্বার ১/২২৩ পৃঃ।

৭. পানি নিয়ে, (তিরমিযী, মিশকাত হা/৪১৫; সুবুল হা/৩৯; আওনুল মা'বূদ শরহে আবু-দাঊদ হা/১৩০)। দু'হাতের ভিজা আংগুলগুলি মাথার সম্মুখ হ'তে পশ্চাতে ও পশ্চাত হ'তে সম্মুখে বুলিয়ে একবার পুরা মাথা মাসাহ করবে, (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪ 'উযূর সুন্নাত সমূহ' অনুচ্ছেদ)। একই সাথে ভিজা শাহদাত আংগুল দ্বারা কানের ভিতর অংশ ও বুড়ো আংগুল দ্বারা পিছন অংশে মাসাহ করবে, (নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, নায়ল ১/২৪২-৪৩পৃঃ; আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪১৪)।

৮. ডান ও বাম পায়ের টাখনু সমেত ভালভাবে ধুবে, (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৮।

এবং বাম হাতের অঙ্গুল দ্বারা, (আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হা/৪০৬-৭)। পায়ের আংগুল সমূহ খিলাল করবে।

৯. এভাবে উযূ শেষে বাম হাতে, (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত, হা/৫১৭, ৫২০)। কিছু পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিবে, (আহমাদ, দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৩৬৬ 'পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ) এরপর নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে-

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

উচ্চারণঃ 'আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ, অ-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহূ অ-রাসূলুহূ। আল্লা-হুম্মাজ আলনী মিনাত তাওওয়াবীনা অজ আল্‌নী মিনাল মুতাত্বাহ্‌হিরীন।

অর্থঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লা-হ ব্যতীত সত্যিকার আর কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল' (মুসলিম)। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন! (তিরমিযী)।

উমার ফারূক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত উক্ত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে উযূ করবে ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। যেটা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে' (মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯)।

উল্লেখ্য যে, এই দো'আ পাঠের সময় আসমানের দিকে তাকানোর হাদীছটি 'মুনকার' বা যঈফ (আলবানী ইরওয়াউল গালীল ১/১৩৪ পৃঃ)।

উযূর অন্যান্য মাসায়েল (مَسَائِلُ أُخْرَى فِي الْوُضُوْءِ)

১. উযূর অঙ্গগুলি এক, দুই বা তিনবার করে ধোয়া যাবে, (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৫-৯৭)। তবে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তিনবার করেই বেশী ধুতেন, (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৭, ৩৯৭; নায়ল ১/২১৪ পৃঃ)। তিনের অধিকবার ধোয়া বাড়াবাড়ি, (নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪১৭)। ধোয়ার মধ্যে জোড়-বেজোড় করা যাবে, (ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৭২-৭৩)।

২. উযূর মধ্যে 'তারতীব' বা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যরূরী, (সূরা মায়েদাহ:৬; নায়লুল আওত্বার ১/২১৪, ২১৮ পৃঃ)।

৩. উযূর অঙ্গগুলির নখ পরিমান স্থান শুষ্ক থাকলে পুনরায় উযূ করতে হবে (মুসলিম হা/২৪৩; সুবুলুস সালাম হা/৫০)। দাড়ির গোড়ায়

পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। তবে না পৌছালেও উযূ সিদ্ধ হবে, (বুখারী, নায়লুল আওত্বার ১/২২৩, ২২৬ পৃঃ)।

৪. শীতে হৌক বা গ্রীষ্মে হৌক পূর্ণভাবে উযূ করতে হবে, (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৮)। কিন্তু পানির অপচয় করা যাবেনা। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) সাধারণতঃ এক 'মুদ্দ' বা ৬২৫ গ্রাম পানি দিয়ে উযূ করতেন, (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৯ 'গোসল' অধ্যায়)।

৫. উযূর জন্য ব্যবহৃত পানি বা উযূ শেষে পাত্রে অবশিষ্ট পানি নাপাক হয় না। বরং তা দিয়ে পুনরায় মংযূ বা পবিত্রতা হাছিল করা চলে। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ও ছাহাবায়ে কেরাম একই মংযূর পাত্রে বারবার হাত ডুবিয়ে উযূ করেছেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৯৪, ৪১১)।

৬. উযূর অঙ্গে যখমপট্টি বাঁধা থাকলে এবং তাতে পানি লাগলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে তার উপর দিয়ে ভিজা হাতে মাসাহ করবে (ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৭৩; ইবনু মাজাহ, নায়লুল আওত্বার ১/৩৮৬ পৃঃ 'তায়াম্মুম' অধ্যায়)।

৭. পবিত্র জুতা বা যে কোন ধরনের পাক মোযার উপর মাসাহ করা চলবে (আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫২৩)। জুতার নীচে নাপাকী লাগলে তা ভাল ভাবে মুছে ঐ জুতার উপরে মাসাহ করা চলবে, (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫০৩; ইবনু খুযায়মা হা/৭৮৬; রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৯১পৃঃ)।

৮. উযূ শেষে পবিত্র তোয়ালে, গামছা বা অনুরূপ কিছু দ্বারা ভিজা অঙ্গ মোছা যায়েজ আছে, (ইবনু মাজাহ, সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণিত, হা/৪৬৮; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ আওনুল মা'বূদ ১/৪১৭-১৮ পৃঃ, নায়ল ১/২৬৬ পৃঃ; মির'আতুল মাফাতীহ ১/২৮৩-৮৪ পৃঃ)।

৯. উযূ সহ পায়ে মোযা পরা থাকলে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবুদাঊদ, নায়লুল আওত্বার ১/২৭৩ পৃঃ)। নতুন উযূর সময়ে মোযার উপরিভাগে (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫২২, ৫২৫ 'মোযার উপরে মাসাহ' অনুচ্ছেদ)। দুই হাতের ভিজা আংগুল পায়ের পাতা হ'তে টাখ্নু পর্যন্ত টেনে এনে একবার মাসাহ করবে, (মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮)। মুক্বীম অবস্থায় একদিন একরাত ও মুসাফির অবস্থায় তিনদিন তিনরাত একটানা মোযার উপরে মাসাহ করা চলবে, (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা /৫১৭,৫২০)।

১০. উযূর অংগ গুলি ডান দিক থেকে ধৌত করা সুন্নাত, (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০০, ৪০১; ফাৎহুল বারী ১/২৩৫ পৃঃ)।

১১. গর্দান মাসাহ করার কোন ছহীহ দলীল নেই। ইমাম নবভী (রহঃ) একে 'বিদ'আত' বলেছেন, (আহমাদ, আবুদাঊদ, নায়লুল আওত্বার ১/২৪৫-৪৭ পৃঃ)।

১২. উযূ থাক বা না থাক, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) প্রতি ওয়াক্ত ছালাতের পূর্বে উযূ করায় অভ্যস্থ ছিলেন, (দারেমী, আহমাদ, মিশকাত হা/৪২৫-২৬)। তবে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি এক উযূতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন, (মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ১/৩১৮; আবুদাঊদ, হা/১৭১)।

১৩. মুখে উযূর নিয়ত পড়ার কোন দলীল নেই। উযূ করাকালীন সময় পৃথক কোন দো'আ আছে বলে জানা যায় না। অনুরূপভাবে উযূর প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার পৃথক পৃথক দো'আর কথাও ভিত্তিহীন। উযূ শেষে সূরা 'ক্বদর' পাঠ করারও কোন দলীল নেই।

উযূ ভঙ্গের কারণ সমূহ (نَوَاقِضُ الْوُضُوْءِ)

পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে দেহ থেকে কোন কিছু নির্গত হ'লে ওযূ ভঙ্গ হয়। বিভিন্ন ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, এটিই হ'ল উযূ ভঙ্গের প্রধান কারণ। পেটের গণ্ডগোল, ঘুম, যৌন উত্তেজনা ইত্যদি কারণের প্রেক্ষিতে যদি কেউ সন্দেহে পতিত হয় যে, উযূ টুটে গেছে, তাহ'লে পুনরায় উযূ করবে। আর যদি কোন শব্দ, গন্ধ বা চিহ্ন না পান এবং নিজের উযূর ব্যপারে নিশ্চিত থাকেন তাহ'লে পুনরায় উযূর প্রয়োজন নেই। 'ইস্তেহাযা' ব্যতীত কম হৌক বা বেশী হৌক অন্য কোন রক্ত প্রাবাহের কারণে উযূ ভঙ্গ হওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই, (আলবানী, হাশিয়া, মিশকাত হা/৩৩৩ দারাকুৎনী বর্ণিত 'প্রত্যেক প্রবাহিত রক্তের জন্য উযূ' (اَلْوُضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ) এই হাদীছের টীকা দ্রষ্টব্য; 'কিসের দ্বারা উযূ ওয়াজিব হয়' অনুচ্ছেদ)।

২. গোসলের বিবরণ (صِفَةُ الْغُسْلِ)

সংজ্ঞাঃ 'গোসল'(اَلْغُسْلُ) অর্থঃ ধৌত করা। শারঈ পরিভাষায় গোসল অর্থঃ পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে উযূ করে সর্বাঙ্গ ধৌত করা। গোসল দু'প্রকারঃ ফরয ও মুস্তাহাব।

১. ফরযঃ ঐ গোসলকে বলা হয়, যা করা অপরিহার্য। বালেগ বয়সে নাপাক হ'লে গোসল ফরয হয়। যেমন- আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا অর্থঃ 'যদি তোমারা নাপাক হয়ে থাক, তবে গোসল কর' (মায়েদাহঃ ৬)।

২. মুস্তাহাবঃ ঐ গোসলকে বলা হয়, যা অপরিহার্য নয়। কিন্তু করলে নেকী আছে। যেমন- জুম'আর দিনে বা দুই ঈদের দিনে গোসল করা।

গোসলের পদ্ধতিঃ ফরয গোসলরে জন্য প্রথমে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুবে ও পরে নাপাকী ছাফ করবে। অতঃপর 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে ছালাতের উযূর ন্যায় উযূ করবে। অতঃপর প্রথমে মাথায় তিনবার পানি ঢেলে চুলের গোড়ায় খিলাল করে ভালভাবে পানি পৌঁছাবে। তারপর সারা দেহে পানি ঢালবে ও গোসল সম্পন্ন করবে, (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৫)।

জ্ঞাতব্যঃ

১. গোসলের সময় মেয়েদের মাথার খোপা খোলার দরকার নেই কেবল চুলের গোড়ায় তিনবার তিন চুললু পানি পৌঁছাতে হবে। অতঃপর সারা দেহে পানি ঢালবে, (মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৮)।

২. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এক মুদ্দ (৬২৫ গ্রাম) পানি দিয়ে উযূ এবং অনধিক পাঁচ মুদ্দ (৩১২৫ গ্রাম) বা প্রায় সোয়া তিন কেজি পানি দিয়ে গোসল করতেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯; চার মুদ্দে এক ছা' হয়। ইরওয়া, উক্ত হাদীছের টীকা ১/১৭০ পৃঃ; ছহীহ আবু-দাঊদ হা/৮৭)। অতএব প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপচয় করা ঠিক নয়।

৩. নারী হৌক পুরুষ হৌক সকলকে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) পর্দার মধ্যে গোসল করতে নির্দেশ দিয়েছেন (আবু-দাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৭)।

৪. উযূসহ গোসল করার পরে উযূ ভঙ্গ না হ'লে পুনরায় উযূর প্রয়োজন নেই (আবু-দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫)।

মুস্তাহাব গোসল সমূহঃ

১. জুম'আর ছালাতের পূর্বে গোসল করা (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৭-৩৯)।

২. মোর্দা গোসল দানকারীর জন্য গোসল করা, (ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪১ 'মাসনূন গোসল' অধ্যায়)।

৩. ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা, (তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৪৩)।

৪. হজ্জ বা ওমরাহ্‌র জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা, (দারাকুৎনী, হাকেম, ইরওয়াউল গালীল হা/১৪৯, ১/১৭৯ পৃঃ)।

৫. আরাফার দিন গোসল করা, (বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৪৬, ও 'ফায়েদা' দ্রষ্টব্য; নায়ল ১/৩৫৭ পৃঃ)।

৬. দুই ঈদের দিন সকালে গোসল করা, (ঐ)।

৩. তায়াম্মুমের বিবরণ (صِفَةُ التَّيَمُّمِ)

সংজ্ঞাঃ ‘তায়াম্মুম’ (اَلتَّيَمُّمُ) অর্থ ‘সংকল্প করা’। পারিভাষিক অর্থেঃ ‘পানি না পাওয়া গেলে উযূ বা গোসলের পরিবর্তে পাক মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ইসলামী পদ্ধতিকে ‘তায়াম্মুম’ বলে’। এমর্মে আল্লা-হ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ... (المائدة:٦)

অর্থঃ “যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা সফরে থাক অথবা পায়খানা থেকে আস কিংবা স্ত্রী স্পর্শ (স্ত্রী সহবাস) করে থাক, অতঃপর পানি না পাও, তহ’লে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা ‘তায়াম্মুম’ কর ও তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর ...’ (মায়েদাহঃ ৬)।

তায়াম্মুমের পদ্ধতিঃ

পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে ‘বিস্‌মিল্লাহ’ বলে পবিত্র মাটির উপর দু’হাত মেরে তাতে ফুঁক দিয়ে মুখমণ্ডল ও দু’হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার বুলাতে হবে।

তায়াম্মুমের কারণ সমূহঃ

১. যদি পাক পানি না পাওয়া যায়।
২. পানি পেতে গেলে যদি ছালাত ক্বাযা হওয়ার ভয় থাকে।
৩. পানি ব্যবহারে যদি রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকে।
৪. যদি কোন বিপদ বা জীবন নাশের ঝুঁকি থাকে ইত্যাদি।

উপরোক্ত কারণ সমূহের প্রেক্ষিতে উযূ বা ফরয গোসলের পরিবর্তে প্রয়োজনে দীর্ঘদিন যাবত একটানা 'তায়াম্মুম' করা যাবে (মায়েদাহঃ ৬, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৭; বুখারী ১/৪৯ পৃঃ; আহমাদ, তিরমিযী ইত্যাদি মিশকাত হা/৫৩০)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ...—

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই পবিত্র মাটি মুসলমানদের জন্য উযূ স্বরূপ। যদিও ১০বছর পর্যন্ত পানি না পাওয়া যায়া...' (আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৩০ 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ)।

পবিত্র মাটিঃ

আরবী পরিভাষায় 'মাটি' বলতে ভূ-পৃষ্ঠকে বুঝায় (যেমন বলা হয়েছে, اَلصَّعِيْدُ وَجْهُ الْأَرْضِ تُرَابًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. 'মাটি' হ'ল ভূ-পৃষ্ঠ । চাই তা নিরেট মাটি হৌক বা অন্য কিছু হৌক' (আল-মিছবাহুল মুনীর)। আরব দেশের মাটি অধিকাংশ পাথুরে ও বালুকাময়। বিভিন্ন সফরে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ও ছাহাবীগণ বালুকাময় মরুভূমির মধ্য দিয়ে বহু দূরের রাস্তা অতিক্রম করতেন। বিশেষ করে তাবুক যুদ্ধের সফরে তাঁরা মরুভূমির মধ্যে দারুন পানির কষ্টে পড়েছিলেন। কিন্তু 'তায়াম্মুমের' জন্য দূর থেকে মাটি বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। অতএব ভূ-পৃষ্ঠের মাটি, বালি বা পাথুরে মাটি ইত্যাদি দিয়ে 'তায়াম্মুম' করা যাবে। তবে ধূলা মাটিহীন স্বচ্ছ পাথর, কাঠ, কয়লা, লোহা, মোজাইক, প্লাষ্টার, চুন ইত্যাদি দ্বারা 'তায়াম্মুম' জায়েয নয় (আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ছাদেক শিয়ালকোটি, ছালাতুর রাসূল টীকা, পৃঃ১৪৮-৪৯)।

জ্ঞাতব্যঃ

১. 'তায়াম্মুম' করে ছালাত আদায়ের পরে ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়া গেলে পুনরায় ঐ ছালাত আদায় করতে হবে না। (আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৫৩৩)।

২. উযূর মাধ্যমে যে সব কাজ করা যায়, তায়াম্মুমের দ্বারা সে সব কাজ করা যায়। অমনি ভাবে যে সব কারণে উযু ভঙ্গ হয়, সে সব কারণে 'তায়াম্মুম' ভঙ্গ হয়।

৩. যদি মাটি বা পানি কিছুই না পাওয়া যায়, তাহ'লে বিনা উযুতেই ছালাত আদায় করতে হবে (বুখারী ১/৪৮ পৃঃ, মুত্তাফাক্ব আলাইহ ও অন্যান্য; নায়লুল আওত্বার ১/৪০০ পৃঃ, 'পানি ও মাটি ব্যতীত ছালাত' অনুচ্ছেদ)।

পেশাব পায়খানার আদবঃ

১. পায়খানায় প্রবেশকালে বলবে, 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল খুব্‌ছে অল খাবা-ইছ'। অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও মহিলা জিন হ'তে আপনার আশ্রয় প্রর্থনা করছি। এবং বের হওয়ার সময় বলবে, 'গুফরা-নাকা' অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনার ক্ষমা কামনা করছি'।

২. খোলাস্থানে ক্বিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ ফিরে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ। তবে ক্বিবলার দিকে আড়াল থাকলে বা টয়লেটের মধ্যে হ'লে জায়েয আছে।

৩. অনিবার্য কারণ ব্যতীত দাঁড়িয়ে পায়খানা-পেশাব করা নিষেধ।

৪. পেশাব-পায়খানা হ'তে ভালভাবে পবিত্রতা হাছিল করা যরূরী। এজন্য পানি, ঢেলা, টিসু পেপার ইত্যাদি তিনবার ব্যবহার করবে। শুকনা গোবর ও হাড় ব্যবহার করা যাবে না।

৫. পেশাবে সন্দেহ দূর করার জন্য কাপড়ের উপর থেকে লজ্জাস্থান বরাবর সামান্য পানি ছিটিয়ে দেওয়ার কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

(দ্রষ্টব্যঃ মিশকাত, 'পেশাব-পায়খানার আদব' অধ্যায়)। এর বেশী কিছু করা বাড়াবাড়ি। যা বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত। অনুরূপভাবে ভালভাবে এস্তেঞ্জার নামে কাপড়ের টুকরা দিয়ে টয়লেটের নালা বন্ধ করা, সন্দেহ দূর করার নামে কুলুখ ধরে ৪০/৭০ /১০০ কদম হাঁটা ও বিভিন্ন ভঙ্গিতে উঠা-বসা, হেলা-দুলা ও কাসি দেয়া ইত্যাদি যেমন ভিত্তিহীন, তেমনি চরম বেহায়াপনার শামিল। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

আযান (بَابُ الْأَذَانِ)

সংজ্ঞাঃ 'আযান' অর্থঃ ঘোষণা ধ্বনি (اَلْإِعْلَامُ)। শারঈ পরিভাষায় শরীয়ত নির্ধারিত আরবী বাক্য সমূহের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে উচ্চকণ্ঠে মু'মিনকে ছালাতে আহবান করার নাম 'আযান'। ১ম হিজরী সনে আযানের প্রচলন হয়।

ঘটনাঃ হযরত উমার ফারুক (রাঃ) সহ একদল ছাহাবী একই রাতে আযানের একই স্বপ্ন দেখেন ও পরদিন সকালে 'অহী' দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হ'লে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তা সত্যায়ন করেন এবং বেলাল (রাঃ)-কে সেই মর্মে 'আযান' দিতে বলেন (আবু-দাঊদ, আওনুল মা,বূদ সহ হা/৪৯৫, ১/৬৫-৭৫; মিশকাত হা/৬৫০)।

ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) সর্বপ্রথম পূর্বরাতে স্বপ্নে দেখা আযানের কালেমা সমূহ সকালে এসে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর নিকটে বর্ণনা করেন। পরে বেলালের কণ্ঠে একই আযান ধ্বনি শুনে হযরত উমার ফারুক (রাঃ) বাড়ী থেকে চাদর ঘেঁষতে ঘেঁষতে ছুটে এসে বলেন, 'যিনি আপনাকে 'হক'

সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর ক্বসম করে বলছি আমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি'। একথা শুনে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) 'ফালিল্লাহিল হাম্‌দ' বলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন' (আবুদাউদ, আওনুল মা,বূদ সহ হা/৪৯৫)। একটি বর্ণনা মতে ঐ রাতে ১১জন ছাহাবী একই আযানের স্বপ্ন দেখেন' (মিরক্বাত, শরহ মিশকাত 'আযান' অধ্যায় ২/১৪৯পৃঃ)।

উল্লেখ্য যে, উমার ফারূক (রাঃ) ২০দিন পূর্বে উক্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু ভয়ে প্রকাশ করেননি (আবুদাউদ, আওনুল মা,বূদ সহ) হা/৪৯৪)।

আযানের ফযিলত (فَضَائِلُ الْأَذَانِ)

১. আবূ-সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْئٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)

অর্থঃ 'মুআয্‌যিনের আযানের ধ্বনি জিন ও ইনসান সহ যত প্রাণী শুনবে, ক্বিয়ামতের দিন সকলে তার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবে' (বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৬)।

২. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন যে, 'ক্বিয়ামতের দিন মুআয্‌যিনের গর্দান সব চেয়ে উঁচু হবে' (মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৪)।

৩. মুআয্‌যিনের আযান ধ্বনির শেষ সীমা পর্যন্তকার সজীব ও নির্জীব সকল বস্তু তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সাক্ষ্য পদান করে। ঐ আযান শুনে যে ব্যক্তি ছালাতে যোগদান করবে, সে ২৫গুণ ছালাতের সমপরিমান নেকী পাবে। মুআয্‌যিনও উক্ত মুছল্লীর

সমপরিমান নেকী পাবে এবং তার দুই আযানের মধ্যবর্তী সকল (ছাগীরা) গোনাহ মাফ করা হবে' (নাসায়ী, আহমাদ, মিশকাত হা/৬৬৭।

৪. 'আযান' ও এক্বামতের ধ্বনি শুনলে শয়তান ছুটে পালিয়ে যায় ও পরে ফিরে আসে' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৫।

৫. যে ব্যক্তি বার বছর যাবৎ আযান দিল, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। তার প্রতি আযানের জন্য ৬০ নেকি ও এক্বামতের জন্য ৩০ নেকী লেখা হয়' (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬৭৮)।

৬. ইমাম হ'লেন (মুছল্লীদের ছালাতের) যামিন ও মুআয্‌যিন হ'লেন (তাদের ছালাতের) আমানতদার। অতঃপর রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাদের জন্য দো'আ করে বলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি ইমামদের সুপথ প্রদর্শন করুন ও মুআয্‌যিনদের ক্ষমা করুন' (আহমাদ, আবু-দাঊদ, তিরমিযী, মিশকাতহা/৬৬৩)।

আযানের কালেমা (বাক্য) সমূহঃ উহাঃ ১৫টিঃ-

১. 'আল্লা-হু আক্‌বর' (অর্থঃ আল্লাহ সবার চেয়ে বড়)اَللّٰهُ أَكْبَرُ ৪বার

২. 'আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ২বার
(অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই)

৩. 'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ
অর্থঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল' ২ বার।

৪. 'হাইয়া আলাছ্‌ ছালা-হ' (ছালাতের জন্য এসো) حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ২বার।

৫. 'হাইয়া আলাল ফালা-হ' (কল্যাণের জন্য এসো) حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ২বার।

৬. 'আল্লা-হু আক্‌বর' (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) اَللّٰهُ أَكْبَرُ ২বার

৭. 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' (আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য

(নেই) لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ ১ বার মোট= ১৫ বার।

ফজরের আযানের সময় 'হাইয়া আলাল ফালা-হ'-এর পরিবর্তে 'আছ্ ছালা-তু খায়রুম মিনান নাঊম' (নিদ্রা হ'তে ছালাত উত্তম) ২ বার বলতে হবে (আবু-দাঊদ- আওনুল মা'বুদ সহ, আবু মাহ্যূরাহ হ'তে, হা/৪৯৬; মিশকাত হা/৬৪৫)।

'এক্বামত' অর্থ দাঁড় করানো। উপস্থিত মুছল্লীদেরকে ছালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারবাণী শুনানোর জন্য 'এক্বামত' দিতে হয়। জামা'আতে tnŠক বা একাকী হৌক সকল অবস্থায় ফরয ছালাতে আযান ও এক্বামত দেওয়া সুন্নাত, (নাসাঈ হা/৬৬৭-৬৬৮)।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীছ অনুযায়ী এক্বামতের কালেমা অর্থাৎ কথা ১১টি। যথাঃ

১. আল্লা-হু আকবর (২বার)
২. আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ।
৩. আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ।
৪. হাইয়া আলাছ ছালা-হ।
৫. হাইয়া আলাল ফালা-হ।
৬. ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালা-হ (২বার),
৭. আল্লা-হু আকবার (২বার),
৮. লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ। =সর্বমোট ১১টি।

(আবুদাঊদ- আওনুল মা'বুদ সহ, হা/৪৯৫)।

গলার আওয়ায জোরালো থাকায় রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বেলাল (রাঃ)-কে 'আযান' দিতে বলেন এবং প্রথম স্বপ্ন বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ)-কে 'এক্বামত'

দিতে বলেন। এইভাবে ইসলামের ইতিহাসে দু'বার করে আযান ও একবার করে এক্বামত-এর প্রচলন হয়। ৮ম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের পর মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বেলাল (রাঃ)-কে মসজিদে নববীতে স্থায়ী ভাবে মুআয্যিন নিযুক্ত করেন। ১১ হিজরী সনে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পরে হযরত বেলাল (রাঃ) সিরিয়ায় হিজরত করেন এবং নিজ শিষ্য সা'আদ আল-কারযকে মদীনায় উক্ত দায়িত্বে রেখে যান। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন,

كَانَ الآذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ.

অর্থঃ 'রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর যামানায় আযান দু'বার ও এক্বামত একবার করে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল, 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালা-হ' দু'বার ব্যতীত (আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৬৪৩)। প্রকাশ থাকে যে, এখানে দু'বার আল্লা-হু আকবার-কে একটি জোড় হিসাবে 'একবার' (মার্রাতান) গণ্য করা হয়েছে। তাছাড়া আল্লা-হ শব্দের হামযাহ 'অছ্লী' হওয়ার করণে প্রথম 'আল্লা-হু আকবার'-এর সাথে পরের 'আল্লা-হু আকবার' মিলিয়ে পড়া যাবে।

ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, মক্কা-মদীনা সহ সমগ্র হিজায, সিরিয়া, ইয়ামান, মিসর, মরক্কো এবং ইসলামী বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একবার করে এক্বামত দেওয়ার নিয়ম চালু আছে এবং এটাই প্রায় সমস্ত ওলামায়ে ইসলামের মাযহাব। ইমাম বাগাভী বলেন, এটাই অধিকাংশ বিদ্বানের মাযহাব (নায়লুল আওত্বার, 'ছিফাতুল আযান' অধ্যায়, ২/১০৬)। দু'বার এক্বামত-এর রাবী হযরত আবূ-মাহযূরাহ

(রাঃ) নিজে ও তাঁর পুত্র হযরত বেলাল (রাঃ)-এর অনুসরণে একবার করে 'এক্বামত' দিতেন (আওনুল মা'বুদ. 'কায়ফাল আযান' অধ্যায়ের ১ম হাদীছটির (নং৪৯৫) ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

তারজী আযানঃ

আযানের মধ্যে দুই শাহাদাত কালেমাকে প্রথমে দু'বার করে মোট চারবার নিম্নস্বরে অতঃপর দু'বার করে মোট চারবার উচ্চৈঃস্বরে বলাকে 'তারজী' বা পুনরুক্তির আযান বলা হয়। 'তারজী' আযানের কালেমা সংখ্যা হবে মোট ১৫+৪ =১৯টি। 'তারজী' আযানের হাদীছটি হযরত আবু-মাহযূরাহ (রাঃ) কর্তৃক আবূ-দাঊদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে (আবু-দাঊদ- আওনুল মা'বুদ সহ হা/৪৯৬; মিশকাত হা/৬৫৪)। ছহীহ মুসলিমে একই মর্মে একই রাবী হ'তে বর্ণিত অপর একটি রেওয়ায়াতে আযানে প্রথম তাকবীরের সংখ্যা চার-এর স্থলে দুই বলা হয়েছে (মুসলিম, হা/৩৭৯)। তখন কালেমার সংখ্যা দাড়াবে তারজীসহ ১৭টি। আবূ-মাহযূরাহ বর্ণিত সুনানের হাদীছে এক্বামতের কালেমা 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ্ ছালা-হ' সহ মোট ১৭টি বর্ণিত হয়েছে। এটি মূলতঃ তা'লীমের জন্য ছিল (আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, প্রভৃতি, মিশকাত হা/৬৪৪)।

এক্ষণে ছহীহ হাদীছ মতে আযানের পদ্ধতি দাঁড়ালো মোট তিনটি ও এক্বামতের পদ্ধতি দু'টি।

প্রথমতঃ আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) বর্ণিত বেলালী আযান ও এক্বামত যথাক্রমে ১৫টি ও ১১টি বাক্য সম্বলিত, যা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর যুগে মক্কা-মদীনাসহ সর্বত্র চালু ছিল।

দ্বিতীয়তঃ আবূ-মাহযূরাহ (রাঃ) বর্ণিত 'তারজী' আযানের ১৯টি ও ১৭টি এবং এক্বামতের ১৭টি। সবগুলিই জায়েয। তবে দু'বার করে আযান ও একবার করে এক্বামত বিশিষ্ট বেলালী আযান ও একামত-এর পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য, যা মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক গৃহীত।

সাহারীর আযানঃ

সাহারীর আযান দেওয়া সুন্নাত। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাক্তূম (রাঃ) দিতেন। তাই সাহারী প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, 'বেলাল রাত্রি থাকতে আযান দিলে তোমরা (সাহারীর জন্য) খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয়। কেননা সে ফজর না হওয়া পর্যন্ত আযান দেয় না (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮০-৮১; নায়ল ২/১২০)। তিনি আরও বলেন, বেলালের আযান যেন তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা সে রাত থাকতে আযান দেয় এজন্য যে, যেন তোমাদের তাহাজ্জুদ গোযার মুছল্লীগণ (সাহারীর জন্য) ফিরে আসে ও তোমাদের ঘুমন্ত ব্যক্তিগণ (সাহারীর জন্য) জেগে ওঠে' (কুতুবে সিত্তাহ্র সকল গ্রন্থ তিরমিযী ব্যতীত, নায়ল ২/১১৭)।

সুরূজী প্রমুখ কিছু সংখ্যক হানাফী বিদ্বান রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর যামানার উক্ত আযানকে সাহারীর জন্য লোকজনকে আহবান ও সরবে যিক্র বলে দাবী করেছেন। ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, এই দাবী 'মারদূদ' বা

প্রত্যাখ্যাত। কেননা লোকেরা ঘুম থেকে মানুষকে জাগানোর নামে আজকাল যা করে, তা সম্পূর্ণরূপে 'বিদ'আত' বা ধর্মের নামে নতুন সৃষ্টি। উক্ত আযান-এর অর্থ সকলেই 'আযান' বুঝেছেন। যদি ওটা আযান না হ'য়ে অন্যকিছু হ'ত, তাহ'লে লোকদের ধোকায় পড়ার প্রশ্নই উঠতো না। আর রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কেও মানুষদেরকে সাবধান করার দরকার পড়তো না (ফাতহুল বারী শরহে বুখারী 'ফজরের পূর্বে আযান' অধ্যায় ২/১২৩-২৪)।

আযানের জওয়াবঃ

রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন,

إِذَاسَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ. অর্থঃ "যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুআয্যিন যা বলে তদ্রুপ তোমরাও তা বল' ... (মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭ 'আযানের ফযীলত ও আযানের জওয়াব দান' অধ্যায়)।

অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি মুআয্যিনের পিছে পিছে আযানের বাক্যগুলি অন্তর থেকে পাঠ করে এবং 'হাইয়া আলাছ ছালা-হ' ও 'হাইয়া আলাল ফালা-হ' শেষে 'লা-হাওলা অলা-কুওঅতা ইল্লা বিল্লা-হ'। অর্থঃ "নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত" বলে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮)।

ফজরের আযানে 'আছ-ছালা-তু খায়রুম মিনান নাঊম'-এর জওয়াবে 'ছাদাক্বতা অ-বারারতা' বলার কোন ভিত্তি নেই। অমনিভাবে এক্বামত-এর সময় 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালা-হ'-এর জওয়াবে 'আক্বা-মাহাল্লা-হু অ-আদা-মাহা' বলা সম্পর্কে আবূ-দাঊদে বর্ণিত হাদীছটি 'যাঈফ' (আলবানী- ইরওয়াউল গালীল ১/২৫৮-৫৯, মিশকাত হা/৬৭০)। অমনিভাবে 'আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লা-হ' -এর জওয়াবে স্রেফ 'ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে অ-সাল্লাম' বলার কোন দলীল নেই। অতএব আযান ও এক্বামতে 'হাইয়া আলাছ ছালা-হ' ও 'হাইয়া আলাল ফালা-হ' বাদে বাকী বাক্যগুলির জওয়াব মুআয্যিন যেমন বলবে, তেমনভাবেই দিতে হবে।

আযানের দো'আঃ

আযানের জওয়াব দান শেষে প্রথমে দরূদ পড়তে হবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭)।

১. দরূদঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা ছাল্লেআলা মুহাম্মাদিউ অ-আলা আ-লে মুহাম্মাদিন, কামা ছাল্লায়তা আলা ইব্‌রা-হীমা অ-আলা আ-লে ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রেক আলা মুহাম্মাদিউ অ-আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা বা-রক্‌তা আলা ইবরাহীমা অ-আলা আ-লে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯১৯, রাবী আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা)।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম এবং ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন

মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত'।

দরূদ-এর ফযীলতঃ

এমর্মে কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার মধ্য হ'তে একটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ (رواه النسائ)

অর্থঃ হযরত আবূ-হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযেল করবেন। তার আমলনামা হ'তে দশটি গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং তার সম্মানের স্তর আল্লাহ্র নিকটে দশগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে" (নাসায়ী, মিশকাত হা/৯২২)।

অতঃপর দো'আ পড়তে হবে। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনে (নিম্নের) এই দো'আ পাঠ করবে, তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে' (বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯)।

২. আযানের দো'আঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا اَلْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا اَلَّذِيْ وَعَدْتَّهُ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাহ, অছ ছালা-তিল ক্বা-য়েমাহ, আ-তে মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অল ফাযীলাহ, অবআছ্হু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী অ-আদ্তাহ' (বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯। রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ)। অন্য দো'আও রয়েছে (মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬১)।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! (তাওহীদের) এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের তুমি প্রভু। মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে তুমি দান কর 'অসীলা' (নামক জান্নাতের বিশেষ সম্মানিত স্থান) ও মর্যাদা এবং পৌঁছে দাও তাঁকে (জান্নাতের) প্রশংসিত স্থান 'মাক্বামে মাহমূদে'-যার ওয়াদা তুমি করেছ"।

আযানের জওয়াবে বাড়তি বিষয় সমূহঃ আযানের জওয়াবে কয়েকটি বিষয় বাড়তিভাবে চালু হয়েছে, যা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন,

مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যারোপ করল সে জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল' (বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়)। অন্য রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আমার নামে এমন হাদীছ বর্ণনা করল, যা সে মিথ্যা মনে করে, তাহ'লে সে অন্যতম মিথ্যাবাদী' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)। ছাহাবী বারা বিন আযেব (রাঃ) রাতে শয়নকালে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর শিখানো একটি দো'আয় 'আ-মানতু বে নাবিইয়েকাল্লাযী আরসালতা'-এর স্থলে বে রাসূলেকা' বলেছিলেন। তাতেই রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি

অ-সাল্লাম) রেগে ওঠেন ও 'বে নাবিইয়েকা' বলার তাকীদ করেন (বুখারী, 'ওযু' অধ্যায় ১/৩৮ পৃঃ টীকা-১১; মুসলিম 'যিকর' অধ্যায়; তিরমিযী 'দো''আ' অধ্যায় ২/১৭৫ পৃঃ; কারণ যিকরের শব্দ সমূহ তাওক্বীফী। এ ছাড়া এর অন্য কারণও থাকতে পারে। ফাতহুল বারী হা/২৪৭)। অথচ সেখানে অর্থে কোন তারতম্য ছিল না। প্রকাশ থাকে যে, আযান একটি ইবাদত। এতে কোনরূপ কমবেশী করা জায়েয নয়। তবুও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য যোগ হয়েছে। আযানের জওয়াবে প্রচলিত বাড়তি বিষয়গুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য, যা **নিম্নরূপঃ**

১. বায়হাক্বী শরীফে (১ম খণ্ড ৪১০ পৃঃ) বর্ণিত আযানের দো'আর শুরুতে 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বে হাক্বে হা-যিহিদ দাওয়াতে'

২. একই হাদীছের শেষে বর্ণিত 'ইন্নাকা লা- তুখ্লিফুল মীআ-দ'

৩. ইমাম ত্বাহাভীর 'শারহু মা'আনিল আছার'-য়ে বর্ণিত আ-তি সাইয়িদানা মুহাম্মাদান'

৪. ইবনুস সুন্নীর 'ফী আমালিল য়াওমে অল লায়লাহ্'-তে অদ দারাজাতার রাফীআতা'

৫. রাফেঈ প্রণীত 'আল-মুহার্রির'-য়ে আযানের দো'আর শেষে বর্ণিত 'য়া-আর্হামার রা-হেমীন' (দ্রষ্টব্যঃ মুহাদ্দিছ আলবানী- 'ইরওয়াউল গালীল' ১ম খণ্ড পৃঃ ২৬০-৬১ হা/২৪৩, মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী- মিরক্বাত ২/১৬৩ পৃঃ) ।

৬. আযান বা ইক্বামতে 'আশ্হাদু আন্না সাইয়েদানা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ' বলা (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৯২)।

আযানের অন্যান্য পরিত্যাজ্য বিষয়ঃ

১. বাড়তি বাক্য যোগ করাঃ বর্তমানে রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে প্রচারিত আযানের দো'আয় 'অরযুক্বনা শাফা'আতাহূ য়াওমাল ক্বিয়া-মাহ' বাক্যটি যোগ করা হচ্ছে। যার কোন শারঈ ভিত্তি জানা যায় না।

২. 'তাকাল্লুফ' করাঃ যেমন-আযানের উক্ত দো'আটি রেডিও কথক এমন ভঙ্গিতে পড়েন, যাতে প্রার্থনার আকুতি থাকেনা। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কারণ নিজস্ব স্বাভাবিক সুরের বাইরে যাবতীয় তাকাল্লুফ বা ভাণ করা ইসলামে দারুনভাবে অপসন্দনীয়। (মিশকাত, হা/১৯৩; اَلرِّيَاءُ هُوَ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ. 'রিয়া হ'ল ছোট শিরক' আহমাদ, বায়হাকী, মিশকাত হা/৫৩৩৪ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)।

৩. গানের সুরে আযান দেওয়াঃ গানের সুরে আযান দিলে একদা আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) জনৈক মুআয্যিনকে ভীষণভাবে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, إِنِّيْ لأُبْغِضُكَ فِيْ اللهِ অর্থঃ 'আমি তোমার সাথে অবশ্যই বিদ্বেষ পোষণ করব আল্লাহ্‌র জন্য' (ফিক্বহুস সুন্নাহ 'আযান' অধ্যায় ১/৯২ পৃঃ; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/২১৯২, ২১৯৪ 'তেলাওয়াতের আদব' অনুচেছদ)।

৪. আযানের আগে ও পরে উচ্চৈঃস্বরে যিকরঃ আজকাল জুম'আর দিন এবং অন্যান্য ছালাতে বিশেষ করে ফজরের আযানের আগে ও পরে বিভিন্ন মসজিদে মাইকে 'আছ-ছালা-তু অসসালা-মু আলা রাসূলিল্লা-হ' বলা হয়। এতদ্ব্যতীত হামদ, না'ত, তাসবীহ, দরূদ, কুরআন তেলাওয়াত, ওয়ায, গযল ইত্যাদি শোনা যায়। অথচ এগুলি বিদ'আত এবং কেবলমাত্র 'আযান' ব্যতীত আর সবকিছুই পরিত্যাজ্য। এমনকি আযানের পরে পুনরায় 'আছ-ছালাত, আছ-

ছালাত' বলে ডাকাও হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) প্রমুখ 'বিদ'আত' বলেছেন (তিরমিযী, মিশকাত হা/৬৪৬-এর টীকা-আলবানী; ঐ, ইরওয়া হা/২৩৬, ১/২৫৫ পৃঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯৩ পৃঃ)।
তবে ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ কাউকে ছালাতের জন্য ডাকেন বা জাগিয়ে দেন, তাতে তিনি অবশ্যই নেকী পাবেন (বুখারী ১/৮৩, 'ছালাতের সময়কাল' অধ্যায়)।

৫. আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখ রগড়ানোঃ আযান ও এক্বামতের সময় 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ' শুনে বিশেষ দো'আ সহ আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখে রগড়ানো, আযান শেষে দুই হাত তুলে আযানের দো'আ পড়া কিংবা উচ্চৈঃস্বরে উহা পাঠ করা ও মুখে হাত মোছা ইত্যাদির কোন শারঈ ভিত্তি নেই (ফিকহুস সুন্নাহ 'আযান' অধ্যায় ২১তম মাসআলা. ১/৯২-৯৩ প্রভৃতি)।

৬. বিপদে আযান দেওয়াঃ বালা-মুছীবতের সময় বিশেষ ভাবে আযান দেওয়ারও কোন দলীল নেই। কেননা আযান কেবল ফরয ছালাতের জন্যই হ'য়ে থাকে, অন্য কিছুর জন্য নয় (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৯৩)

আযানের অন্যান্য মাসায়েলঃ

১. উচ্চকণ্ঠ ব্যক্তি কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আযান দিবেন। তিনি দুই কানে আংগুল প্রবেশ করাবেন, যাতে আযানের জোর হয়। 'হাইয়া আলাছ ছালা-হ ও হাইয়া আলাল ফালা-হ' বলার সময় যথাক্রমে ডাইনে ও বামে কেবল মুখ ঘুরাবেন, দেহ নয় (তিরমিযী প্রভৃতি, ইরওয়া, ১/২৪০, ৪৮, ৫১পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ২/১১৪-১৬)। যখমী হ'লে বসেও আযান দেওয়া যাবে (বাইহাকী, ইরওয়া ১/২৪২ পৃঃ)।

২. যরূরী কোন ওযর না থাকলে আযান শুনে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া সুন্নাতের বরখেলাফ ও ঘোরতর অপরাধ (মুসলিম প্রভৃতি, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯০-৯১)।

৩. যিনি আযান দিবেন, তিনিই এক্বামত দিবেন। তবে অন্যেও দিতে পারেন। অবশ্য কোন মসজিদে নির্দিষ্ট মুআয্যিন থাকলে তার অনুমতি নিয়ে অন্যের আযান ও এক্বামত দেওয়া উচিত। তবে সময় চলে যাওয়ার উপক্রম হ'লে যে কেউ আযান দিতে পারেন (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯০, ৯২)।

৪. বিনা চাওয়ায় 'সম্মানী' গ্রহণ করা চলবে। কেননা মজুরীর শর্তে আযান দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। তবে নির্দিষ্ট ও নিয়মিত ইমাম ও মুআয্যিনের জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণ করা সমাজ ও সরকারের উপরে অপরিহার্য (আহমাদ, আবু-দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ইবনু মাজাহ; নায়লুল আওত্বার ২/১৩১-৩২, আবূ-দাউদ সনদ ছহীহ, হা/৩৫৮৮; মিশকাত 'দায়িত্বশীলদের ভাতা' অধ্যায় হা/৩৭৪৮)।

৫. ভূমিষ্ট সন্তানের কানে ছালাতের আযান শুনাতে হয় (আবুদাউদ, তিরমিযী, নায়ল 'আক্বীকা' অধ্যায় ৬/২৬৫-৬৭; ইরওয়া হা/১১৭৩, ৪/৪০০ পৃঃ তবে ডান কানে আযান ও বাম কানে এক্বামত শুনানোর হাদীছ যা হাসান বিন আলী (রাঃ) হ'তে মরফূ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, উক্ত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল। ঐ হা/ ১১৭৪ ও সিলসিলা যাঈফাহ হা/৩২১)।

৬. আযান উযূ হালতে দেওয়া উচিত। তবে বে-ওযূ অবস্থায় দেওয়াও জায়েয আছে। আযানের জওয়াব বা অনুরূপ যে কোন তাসবীহ 'তাহলীল' ও দো'আ সমূহ নাপাক অবস্থায় পাঠ করা জায়েয আছে।

৭. এক্বামতের পরে দীর্ঘ বিরতি হ'লেও পুনরায় এক্বামত দিতে হবে না (ফিকহুস্ সুন্নাহ্ ১/৮৯, ৯২ ছালাতুর রাসূল, তাখরীজঃ আব্দুর রঊফ, পৃঃ ১৯৮)।

৮. আযান ও জামা'আত শেষে কেউ মসজিদে এলে কেবল এক্বামত দিয়েই জামা'আত ও ছালাত আদায় করা উচিত (ফিকহুস্ সুন্নাহ ১/৯১)।

ছালাতের বিবরণ (صِفَةُ الصَّلاَةِ)

নিয়তঃ নিয়ত অর্থ এরাদা বা সংকল্প করা। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَّا نَوَى.

অর্থঃ 'সকল কাজ নিয়তের উপরে নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাই-ই পাবে যার সে নিয়ত করবে...' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী ও মিশকাত শরীফের প্রথম হাদীছ)।

১. অতএব ছালাতের জন্য উযূ করে পবিত্র হয়ে পরিচ্ছন্ন পোষাক ও দেহমন নিয়ে কা'বা গৃহ পানে মুখ ফিরিয়ে মনে মনে ছালাতের সংকল্প করে স্বীয় প্রভুর সম্মুখে বিনম্রচিত্তে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। মুখে নিয়ত পাঠের প্রচলিত রেওয়াজটি দ্বীনের মধ্যে নতূন সৃষ্টি। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর ছালাতে এর কোন স্থান নেই।

২.তাকবীরে তাহরীমাঃ দুই হাতের আংগুল সমূহ কেবলামুখী খাড়াভাবে কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠিয়ে দুনিয়াবী সবকিছুকে হারাম করে দিয়ে স্বীয় প্রভুর মহত্ত্ব ঘোষণা করে বলবে, 'আল্লা-হু

আকবার' অর্থঃ 'আল্লাহ্ সবার চেয়ে বড়'। অতঃপর বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে বেঁধে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সম্মুখে নিবেদিত চিত্তে দণ্ডায়মান হবে। আল্লাহ বলেন, وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ অর্থঃ 'তোমরা আল্লাহ্র জন্য নিবিষ্ট চিত্তে দাঁড়িয়ে যাও' (বাক্বারাহঃ ২৩৮)। ছালাতে দাঁড়ানোর সময় তাকবীরে তাহরীমার পর বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হাদীছগুলির কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১. সাহল বিন সা'আদ (রাঃ) বলেন,

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَّضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِيْ الصَّلاَةِ، قَالَ أَبُوْ حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ يَنْمِيْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخاري)

অর্থঃ 'লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ত যেন তারা ছালাতের সময় ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখে। আবূ-হাযেম বলেন যে, 'সাহ্ল বিন সা'আদ এই আদেশটিকে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর দিকে সম্পর্কিত করতেন বলেই জানি' (বুখারী ১/১০২ পৃঃ। উল্লেখ্য যে, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, আধুনিক প্রকাশনী প্রভৃতি বাংলাদেশের একাধিক সরকারী ও বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক অনুদিত ও প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ বুখারী শরীফে উপরোক্ত হাদীছটির অনুবাদে 'ডান হাত বাম হাতের কবজির উপরে' - লেখা হয়েছে। এখানে অনুবাদের মধ্যে 'কব্জি' কথাটি যোগ করার পিছনে কি কারণ রয়েছে বিদগ্ধ অনুবাদক ও প্রকাশকগণই তা বলতে পারবেন। তবে হাদীছের অনুবাদে এভাবে কমবেশী করা ভয়ংকর গর্হিত কাজ বলেই সকলে জানেন)।

'যেরাউন' (ذِرَاعٌ) অর্থ কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ হাত' (আল-মু'জামুল অসীত্ব)। একথা স্পষ্ট যে বাম হাতের

উপরে ডান হাত রাখলে তা বুকের উপরেই চলে আসে। নিম্নোক্ত বর্ণনা সমূহে পরিষ্কারভাবে যার ব্যাখ্যা এসেছে। যেমন-

২. ছাহাবী হুল্‌ব আত-ত্বাঈ (রাঃ) বলেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ فَوْقَ الْمَفْصَلِ (رواه أحمد.)

অর্থঃ 'আমি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে বাম হাতের জোড়ের (কব্জির) উপরে ডান হাতের জোড় বুকের উপরে রাখতে দেখেছি' (আহমাদ, তিরমিযী- তুহফাহসহ হা/২৫, ঐ- তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৯০ পৃঃ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯পৃঃ)।

২. অয়েল বিন হুজ্‌র (রাঃ) বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. (رواه ابن خزيمة وصححه)

অর্থঃ 'আমি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। এমতাবস্থায় দেখলাম যে, তিনি বাম হাতের উপরে ডান হাত স্বীয় বুকের উপরে রাখলেন (সহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৭৯ পৃঃ)। উপরোক্ত ছহীহ হাদীছে 'বুকের উপরে হাত বাঁধা সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। ইমাম শাওকানী (রাহিঃ) বলেন,

وَلاَ شَيْئَ فِيْ الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ (الْمَذْكُوْرِ فِيْ صَحِيْحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ)

অর্থাঃ 'হাত বাঁধা বিষয়ে ছহীহ ইবনু খুযায়মাতে অয়েল বিন হুজর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের চাইতে বিশুদ্ধতম কোন হাদীছ আর নেই' (নায়ল ৩/২৫)।

উল্লেখ্য যে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখা সম্পর্কে ১৮জন ছাহাবী ও ২জন তাবেঈ থেকে মোট ২০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু-আব্দিল বার্র বলেন, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) থেকে এর বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়নি এবং এটাই জমহূর ছাহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত পদ্ধতি (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯)। এক্ষণে 'নাভীর নীচে হাত বাঁধা' সম্পর্কে মুছান্নাফ ইবনু আবী- শায়বাহ ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে চারজন ছাহাবী ও দু'জন তাবেঈ থেকে যে চারটি হাদীছ ও দু'টি 'আছার' বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে মুহাদ্দেছীনের বক্তব্য হ'ল لاَ يَصْلُحُ وَاحِدٌ مِنْهَا لِلْاسْتِدْلاَلِ (যঈফ হাওয়ার কারণে) এগুলির একটিও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়' (মির'আতুল মাফতীহ ১/৫৫৭-৫৮; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৮৯)। প্রকাশ থাকে যে, ছালাতে দাঁড়িয়ে মেয়েদের জন্য বুকে হাত ও পুরুষের জন্য নাভীর নীচে হাত বাঁধার যে রেওয়াজ চালু আছে, হাদীছে বা আছারে এর কোন ভিত্তি নেই (মির'আত ১/৫৫৮; তুহফা ২/৮৩)। বরং এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, ছালাতের মধ্যকার ফরয ও সুন্নাত সমূহ মুসলিম নারী ও পুরুষ সকলে একই নিয়মে আদায় করবে (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৯; নায়ল ৩/১৯)।

৩. ছানাঃ 'ছানা' অর্থ প্রশংসা। এটা মূলতঃ 'দো'আয়ে ইস্তেফতা-হ' বা ছালাত শুরুর দো'আ। বুকে জোড় হাত বেঁধে সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে বিনম্রচিত্তে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে মুছল্লী তার সর্বোত্তম ইবাদতের শুভ সূচনা করবে,

أَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
،أَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ
اغْسِلْ خَطَايَایَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ (متفق عليه) .

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা বা-য়েদ বায়নী অ-বায়না খাত্বা-য়া-য়া, কামা বা-আদতা বায়নাল মাশরিক্বি অল মাগরিবি। আল্লা-হুম্মা নাকক্বিনী মিনাল খাত্বা-য়া, কামা য়ুনাকক্বাছ ছাওবুল আবয়াযু মিনাদ দানাসি। আল্লা-হুম্মাগসিল খাত্বা-য়া-য়া বিল মা-য়ি অ-ছছালজি অল বারাদি'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করুন, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন করুন গোনাহ হ'তে, যেমন পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হ'তে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ সমূহকে ধুয়ে ছাফ করে দিন পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮১২)।

ছানার জন্য অন্য দো'আও রয়েছে। তবে এই দো'আটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। অনেকে ছালাত শুরুর আগেই জায়নামাযের দো'আ মনে করে 'ইন্নী অ-জ্জাহ্তু...' পড়েন। এই রেওয়াজটি সুন্নাতের বরখেলাফ। মূলতঃ জায়নামাযের দো'আ বলে কিছু নেই।

৪. বিসমিল্লাহ পাঠঃ 'ছানা বা দো'আয়ে ইস্তেফতাহ' পাঠ শেষে 'আঊযুবিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' নীরবে পড়বে। অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। প্রকাশ থাকে যে, 'আঊযু-বিল্লাহ' কেবল ১ম রাক'আতে পড়বে, বাকী রাক'আতগুলিতে নয় (ফিক্বহুস সুন্নহ ১/১১২; নায়ল ৩/৩৬-৩৯ পৃঃ)। অমনিভাবে 'বিসমিল্লা-হ' সূরা ফাতেহার অংশ হওয়ার পক্ষে যেমন কোন ছহীহ দলীল নেই, (নায়ল ৩/৫২ পৃঃ)।

তেমনি 'জেহরী' ছালাতে 'বিসমিল্লাহ' জোরে বলার পক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নেই (নায়ল ৩/৪৬ পৃঃ)।

১. আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِّنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ: لاَ يَجْهَرُوْنَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَفِيْ لَفْظٍ لاِبْنِ خُزَيْمَةَ كَانُوْا يُسِرُّوْنَ.

অর্থঃ 'আমি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম), আবূ-বকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি। কিন্তু তাঁদের কাউকে 'বিসমিল্লাহ' জোরে পড়তে শুনিনি' (আহমাদ, মুসলিম, নায়ল ৩/৩৯; দারাকুৎনী হা/১১৮৬-৯৫)।

ইবনু-খুযায়মার রেওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে এসেছে যে, 'তারা চুপে চুপে পড়তেন' (ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/৪৯৪-৯৭, হাদীছ ছহীহ)।

২. ইমাম দারাকুৎনী বলেন, إِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيْ الْجَهْرِ بِهَا حَدِيْثٌ. 'বিসমিল্লাহ' জোরে বলার বিষয়ে কোন হাদীছ 'ছহীহ' প্রমাণিত হয়নি (নায়ল ৩/৪৬, মুসলিম, আহমাদ, ছহীহ ইবনু খুযায়মা, নায়ল ৩/৩৯-৪৬)।

৩. তবে ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে সবল-দুর্বল প্রায় ১৪টি হাদীছের প্রতি লক্ষ্য রেখে হাফেয ইবনুল-ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) হয়তোবা কখনো কখনো 'বিসমিল্লাহ' জোরে বলে থাকবেন। তবে অধিকাংশ সময় তিনি চুপে চুপেই পড়তেন। এটা নিশ্চিত যে, তিনি সর্বদা জোরে পড়তেন না। যদি তাই পড়তেন, তাহ'লে খুলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম ও শহরবাসী সাধারণ মুছল্লীদের নিকটে বিষয়টি

গোপন থাকত না'।... অতঃপর বর্ণিত হাদীছগুলি সম্পর্কে তিনি বলেন,

فَصَحِيْحُ تِلْكَ الأَحَادِيْثِ غَيْرُ صَرِيْحٍ وَصَرِيْحُهَا غَيْرُ صَحِيْحٍ.

অর্থঃ 'উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলির মধ্যে যেগুলি ছহীহ, সেগুলির বক্তব্য স্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে স্পষ্টগুলি ছহীহ নয়' (নায়ল ৩/৪৭; ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০২)।

৫. সূরা ফাতিহা পাঠঃ (قِرَأَةُ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ)

১. সূরা ফাতিহা পাঠ ফরযঃ ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য সকল প্রকার ছালাতে প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয।

দলীল সমূহঃ

১. হযরত উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (متفق عليه)

উচ্চারণঃ'লা- ছালা-তা লিমান লাম য়াক্বরা বেফা-তিহাতিল কিতাব' অর্থঃ 'ঐ ব্যক্তির ছালাত শুদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সুরা ফাতিহা পাঠ করেনা' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ হা/৮২২; কুতুবে সিত্তাহসহ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে উক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে)।

২. আল্লাহ বলেন, فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 'ফাক্বরাউ মা তায়াস্সারা মিনাল কুরআন' অর্থঃ 'অতঃপর তোমরা পড় কুরআন থেকে যা সহজ মনে কর' (মুযযাম্মিলঃ ২০)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে

ক. ছালাতে ভুলকারী (مُسِيُ الصَّلاَةِ) জনৈক ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দিতে

গিয়ে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,
ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ بِمَا شَآءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ
অর্থঃ "অতঃপর তুমি 'উম্মুল কুরআন' বা সূরা ফাতিহা পড়বে এবং যেটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন কুরআন থেকে পাঠ করবে'...। (আবুদাঊদ হা/৮৫৯ 'রুকু-সিজদায় যে ব্যক্তি পিঠ সোজা রাখে না' অনুচ্ছেদ, বর্ণনা রিফা'আহ বিন রাফে' (রাঃ), ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৬৫)।

খ. আবূ-সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, أَمَرَنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَاتَيَسَّرَ
অর্থঃ 'আমরা আদিষ্ট হয়েছিলাম যেন আমরা সূরা ফাতিহা পড়ি এবং (কুরআন থেকে) যা সহজ মনে হয় (তা পড়ি)' (আবুদাঊদ হা/৮১৮, ঐ ছহীহ হা/৭৩২)।

গ. আবূ-হুরায়রা (রাঃ) বলেন, أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ أُنَادِىَ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَأَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَمَا زَادَ.
অর্থঃ 'রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আমাকে নির্দেশ দেন, 'যেন আমি ঘোষণা করে দিই এই কথা যে, ছালাত সিদ্ধ নয় সূরা ফাতিহা ব্যতীত। অতঃপর তার অতিরিক্ত কিছু' (আবুদাঊদ হা/৮২০, ঐ ছহীহ হা/৭৩৩)। এখানে প্রথমে সূরা ফাতিহা, অতঃপর কুরআন থেকে সহজ মত কিছু অংশ পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩. আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا ...
উচ্চারণঃ অ-ইযা কুরিয়াল কুরআ-নু ফাসতামি'উ লাহূ অ-আনছিতূ'। অর্থঃ 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর ও চুপ থাক...' (আ'রাফঃ ২০৪)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

أَتَقْرَءُوْنَ فِيْ صَلاَتِكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ؟ فَلاَ تَفْعَلُوْا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْ نَفْسِهِ. (أخرجه ابن حبان عن أنس)

অর্থঃ 'তোমরা কি ইমামের ক্বিরা'আত অবস্থায় কিছু পাঠ করে থাক? এটা করবে না। বরং কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা চুপে চুপে পড়বে' (বুখারী জুয্‌উল ক্বিরা'আত, ছহীহ ইবনু হিব্বান, ত্বাবারাণী আওসাত্ব, বায়হাক্বী; হাদীছ ছহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী, 'ইমামের পিছনে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ নং ২২৯, হা/৩১০-এর ভাষ্য (فَالطَّرِيْقَانِ مَحْفُوْظَانِ), ২/২২৮ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ২/৬৭ পৃঃ 'মুক্তাদীর ক্বিরাআত ও চুপ থাকা' অনুচ্ছেদ)।

৪. হযরত আবূ-হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ.

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল, যার মধ্যে 'কুরআনের মা' অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ঐ ছালাত অপূর্ণাংগ, অপূর্ণাংগ, অপূর্ণাংগ ...'। রাবী হযরত আবু-হুরায়রা (রাঃ)-কে বলা হ'ল, আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকি, তখন কিভাবে পড়ব? তিনি বললেন, اِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ 'ইক্বরা বিহা ফী নাফসেকা' অর্থঃ 'তুমি ওটা চুপে চুপে পড়' (মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩)।

'খিদাজ' (خِدَاجٌ) অর্থঃ সময় আসার পূর্বেই যে গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, যদিও সে পূর্ণাংগ হয় (আল-মু'জামুল অসীত্ব)। ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, 'আরবরা ঐ বাচ্চাকে 'খিদাজ' বলে যা রক্তপিণ্ড আকারে অসময়ে গর্ভচ্যুত হয় ও যার আকৃতি চেনা যায়না'। আবু ওবায়েদ বলেন, 'খিদাজ' হ'ল গর্ভচ্যুত মৃত সন্তান, যা কাজে লাগে না'।

(তুহফা ২/৬১ পৃঃ, হা/২৪৭-এর ভাষ্য; আবুদাঊদ, উক্ত হাদীছের টীকা হা/৮২১ তাহকীক, মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ)। অতএব সূরা ফাতিহা বিহীন ছালাত প্রাণহীন অপূর্ণাংগ বাচ্চার ন্যায়, যা কোন কাজে লাগে না

৫. হযরত ওবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) বলেন, আমরা একদা ফজরের জামা'আতে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) -এর পিছনে ছালাত রত ছিলাম। এমন সময় মুক্তাদীদের কেউ সরবে কিছু পাঠ করলে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর জন্য ক্বিরাআত কঠিন হয়ে পড়ে। তখন সালাম ফিরানোর পরে তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পড়ে থাকবে? আমরা বললাম-হ্যাঁ। জবাবে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন,

لاَتَفْعَلُوْا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

অর্থঃ 'তোমরা এরূপ করোনা কেবল সূরা ফাতিহা ব্যতীত। কেননা ঐ ব্যক্তির ছালাত শুদ্ধ হয় না যে ব্যক্তি উহা (সূরা ফাতিহা) পাঠ করে না' (ছহীহ আবুদাঊদ, হা/৭৩৬-৩৭, ছহীহ তিরমিযী হা/২৫৭, মিশকাত হা/৮৫৪ 'ছালাতে ক্বিরা'আত' অনুচ্ছেদ)।

ঘটনা এই যে, প্রথম দিকে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) -এর সাথে সাথে অনেকে ইমামের পিছনে সরবে ক্বিরাআত করতেন। অনেকে প্রয়োজনীয় কথাও বলতেন। তাতে ইমামের ক্বিরাআতে বিঘ্ন ঘটতো। তাছাড়া মুশরিকরাও রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর কুরআন পাঠের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শিস ও হাততালি দিয়ে বিঘ্ন ঘটাতো। সেকারণে উপরোক্ত আয়াত (আ'রাফঃ ২০৪) নাযিলের মাধ্যমে সকলকে কুরআন পাঠের সময় চুপ

থাকতে ও তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে আদেশ করা হয়েছে (কুরতুবী, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য, ৭/৩৫৪ পৃঃ)। এই নির্দেশ ছালাতের মধ্যে ও বাইরে সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। অতঃপর পূর্বোক্ত উবাদা, আবূ-হুরায়রা ও আনাস (রাঃ) প্রমুখ বর্ণিত হাদীছ সমূহের মাধ্যমে জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা নীরবে পড়তে 'খাছ' ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অন্য কোন সূরা নয়।

অতএব উক্ত ছহীহ হাদীছ সমূহ কুরআনী আয়াত দ্বয়ের ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে, বিরোধী হিসাবে নয়। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর উক্ত ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে 'অহি' দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট, তাঁর নিজের থেকে নয়। অতএব অহি-র বিধান অনুসরণে সর্বাবস্থায় ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য।

২. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ না করাঃ ইমামের পিছনে জেহরী বা সেরী কোন প্রকার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যাবে না। এই মর্মে যাঁরা অভিমত পোষণ করেন, তাঁদের প্রধান দলীল সমূহ নিম্নরূপঃ

১. পূর্বে বর্ণিত আয়াতদ্বয় (মুযযাম্মিল:২০ ও আ'রাফ: ২০৪) যেখানে কুরআন থেকে সহজমত পড়তে বলা হয়েছে ও ক্বিরাআতের সময় চুপ থেকে মনোযোগ দিয়ে তা শুনতে বলা হয়েছে। সেখানে বিশেষ কোন সূরাকে 'খাছ' করা হয়নি। এক্ষণে হাদীছ দ্বারা সূরায়ে ফাতিহাকে খাছভাবে পড়ার নির্দেশ করলে তা কুরআনী আয়াতকে 'মনসূখ' করার শামিল হবে। অথচ 'হাদীছ দ্বারা কুরআনী হুকুমকে মনসূখ করা যায় না' (নায়লুল আওত্বার ৩/৬৭ পৃঃ; নূরুল আনওয়ার পৃঃ ২১৩-১৪)।

জবাবঃ এখানে 'মনসুখ' হবার প্রশ্নই ওঠে না। বরং হাদীছে ব্যাখ্যাকারে বর্ণিত হয়েছে এবং কুরআনের মধ্য থেকে উম্মুল

কুরআনকে 'খাছ' করা হয়েছে যেমন কুরআনে সকল উম্মতকে লক্ষ করে 'মীরাছ' বন্টনের সাধারণ নিয়ম-এর আদেশ দেওয়া হয়েছে (নিসাঃ ৭, ১১)। কিন্তু হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারী সান্তানগণ পবেন না বলে 'খাছ' ভাবে নির্দেশ করা হয়েছে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৬৭, 'ফাযায়েল' অধ্যায়)।

মূলতঃ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর আগমন ঘটেছিল কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসাবে এবং ঐ ব্যাখ্যাও ছিল সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট। অতএব রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) -এর প্রদত্ত্ব ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করা 'অহিয়ে গায়ের 'মাতুল' বা আল্লাহ্র অনাবৃত্ত অহি-কে প্রত্যাখ্যান করার শামিল হবে।

২. হযরত আবু-হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক জেহরী ছালাতে সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) মুছল্লীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউকি এইমাত্র আমার সাথে কুরআন পাঠ করেছ? একজন বলল, জি-হাঁ। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, তাই ভাবছিলাম

مَا لِيْ أُنَازِعُ الْقُرْآنَ

অর্থঃ 'আমার ক্বিরাআতে কেন বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে'? রাবী বলেন,

فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ.

অর্থঃ 'এরপর থেকে লোকেরা জেহরী ছালাতে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর সাথে ক্বিরাআত করা থেকে বিরত হ'ল' (ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৩৬, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৫৫)।

জবাবঃ হাদীছের বক্তব্যে বুঝা যায় যে, মুক্তাদীগণের মধ্যে কেউ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর সাথে সাথে সরবে ক্বিরাআত করেছিলেন। যার জন্য ইমাম হিসাবে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল। ইতিপূর্বে আনাস ও আবু-হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দু'টিতে নীরবে পড়ার কথা এসেছে, যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রাহিঃ) বলেন,

فَإِنْ قَرَأَ فَلْيَقْرَءِ الْفَاتِحَةَ قِرَاءَةً لاَ يُشَوِّشُ عَلَى الإِمَامِ.

অর্থঃ 'জেহরী ছালাতে মুক্তাদী এমনভাবে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে, যাতে ইমামের ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়' (হুজ্জাতুল্লা-হিল বালিগাহ ২য় খণ্ড ৯পৃঃ)। অতএব নীরবে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়লে ইমামের ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টির প্রশ্নই আসে না। উল্লেখ্য যে, হাদীছের শেষাংশে অতঃপর লোকেরা ক্বিরাআত থেকে বিরত হ'ল' কথাটি 'মুদরাজ' (مُدْرَجٌ), যা ইবনু শিহাব যুহরী কর্তৃক সংযুক্ত (ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৩৭;নায়লুল আওত্বার ৩/৬৭)।

৩. হযরত আবু-হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا.

অর্থঃ 'ইমাম নিযুক্ত হন তাকে অনুসরণ করার জন্য। তিনি যখন তাকবীর বলেন, তখন তোমরা তাকবীর বল। তিনি যখন ক্বিরাআত করেন, তখন তোমরা চুপ থাক' (ছহীহ নাসাঈ হা/৮৮২, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৮৫৭)।

জবাবঃ উক্ত হাদীছে 'আম' ভাবে ক্বিরাআতের সময় চুপ থাকতে বলা হয়েছে। কুরআনেও অনুরূপ নির্দেশ এসেছে (আ'রাফ: ২০৪)। একই রাবীর ইতিপূর্বেকার বর্ণনায় এবং আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে সূরা ফাতিহাকে 'খাছ' ভাবে চুপে চুপে পড়তে নির্দেশ করা হয়েছে। অতএব ইমামের পিছনে চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পাঠ করলে উভয় ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করা সম্ভব হয়।

৪. হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

অর্থঃ 'যার ইমাম রয়েছে, ইমামের ক্বিরাআত তার জন্য ক্বিরাআত হবে' (ইবনু মাজাহ হা/৮৫০, দারাকুৎনী হা/১২২০, বায়হাক্বী ২/১৫৯-৬০ পৃঃ; হাদীছ যঈফ)। ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহিঃ) বলেন, যতগুলি সূত্র থেকে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে সকল সূত্রই দোষযুক্ত। সেকারণ 'হাদীছটি সকল বিদ্বানের নিকটে সর্বসম্মতভাবে যঈফ। (إِنَّهُ ضَعِيفٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْحُفَّاظِ) (ফাৎহুল বারী ২/৬৮৩পৃঃ)।

জবাবঃ প্রথমতঃ অত্র হাদীছে 'ক্বিরাআত' কথাটি 'আম'। কিন্তু সূরা ফাতিহা পাঠের নির্দেশটি 'খাছ'। অতএব অন্য সব সূরা বাদ দিয়ে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ যদি অত্র হাদীছের অর্থ 'ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট' বলে ধরা হয়, তবে হাদীছটি কেবল ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হবে না, বরং কুরআনী নির্দেশেরও বিরোধী হবে। কেননা কুরআনে (মুযযাম্মিল:২০) ইমাম, মুক্তাদী বা একাকী সকল মুছল্লীর জন্য কুরআন থেকে যা সহজ মনে করা হয়, তা পড়তে নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে। অথচ উপরোক্ত যঈফ হাদীছ মানতে গেলে ইমামের পিছনে কুরআনের কিছুই পড়া চলে না।

তৃতীয়তঃ উক্ত হাদীছে ইমামের ক্বিরাআত ইমামের জন্য হবে বলা হয়েছে। মুক্তাদীর জন্য হবে–এমন কথা নেই। কেননা 'তার জন্য'(له) সর্বনামটির ইঙ্গিত নিকটতম বিশেষ্য 'ইমাম' (الإمام)-এর দিকে হওয়াই ব্যাকরণের দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত। অতএব ইমাম সূরা ফাতিহা পড়লে তা কেবল ইমামের জন্যই হবে, মুক্তাদীর নয়।

* **উদাহরণ স্বরূপঃ** مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَزَوْجَةُ الْإِمَامِ لَهُ زَوْجَةٌ. অর্থাৎ 'যার ইমাম আছে, উক্ত ইমামের স্ত্রী তার জন্য স্ত্রী হবে,। কিন্তু এই বাক্যের অর্থ 'ইমামের স্ত্রী মুক্তাদীর জন্য হবে, এমনটা করা যাবে না। অনুরূপভাবে ইমামের ক্বিরাআত ইমামের জন্য হবে। কিন্তু 'ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর জন্য হবে এমন অর্থ করা ঠিক হবে না।

১. **'লা ছালা-তা ইল্লা বে ফা-তিহাতিল কিতাব'** বা 'সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত হবে না' অর্থ 'ছালাত পূর্ণভাবে হবে না' (لاَ صَلاَةَ بِالْكَمَالِ)। যেমন অন্য হাদীছে রয়েছে, **'লা ঈমা-না লিমান লা আমা-নাতা লাহূ অলা দীনা লিমান লা 'আহ্দা লাহূ'** অর্থঃ 'ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই, যার আমানত নেই এবং ঐ ব্যক্তির দ্বীন নেই যার ওয়াদা ঠিক নেই' (বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৩৫)।

২. এর অর্থ ঐ ব্যক্তির ঈমান পূর্ণ নয় বরং ত্রুটিপূর্ণ।

জবাবঃ

ক. কুতুবে সিত্তাহ সহ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত উপরোক্ত প্রসিদ্ধ হাদীছটি একই রাবী হযরত উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে দারাকুৎনীতে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

لاَ تُجْزِيءُ صَلاَةٌ لاَيَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থঃ 'ঐ ছালাত যথেষ্ট নয়, যার মধ্যে মুছল্লী সূরা ফাতিহা পাঠ করেনা' (দারাকুৎনী হা/১২১২, ১/৩১৯ পৃঃ)। অতএব উক্ত হাদীছে 'ছালাত হবে না' অর্থ 'ছালাত শুদ্ধ হবে না'।

খ. অনুরূপভাবে 'খিদাজ' বা ত্রুটিপূর্ণ-এর ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু খুযায়মা স্বীয় 'ছহীহ' গ্রন্থে 'ছালাত' অধ্যায়ে ৯৫ নং অনুচ্ছেদ রচনা করেন এভাবে- 'ঐ 'খিদাজ'-এর আলোচনা যে সম্পর্কে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) অত্র হাদীছে হুঁশিয়ার করেছেন যে, ঐ ত্রুটি থাকলে ছালাত যথেষ্ট হবে না। কেননা ত্রুটি দু'প্রকারেরঃ **এক**- যা থাকলে ছালাত যথেষ্ট হয় না। **দুই**- যা থাকলেও ছালাত শুদ্ধ হয়। পুনরায় পড়তে হয় না। এই ত্রুটি হ'লে 'সিজদায়ে সহো' দিতে হয় না। অথচ ছালাত শুদ্ধ হয়ে যায়'। অতঃপর তিনি আবু-হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর হাদীছ উদ্ধৃত করেন যে,

لاَ تُجْزِيءُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

অর্থঃ 'ঐ ছালাত যথেষ্ট নয়, যাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয় না...' (ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৯০, ১/২৪৮ পৃঃ সনদ ছহীহ। টীকা... অর্থাৎ 'যথেষ্ট হয়েছে' আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব পৃঃ ১১৯-২০)।

এক্ষণে 'লা- ছালা-তা' 'ছালাত হবে না'-এর অর্থ যখন স্বয়ং রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) 'লা তুজযিউ' অর্থাৎ

'ছালাত যথেষ্ট হবে না' বলে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তখন সেখানে আমাদের নিজস্ব ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই। অতএব 'খিদাজ' অর্থ অসম্পূর্ণ করাটা অন্যায়। তাছাড়া ত্রুটিপূর্ণ ছালাত প্রকৃত অর্থে কোন ছালাত নয়। অতএব পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, অধিকাংশ ছাহাবা ও তাবেঈন এবং ইমাম মালেক, শাফেঈ ও আহামাদ সহ অধিকাংশ মুজতাহিদ ইমামগণের সিদ্ধান্ত ও নিয়মিত আমলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সর্বাবস্থায় সকল ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। নইলে অহেতুক যিদ কিংবা ব্যক্তি ও দলপূজার পরিণামে সারা জীবন ছালাত আদায় করেও ক্বিয়ামতের দিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়া আর কিছুই জুটবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

(البقرة:١٦٦ــ١٦٧)

অর্থঃ 'যেদিন অনুসরণীয় ব্যক্তিগণ তাদের অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন ও সকলে আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন হবে (১৬৬)। যেদিন অনুসারীগণ বলবে, যদি আমাদের আরেকবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ হ'ত তাহ'লে আমরা তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেমন আজ তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। এমনিভাবে আল্লাহ সেদিন তাদের সকল আমলকে তাদের জন্য 'আফসোস' হিসাব দেখাবেন। অথচ তারা কখনোই জাহান্নাম থেকে বের হবে না' (বাক্বারাহঃ ১৬৬-৬৭)।

৫. রুকু পেলে রাক'আত পাওয়াঃ

জমহূর বিদ্বানগণের অভিমত হ'ল এই যে, 'রুকু পেলে রাক'আত পাবে'। সূরা ফাতিহা পড়তে পারুক বা না পারুক'। তাঁদের প্রধান দলীল সমূহ নিম্নরূপঃ

১. হযরত আবু-হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন...,

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ (رواه النسائي وابن ماجة.)

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি ছালাতের এক রাক'আত পেল, সে ব্যক্তি ছালাত পেল' (ছহীহ নাসাঈ হা/৫৩৯-৪২, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১১২২)।

জবাবঃ জমহূর বিদ্বানগণ এখানে 'রাক'আত' অর্থ 'রুকু' করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন যে, এখানে রাক'আত বলা হয়েছে। রুকু, সিজদা বা তাশাহহুদ বলা হয়নি' (অথচ সবগুলো মিলেই রাক'আত হয়।-আওনুল মা'বূদ ৩/১৫২)। শামসুল হক আযীমাবাদী বলেন, 'এখানে কোন কারণ ছাড়াই রাক'আত অর্থ রুকু করা হয়েছে যা ঠিক নয়'। যেমন মুসলিম শরীফে বারা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে 'ক্বিয়াম ও ছিসদার বিপরীতে রাক'আত শব্দ এসেছে। সেখানে রাক'আত অর্থ রুকু করা হয়েছে (আবুদাউদ আওন সহ, অনুচ্ছেদ নং ১৫২, হা/৮৭৫, ৩/১৪৫ পৃঃ)। 'আবদুর রহমান সা'আদীও তাই বলেন' (আল-মুখতারাত পৃঃ ৪৪)।

২. আবু-হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুম'আর ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকু পেল, সে যেন আরেক রাক'আত যোগ করে নেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি শেষ রাক'আতে রুকু পেল না, সে যেন

যোহরের চার রাক‘আত পড়ে (দারাকুৎনী হা/১৫৮৭৭ ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর এক রাক‘আত পেল কিংবা পেল না’ অনুচ্ছেদ; হাদীছ যঈফ)।

জবাবঃ দারাকুৎনী বর্ণিত এই হাদীছটিও ‘যঈফ’ (৪০নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩. আবু-বাকরাহ (রাঃ) হ’তে একটি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে। তিনি একাকী রুকু অবস্থায় পিছন থেকে কাতারে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাকে বলেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন। তবে আর কখনো এরূপ করো না’ (আবুদাউদ আওন সহ হা/৬৬৯-৭০, ছহীহ আবু-দাউদ ৬৩৪-৩৫)।

জবাবঃ ইমাম ইবনু হযম ও ইমাম শাওকানী (রাহিমাহুমাল্লাহ) বলেন, এ হাদীছের মধ্যে জমহূরের মতের পক্ষে কোন দলীল নেই। কেননা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাকে যেমন ঐ রাক‘আত পুনরায় পড়তে বলেননি, তেমনি ঐ ছাহাবী ঐ রাক‘আতটি গণনা করেছিলেন কি-না। সে কথাও বর্ণিত হয়নি (আওনুল মা‘বূদ ৩/১৪৬ পৃঃ)।

অন্যান্য বিদ্বানগণ জমহূরের মতের বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, শুধুমাত্র রুকু পেলেই রাক‘আত পাওয়া হবে না। কেননা সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। যা পরিত্যগ করলে ছালাত বাতিল হবে ও পুনরায় পড়তে হবে (ইবনু খুযায়মা, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ৯৩ ও ৯৪ অনুচ্ছেদ, ১/২৪৬-৪৭ পৃঃ)। যেমন ক্বিয়াম, রুকু, সিজদা ইত্যাদি ফরয, যার কোন একটি বাদ দিলে ছালাত বাতিল হবে ও পুনরায় নতুনভাবে পড়তে হবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি কেবল রুকু পেল, সে ব্যক্তি ক্বিয়াম ও ক্বিরাআতে ফাতিহার দু’টি ফরয তরক করল। অতএব তার ঐ রাক‘আত গণ্য হবে না। বরং তাকে আরেক

রাক'আত যোগ করে পড়তে হবে। অবশ্য ছালাতে যোগদান করার নেকী তিনি পুরোপুরি পেয়ে যাবেন। **এঁদের দলীল সমূহ নিম্নরূপঃ**

১. হযরত আবু-হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

অর্থঃ 'এক্বামত শুনে তোমরা দৌড়ে যেয়ো না। বরং স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যাও। তোমাদের জন্য স্থিরতা অবলম্বন করা আবশ্যক। অতঃপর তোমরা জামা'আতে ছালাতের যতটুকু পাও, ততটুকু আদায় কর এবং যেটুকু ছুটে যায় সেটুকু পুর্ণ কর' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৬, 'আযান দেরীতে দেওয়া' অনুচ্ছেদ)।
ইমাম বুখারী (রাহিঃ) বলেন, এখানে ঐ ব্যক্তি কেবল রুকু পেয়েছে। কিন্তু ক্বিরাআতে ফাতিহার দু'টি ফরয পায়নি। অতএব তাকে শেষ এক রাক'আত যোগ করে ঐ ছুটে যাওয়া ফরয দু'টি পূর্ণ করতে হবে, (জুয্উল ক্বিরা'আত, মাসআলা ১০৬ পৃঃ ৪৬)।

২. হযরত আবু-হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক একটি 'মওকূফ' হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, إِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ رُكُوْعًا لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ অর্থঃ 'যদি তুমি জামা'আতকে রুকু অবস্থায় পাও, তাহ'লে তুমি ওটাকে রাক'আত হিসাবে গণ্য কর না'। হাফেয ইবনু-হাজার বলেন, আবু-হুরায়রা (রাঃ) থেকে এটিই প্রসিদ্ধ। এর বিপরীতে ইবনু খুযায়মা-তে আবু-হুরায়রা (রাঃ)-এর বরাতে যে মরফূ হাদীছ এসেছে, তার কোন ভিত্তি নেই । (لاَ أَصْلَ لَهُ) (নায়লুল আওত্বার ৩/৬৮-৬৯)। তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ বলেন, সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে গেলে আমরা সে

রাক'আত গণনা করতাম না (لَا نُعِدُّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ) (বুখারী, জুযউল ক্বিরা'আত পৃঃ ১৩)।

ইমাম ইবনু হযম (রাহিঃ) বলেন, রাক'আত পূর্ণ হওয়ার জন্য তার উপরে অবশ্য করণীয় হ'ল ক্বিয়াম ও ক্বিরা'আত পাওয়া। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, রাক'আত ও অন্য কোন রুকন ছুটে যাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ফলে ইমামের সাথে যোগদানের সময় কোন রাক'আত ছুটে গেলে তা যেমন পরে আদায় করতে হয়, আনুরূপ ভাবে সূরা ফাতিহা ছুটে গেলে সেটাও পরে আদায় করতে হবে। কেননা ওটাও অন্যতম রুকন, যা আদায় করা ফরয। এক্ষণে 'সূরা ফাতিহা ছুটে গেলেও ছালাত হয়ে যাবে বলে যদি দাবী করা হয়, তবে তার জন্য স্পষ্ট ও ছহীহ দলীল প্রয়োজন হবে। অথচ তা পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, কেউ কেউ আগে বেড়ে এ বিষয়ে ইজমা-এর দাবী করেছেন। ঐ ব্যক্তি ঐ বিষয়ে মিথ্যাবাদী। কেননা আবু-হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সূরা ফতিহা পড়তে না পারলে ঐ রাক'আত গণনা করতেন না'। অমনিভাবে যায়েদ বিন ওয়াহাব থেকেও বর্ণিত হয়েছে'। (নায়লুল আওত্বার ৩/৬৯)।

ইমাম শাওকানী (রাহিঃ) বলেন, ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য সর্বাবস্থায় প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা 'ফরয'। বরং এটা ছালাত শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত। অতএব যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, এটা ছাড়াই ছালাত শুদ্ধ হবে, তাকে এমন স্পষ্ট দলীল পেশ করতে হবে, যা পূর্বে বর্ণিত না সূচক 'আম' দলীলগুলিকে 'খাছ' করতে পারে' (প্রাগুক্ত, ৩/৬৭-৬৮)।

ক্বিরা'আতের আদবঃ সূরা ফতিহার প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াক্ফ করা সুন্নাত (দারাকুৎনী হা/১১৭৮, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২০৫ 'ফাযায়েলে কুরআন' অধ্যায়)। অমনিভাবে ক্বিরাআত সুন্দর আওয়াযে পড়ার নির্দেশ রয়েছে (আহমাদ, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/২১৯৯, ২২০৮)। কিন্তু গানের সূরে পড়া যাবে না (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৯২)।

কোনরূপ 'তাকাল্লুফ' বা ভাণ করা যাবে না। বরং স্বাভাবিক সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করাই শরীয়তে পসন্দনীয়। সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াত থেমে থেমে পড়া সুন্নাত (আহমাদ, আবুদাঊদ, নায়ল ৩/৪৯-৫০; তিরমিযী, মিশকাত হা/২২০৫ 'তেলাওয়াতের আদব' অনুচ্ছেদ) অমনিভাবে ক্বিরাআতের শুরুতে ও শেষে 'সাক্তা' করা অর্থাৎ সাম্যান্য বিরতি দেওয়া সুন্নাত (আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নায়লুল আওত্বার ৩/৯৫ পৃঃ)। ১ম রাক'আতের ক্বিরাআত কিছুটা দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয় (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮; 'ছালাতে ক্বিরাত' অনুচ্ছে, নায়ল ৩/৭৬)।

অমনিভাবে কুরআনের শুরুর দিক থেকে শেষের দিকে ক্বিরাআত করা ভাল। তবে আগপিছ হ'লে দোষ নেই। এমনকি একই সূরা দুই রাক'আতে পড়া চলে, (বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি; নায়ল ৩/৮০-৮২ পৃঃ 'প্রতি রাক'আতে দু'টি সূরা পড়া ও তারতীব' অনুচ্ছেদ)।

এইভাবে জেহরী ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর ইমাম হ'লে যে কোন সূরা পাঠ করবে। আর মুক্তাদী হ'লে কিছুই না পড়ে কেবল ইমামের ক্বিরাআত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তবে যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম মুক্তাদী সকলে সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং ৩য় ও ৪র্থ রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে। যেমন আবু-ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيْ الظُّهْرِ فِيْ الْأُوْلَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ... وَهَكَذَا فِى الْعَصْرِ (متفق عليه)

অর্থঃ 'রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) যোহরের প্রথম দু'রাকা'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তেন। কখনো কখনো আমরা আয়াত শুনতে পেতাম। তিনি প্রথম রাক'আতে এতটুক দীর্ঘ করতেন, যা দ্বিতীয় রাক'আতে করতেন না। অনুরূপ করতেন আছরে ও ফজরে' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ' নায়ল ৩/৭৬, ৪/২৪ পৃঃ)। শেষের দু'রাক'আতেও কোন কোন ছাহাবী সূরা মিলাতেন বলে জানা যায় (মুওয়াত্ত্বা, মির'আত ১/৬০০)।

৬. সশব্দে আমিন বলাঃ (آمِيْنٌ بِالْجَهْرِ) অতঃপর জেহরী ছালাতে ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে ইমাম-মুক্তাদী সকলে সরবে 'আমীন' বলবে। ইমামের আগে নয় বরং ইমামের 'আমীন' বলার সাথে সাথে মুক্তাদীর 'আমীন' বলা ভাল। তাতে ইমামের পিছে পিছে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা সম্ভব হয় এবং ইমাম, মুক্তাদী ও ফেরেশতাদের 'আমীন' সম্মিলিতভাবে হয়। যেমন এরশাদ হয়েছে,-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا... وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ فَإِنَّ الْمَلآئِكَةَ تَقُوْلُ آمِيْنَ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُوْلُ آمِيْنَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (رواه الجماعة وأحمد– وفي رواية عنه قال: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِيْنَ،

وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِيْ السَّمَآءِ آمِيْنَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالْمُوَطَّا)- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ فَقَالَ آمِيْنَ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ. (رواه أبوداؤد والترمذي وابن ماجة)

কুতুবে সিত্তাহ সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছ গুলির সারকথা হ'ল এই যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, যখন ইমাম 'আমীন' বলেন কিংবা 'অলায্ যা-ল্লীন' পাঠ শেষ করেন, তখন তোমরা সকলে 'আমীন' বল। কেননা যার 'আমীন' আসমানে ফেরেশতাদের 'আমীন'-এর সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করা হবে' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৫ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)।

অয়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে 'গায়রিল মাগযূবে...' বলার পরে তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতে শুনলাম' আবু-হুরায়রা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে (দারাকুৎনী হা/১২৫৩-৫৫, ৫৭,৫৯; আবু-দাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৮৪৫)।

'আমীন' অর্থঃ اَللَّهُمَّ اسْتَجِبْ 'হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর'। আলিফ-এর উপরে 'মাদ্দ' বা 'খাড়া যবর' দু'টিই পড়া জায়েয আছে। (মানযারী, আত-তারগীব হা/৫১১, হাশিয়া-আলবানী পৃঃ ১/২৭৮)। ইমাম যুহরী বলেন, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) নিজে সশব্দে 'আমীন' বলতেন। আত্বা বলেন, আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) সরবে 'আমীন' বলতেন। তাঁর সাথে মুক্তাদীদের 'আমীন' -এর আওয়াযে মসজিদ গুঞ্জরিত হ'য়ে উঠত' (বুখারী

তা'লীক্ব, ১/১০৭ পৃঃ, ফৎহুল বারী হা/৭৮০-৮১, মুসলিম হা/ ৪১০-১/৩০৭পৃঃ, মুওয়াত্ত্বা 'ছালাত' অধ্যায় হা/৪৪- ১/৫২পৃঃ) এক্ষণে যদি কোন ইমাম 'আমীন' না বলেন, কিংবা নীরবে বলেন, তবুও মুক্তাদী সরবে 'আমীন' বলবেন (ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৫৭৫, অনুচ্ছেদ সংখ্যা ১৩৯)।

অনুরূপভাবে যদি কেউ 'আমীন' বলার সময় জামা'আতে যোগদান করেন, তবে তিনি প্রথমে 'আমীন' বলে নিবেন ও পরে চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পড়বেন। ইমামের ঐ সময় পরবর্তী ক্বিরা'আত শুরু করা থেকে কিছু সময় বিরতি দেওয়া বা 'সাকতা' করা সুন্নাত।

* **'আমীন'** শুনে কারু গোস্বা হওয়া উচিৎ নয়। কেননা মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا بِلَفْظٍ: مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى قَوْلِ آمِيْنَ.

অর্থঃ ইহুদীরা তোমাদের সবচেয়ে বেশী হিংসা করে তোমাদের 'সালাম' ও 'আমীন'-এর কারণে' (আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬, ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৫৭৪, আত-তারগীব হা/ ৫১২, রওযাতুন নাদিয়াহ ১/২৭১, ত্বাবারানী, নায়লুল আওত্বার ৩/৭৪) উল্লেখ্য যে, 'আমীন' বলার পক্ষে ১৭টি হাদীছ এসেছে (রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/২৭১)। যার মধ্যে 'আমীন' আস্তে বলার পক্ষে শো'বা থেকে একটি রেওয়ায়াত আহমাদ ও দারাকুৎনীতে এসেছে خَفِضَ أَوْ أَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ বলে। যার অর্থ 'আমীন' বলার সময় রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর

আওয়ায নিম্নস্বরে হ'ত। একই রেওয়ায়াত সুফিয়ান ছওরী (রাঃ) থেকে এসেছে رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ বলে। যার অর্থ- তাঁর আওয়ায উচ্চৈঃস্বরে হ'ত'। হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতগণের নিকটে শো'বা থেকে বর্ণিত নিম্নস্বরে 'আমীন' বলার হাদীছটি (مُضْطَرِبْ) 'মুযত্বারাব' আর্থাৎ যার সনদ ও মতনে নাম ও শব্দগত ভুল থাকার কারণে 'যঈফ'। পক্ষান্তরে সুফিয়ান ছওরী (রাঃ) বর্ণিত সরবে আমীন বলার হাদীছটি এসব ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে 'ছাহীহ' (দারাকুৎনী হা/১২৫৬-এর ভাষ্য, রওযাতন নাদিইয়াহ ১/২৭২, নায়লুল আওত্বার ৩/৭৫)। অতএব বুখারী ও মুসলিম সহ বিভিন্ন ছহীহ হাদীছে বর্ণিত জেহরী ছালাতে সশব্দে 'আমীন' বলার বিশুদ্ধ সুন্নাতের উপরে আমল করাই নিরপেক্ষ মু'মিনের কর্তব্য। তাছাড়া ইমামের সশব্দে সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে 'ছিরাতুল মুস্তাক্বীম'-এর হেদায়াত প্রার্থনার সাথে মুক্তাদীদের নীরবে সমর্থন দান কিছুটা বিসদৃশ বৈ-কি!

৭. রুকূঃ ক্বিরাআত শেষে মহাপ্রভু আল্লাহ্র সম্মুখে সশ্রদ্ধচিত্তে মাথা ও পিঠ ঝুঁকিয়ে রুকুতে যেতে হবে। রুকুতে যাওয়ার সময় 'আল্লা-হু আকবার' বলে তাকবীরের সাথে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত সোজাভাবে উঠাবে। অতঃপর দুই হাতের আঙ্গুল খোলা রেখে দুই হাঁটুর উপরে ভর দিয়ে রুকু করবে। রুকুর সময় পিঠ ও মাথা সোজা ও সমান্তরাল থাকবে। হাঁটু ও কনুই সোজা থাকবে। অতঃপর নযর স্থির রেখে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা ও নিজের ক্ষমা প্রার্থনায় মনোনিবেশ করে দো'আ পড়তে থাকবে।

রুকু ও সিজদার জন্য হাদীছে অনেকগুলি দো'আ এসেছে তন্মধ্যে রুকুর জন্য سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (সুবহা-না রব্বিয়াল আযীম)

অর্থঃ 'মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান' এবং সিজদার জন্য سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা) অর্থঃ 'মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ' (আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৮১) সর্বাধিক প্রচলিত। এ দু'টি দো'আ কমপক্ষে তিনবার পড়বে। বেশীর কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই (আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন নবী পৃঃ ১১৩ 'রুকুর দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ, টীকা ২,৩)। ঊর্ধে দশবার পড়ার হাদীছ 'যঈফ' (তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ মিশকাত হা/৮৮০, ৮৮৩)। তবে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) জীবনের শেষদিকে এসে রুকু ও সিজদাতে অধিক সময় নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তেন-

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيُّ)

উচ্চারণঃ সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা অ-বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী। অর্থঃ "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন (তিরমিযী ব্যতীত কুতুবে সিত্তাহ্র সকল গ্রন্থে সংকলিত; নায়লুল আওত্বার ৩/১০৬)।

এতদ্ব্যতীত রুকুর অন্যান্য দো'আ সমূহ যেমন–

١ــ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ (أبوداؤود وغيره)

٢ــ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ (مسلم)

٣ــ سُبْحَانَ ذِيْ الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ (أبوداود والنسائي)

٤ـــ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّي وَعَظْمِيْ وَعَصْبِيْ. (مسلم وغيره. صفة صلاة النبي (ص) للألباني ١١٦-١١٩)

৮. ক্বওমাঃ রুকু থেকে উঠে সুস্থির হ'য়ে দাঁড়ানোকে 'ক্বওমা' বলে। 'ক্বওমা'র সময় দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে ও ইমাম-মুক্তাদী সকলে বলবে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

উচ্চারণঃ সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ। অর্থঃ 'আল্লাহ শোনেন তার কথা যে তাঁর প্রশংসা করে'। অতঃপর বলবে, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (রব্বানা অলাকাল হামদ) অথবা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ অর্থঃ 'হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আপনার জন্য যাবতীয় প্রশংসা' (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৮৭৪,৭৫,৭৬)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, যার কথা ফেরেশতাদের কথার সঙ্গে মিলে যাবে তার বিগতদিনের সকল গোনাহ মাফ করা হবে (বুখারী, মুসলিম, ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ ১১৮)। এই সময় অন্য দো'আও রয়েছে। যেমন–

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ. (রব্বানা অলাকাল হাদমু হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি) অর্থঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়' (আবুদাউদ, মালেক, আহমাদ, ফিকহ ১/১২২, মিশকাত হা/৮৭৭)। দো'আটির ফযীলত বর্ণনা করে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু

আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, 'আমি ৩০-এর অধিক ফেরেশতাকে দেখলাম যে, তারা প্রতিযোগিতা করছে কে এই দো'আ পাঠকারীর নেকী আগে লিখবে' (বুখারী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৮৭৭, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১২২)। এতদ্ব্যতীত ক্বওমায় নিম্নোক্ত দো'আ সমূহ পড়া যেতে পারে-

١ــ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ يُحِبُّ رَبَّنَا وَ يَرْضَى

(مالك والبخارى وابوداود)

٢ــ أَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُالسَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ (مسلم)—

প্রকাশ থাকে যে, ক্বওমার সময় সুস্থির হয়ে না দাঁড়ালে এবং দুই সিজদার মাঝখানে সুস্থির ভাবে না বসলে ছালাত শুদ্ধ হবে না (তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৮৭৮, নায়ল ৩/১১৩-১৪)।

হযরত আবু-মাসঊদ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

لاَ تُجْزِيْءُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِيْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ. (رواه أبوداود والترمذي وغيرهما)

অর্থঃ 'ঐ ব্যক্তির ছালাত যথেষ্ট হবে না, যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদাতে তার পিঠ সোজা রাখেনি' (আবুদাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত 'রুকু' অধ্যায় হা/৮৭৮; নায়ল ৩/১১৩-১৪)।

* **ক্বওমার সময়** অনেকে হাত কিছুক্ষণ খাড়াভাবে ধরে রাখেন, কেউ পুনরায় বুকে হাত বাঁধেন। **এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ সমূহ নিম্নরূপঃ**

বিখ্যাত ছাহাবী আবু-হুমায়েদ সা'এদী (রাঃ) যিনি ১০জন ছাহাবীর সম্মুখে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর ছালাতের নমুনা প্রদর্শন করে সত্যায়ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেখানে বলা হয়েছে,

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ. (رواه البخاري)

অর্থঃ 'তিনি রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন এমনভাবে যে, মেরুদন্ডের জোড় সমূহ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে' (বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২)। ছালাতে ভুলকারী (مُسِيْئُ الصَّلاَةِ) জনৈক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কর্তৃক হাতে-কলামে ছালাত শিখানোর প্রসিদ্ধ হাদীছে এসেছে,

حَتّٰى تَرْجِعَ العِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا অর্থঃ 'যতক্ষণ না অস্থি সমূহ স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসে' (তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮০৪)।

অয়েল বিন হুজর ও সাহল বিন সা'আদ (রাঃ) বর্ণিত ছালাতে বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখার 'আম' হাদীছের (মিশকাত হা/৭৯৭,৭৯৮)। উপরে ভিত্তি করে রুকুর আগে ও পরে ক্বিয়াম ও সর্বাবস্থায় বুকে হাত বাঁধার কথা বলা হয়েছে (দারুল ইফতা-মাজমূ'আ রাসা-ইল ফিছ-ছালাতঃ ১৩৪-৩৯, বদীউদ্দীন শাহ সিন্ধী-'যিয়াদাতুল খুশূ' পৃঃ ১-৩৮)। কিন্তু বর্তমান হাদীছগুলি রুকু পরবর্তী 'ক্বওমা'র অবস্থা সম্পর্কে 'খাছ' ভাবে বর্ণিত হয়েছে তাছাড়া বুকে হাত বাঁধার বিষয়টি হাতের স্বাভাবিক অবস্থার পরিপন্থী। এক্ষণে শিরদাঁড়া সহ দেহের অন্যান্য অস্থি সমূহকে স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসতে গেলে ক্বওমার সময় হাতকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াটাই ছহীহ হাদীছ সমূহের যথাযথ অনুসরণ বলে অনুমিত হয়। (বিস্তারিত দেখুন আলবানী- 'ছিফাতু ছালা-তিন নবী' পৃঃ ১২০ টীকা,

'ক্বওমা দীর্ঘ করা' অনুচ্ছেদ; ঐ, মিশকাত হা/৮০৪ টীকা, 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; মুহিব্বুল্লাহ শাহ সিন্ধী, নায়লুল আমানী পৃঃ ১-৪২; মাসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর' ৯৮পৃঃ ৫০-৫১)।

৯. রাফ'উল য়াদায়েনঃ অর্থ- দু'হাত উঁচু করা। রুকু থেকে উঠে ক্বওমাতে দাঁড়িয়ে দু'হাত কেবলামুখী স্বাভাবিকভাবে উঁচু করে তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে মোট ৪বার 'রাফ'উল য়াদায়েন' করতে হয়।

১. তাকবীরে তাহরীমার সময়।

২. রুকুতে যাওয়ার সময়।

৩. রুকু হ'তে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময়।

৪. এবং ৩য় রাক'আতে দাঁড়িয়ে বুকে হাত বাঁধার সময়।

রুকুতে যাওয়া ও রুকু হ'তে ওঠার সময়ে 'রাফ'উল য়াদায়েন' করা সম্পর্কে চার খলীফা সহ প্রায় ২৫জন ছাহাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে। একটি হিসাব মতে 'রাফ'উল য়াদায়েন'-এর হাদীছের রাবী সংখ্যা 'আশারায়ে মুবাশশারাহ'

** আশারায়ে মুবাশ্শারাহ' অর্থাৎ স্ব স্ব জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন ছাহাবী । তাঁরা হলেনঃ

১. আবু বকর 'আবদুল্লাহ বিন উছমান' (মৃঃ ১৩ হিঃ বয়স ৬৩বৎসর)

২. উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (মৃঃ ২৩ হিঃ বয়স ৬০)

৩. উছমান বিন আফফান (মৃঃ ৩৫হিঃ বয়স ৮৩)

৪. আলী ইবনু-আবী ত্বালিব (মৃঃ ৪০ হিঃ বয়স ৬০)

৫. আবু-উবায়দাহ 'আমের বিন আবদুল্লাহ' ইবনুল জাররাহ (মৃঃ ১৮হিঃ বঃ ৫৮)

৬. আবদুর রহমান বিন আওফ (মৃঃ ৩২ হিঃ বয়স ৭৫)

৭. ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ (মৃঃ ৩৬হিঃ বয়স ৬২)

৮. যোবায়ের ইবনুল আওয়াম (মৃঃ ৩৬ হিঃ বয়স ৭৫)

৯. সাঈদ বিন যায়েদ বিন আমর (মৃঃ ৫১ হিঃ বয়স৭১)
১০. সা'আদ বিন আবী অকক্বাছ (মৃঃ ৫৫হিঃ বয়স ৮২) রাযিয়াল্লা-হু আনহুম)। সহ অনূন্য ৫০জন ছাহাবী (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৭; ফাৎহুল বারী ২/২৫৮)। এবং সর্বমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা অনূন্য ৪০০ শত। (মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী, সিফরুস সা'আদাত- (ফার্সী থেকে উর্দূ) পৃঃ ১৫)। ইমাম সুয়ূত্বী 'রাফ'উল য়াদায়েন' -এর হাদীছকে 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন (তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১০০,১০৬)। ইমাম বুখারী বলেন,

لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ تَرْكَهُ وَقَالَ: لاَأَسَا نِيْدَ أَصَحُّ مِنْ أَسَانِيْدِ الرَّفْعِ

অর্থাৎ কোন ছাহাবী রাফ'উল য়াদায়েন তরক করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি। তিনি আরও বলেন, 'রাফউল য়াদায়েন'-এর হাদীছ সমূহের সনদের চেয়ে বিশুদ্ধতম সনদ আর নেই' (ফাৎহুল বারী ২/২৫৭)। রাফ'উল য়াদায়েন সম্পর্কে প্রসিদ্ধতম হাদীছ সমূহের কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ...

(متفق عليه) وفي رواية عنه: وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. (رواه البخاري)

অর্থঃ "নিশ্চয় রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ছালাতের শুরুতে, রুকুতে যাওয়াকালীন ও রুকু হ'তে ওঠাকালীন সময়ে... এবং তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর সময়ে 'রাফ'উল য়াদায়েন' করতেন..."। (মুত্তাফাক আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৪)। হাদীছটি বায়হাক্বীতে বর্ধিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

فَمَازَالَتْ تِّلْكَ صَلاَتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ تَعَالَى.

অর্থঃ "এইভাবেই রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর ছালাত জারি ছিল, যতদিন না তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হন'। অর্থাৎ আমৃত্যু তিনি রাফউল য়াদায়েন সহ ছালাত আদায় করেছেন। ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইব্‌নুল মাদীনী বলেন, এই হাদীছ আমার নিকটে সমস্ত উম্মতের উপরে 'হুজ্জাত' বা দলীল স্বরূপ (حُجَّةٌ عَلَى الْخَلْقِ)। যে ব্যক্তি এটা শুনবে, তার উপরেই এটা আমল করা কর্তব্য হবে। হাসান বছরী ও হামীদ বিন হেলাল বলেন, 'সকল ছাহাবী উক্ত তিন স্থানে রাফউল য়াদায়েন করতেন' (নায়লুল আওত্বার ৩/১২-১৩; ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৮)।

২. মালিক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ :سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ (رواه مسلم)

অর্থঃ "নিশ্চয় রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) যখন ছালাতের জন্য 'তাকবীরে তাহরীমা' দিতেন তখন হাত দু'টি স্বীয় দুই কান পর্যন্ত উঠাতেন। একইভাবে তিনি রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু হ'তে উঠার সময় অনুরূপ করতেন এবং 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলতেন (মুসলিম হা/৩৯১, ১/২৯৩ পৃঃ)।

উল্লেখ্য যে, শত শত ছহীহ্ হাদীছের বিপরীতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী সময়ে 'রাফ'উল য়াদায়েন' না করার পক্ষে প্রধানতঃ যে চারটি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে, তার সবগুলিই 'যঈফ'। তন্মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত

হাদীছটি সবাধিক প্রসিদ্ধ যেমন আলক্বামা বলেন যে, একদা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) আমাদেকে বলেন,

أَلاَ أُصَلِّيْ بِكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيْرَةِ الْإِفْتِتَاحِ.

অর্থঃ 'আমি কি তোমাদের নিকটে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর ছালাত আদায় করব? এই বলে তিনি ছালাত আদায় করেন। কিন্তু তাকবীরে তাহরীমার সময় একবার ব্যতীত অন্য সময় আর রাফউল য়াদায়েন করলেন না' (তিরমিযী, আবু-দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮০৯)।

উক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন,

هَذَا أَحْسَنُ خَبَرٍ رَوَي أَهْلُ الْكُوْفَةِ فِيْ نَفْيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِيْ الصَّلاَةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ وَهُوَ فِيْ الْحَقِيْقَةِ أَضْعَفُ شَيْءٍ يُعَوْلُ عَلَيْهِ لأَنَّ فِيْهِ عِلَلاً تَبْطِلُهُ.

অর্থঃ 'রাফউল য়াদায়েন' না করার পক্ষে কুফাবাসীদের এটিই সবচেয়ে বড় দলীল হ'লেও এটিই সবচেয়ে দুর্বলতম দলীল। কেননা এর মধ্যে এমন সব বিষয়ে রয়েছে, যা একে বাতিল গণ্য করে' (নায়লুল আওত্বার ৩/১৪; ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৮)।

শায়খ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীছটিকে ছহীহ মেনে নিলেও তা 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর পক্ষে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীত পেশ করা যাবে না।

لأَنَّهُ نَافٍ وَتِلْكَ مُثْبِتَةٌ وَمِنَ الْمُقَرَّرِ فِيْ عِلْمِ الأُصُوْلِ أَنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِيْ.

অর্থঃ 'কেননা এটি না-বোধক এবং ঐগুলি হাঁ-বোধক। ইলমে হাদীছ-এর মূলনীতি অনুযায়ী হাঁ-বোধক হাদীছ না-বোধক হাদীছের উপরে অগ্রাধিকার যোগ্য' (হাশিয়া মিশকাত (আলবানী) ১/২৫৪ পৃঃ)। শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَالَّذِيْ يَرْفَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ لاَيَرْفَعُ فَإِنَّ أَحَادِيْثَ الرَّفْعِ أَكْثَرُ وَ أَثْبَتُ.

অর্থাৎ 'যে মুছল্লী রাফ'উল য়াদায়েন করে, ঐ মুছল্লী আমার নিকটে অধিক প্রিয় ঐ মুছল্লীর চাইতে, যে রাফ'উল য়াদায়েন করে না। কেননা রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর হাদীছ সংখ্যায় বেশী ও অধিকতর মযবুত' (হুজ্জাতুল্লা-হিল বা-লিগাহ ২/১০)।

ফাযায়েলঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাফ'উল ইয়াদায়েন হ'ল ছালাতের সৌন্দর্য (رَفْعُ الْيَدَيْنِ مِنْ زِيْنَةِ الصَّلاَةِ)।' রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু হ'তে ওঠার সময় কেউ রাফ'উল ইয়াদায়েন না করলে তিনি তাকে ছোট পাথর ছুঁড়ে মারতেন (নায়লুল আওত্বার ৩/১২, ফাৎহ ২/২৫৭)। উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক রাফ'উল ইয়াদায়েন-এ ১০টি করে নেকী আছে। (নায়লুল আওত্বার ৩/১২)। যদি কেউ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর সুন্নাতের মহব্বতে একটি নেকীর কাজ করেন, আল্লাহ্ বলেনঃ আমি তার নেকী ১০থেকে ৭০০ গুণে বর্ধিত করি (বুখারী, মুসলিম ছহীহ তারগীব হা/১৬)। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, 'রাফউল য়াদায়েন' হ'ল فِعْلٌ تَعْظِيْمِيٌّ বা সম্মান সূচক কর্ম, যা মুছল্লীকে আল্লাহ্র দিকে রুজু হওয়ার ব্যাপারে ও ছালাতে তন্ময় হওয়ার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দেয়' (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/১০)।

রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) সিজদায় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না' (ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৬৯৪)। ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, ইমাম আহমাদ-এর অধিকাংশ বর্ণনাও একথা প্রমান করে যে, তিনি সিজদাকালে রাফ'উল ইয়াদায়ন-এর সমর্থক ছিলেন না' (মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৩২০)। শায়খ আলবানী (রাহিঃ) সিজদায় রাফ'উল য়াদায়েন সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন (ছিফাত পৃঃ ১২১), তার অর্থ রুকুর ন্যায় রাফ'উল ইয়াদায়েন নয়। বরং সাধারণভাবে সিজদা থেকে হাত উঠানো বুঝানো হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

রুকু-সিজদার আদবঃ হযরত্ বারা'আ বিন আযেব (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর রুকু, সিজদা, দুই সিজদার মধ্যকার বৈঠক এবং রুকু পরবর্তী ক্বওমা-র স্থিতিকাল প্রায় সমান হ'ত (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৬৯ 'রুকূ' অনুচ্ছেদ)। আনাস (রাঃ) বলেন, এগুলি এত দীর্ঘ হ'ত যে, মুক্তাদীগণের কেউ কেউ ধারণা করত যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) হয়তোবা ছালাতের কথা ভুলে গেছেন' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ইরওয়া হা/৩০৭)।

১০. সিজদাঃ রুকূ হ'তে উঠে ক্বওমার দো'আ শেষে 'আল্লা-হু আকবার' বলে আল্লাহ্র নিকটে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে এবং 'রুকূ' অধ্যায় বর্ণিত সিজদার দো'আ সমূহ পাঠ করবে। নাক সহ কপাল, দু'হাত, দু'হাটু ও দু'পায়ের আংগুল সমূহের অগ্রভাগ সহ মোট ৭টি অঙ্গ মাটিতে লাগিয়ে সিজদা করবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮৭)। সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে মাটিতে দু'হাত রাখবে। কেননা এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

হাদীছটি 'ছহীহ' (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৯৯)। কিন্তু অয়েল বিন হুজর (রাঃ) বর্ণিত আগে হাঁটু রাখার হাদীছটি 'যঈফ' (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৯৮; হাশিয়া মিশকাত ১/২৮২পৃঃ, নায়ল ৩/১১৬, মির'আত ১/৬৫৫-৫৬; ইরওয়া হা/৩৫৭)। সিজদার সময় হাত দু'খানা কেবলামুখী করে ('কেননা দুই হাতও সিজদা করে যেমন মুখমণ্ডল সিজদা করে থাকে' (মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৯০৫)। মাথার দু'পাশে কাঁধ বা কান বরাবর (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১২৩; আবুদাঊদ, তিরমিযী, নায়ল ৩/১২১)। মাটিতে স্বাভাবিকভাবে রাখবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২,৮৮৮)। এবং কনুই ও বগল ফাঁকা রাখবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৯১)। হাঁটু বা মাটিতে ঠেস দিবে না (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮০১)। সিজদা এমন (লম্বা) হবে, যাতে বুকের নীচ দিয়ে বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মত ফাঁকা থাকে (মুসলিম, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৯০)। সহজ হিসাবে প্রত্যেক মুছল্লী নিজ হাঁটু হ'তে নিজ হাতের দেড় হাত দূরে সিজদা দিলে ঠিক হ'তে পারে। সিজদা হ'তে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে (বুখারী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৯২, ৮০১)।

অতঃপর দো'আ পাঠ শেষে তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে। অনেক মহিলা সিজদায় গিয়ে মাটিতে নিতম্ব রাখেন। এই মর্মে 'মারাসীলে আবুদাঊদে' বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই 'যঈফ'। (সুবুলুস সালাম শরহে বূলূগুল মারাম সিজদার অঙ্গ সমূহ' অধ্যায়, ১/৩৭০)। এর ফলে সিজদার সুন্নাতী তরীকা বিনষ্ট হয়। সিজদা হ'ল ছালাতের অন্যতম প্রধান 'রুকন'। সিজদা নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব এই বদভ্যাস এখুনি পরিত্যাজ্য।

সিজদা হ'ল দো'আ কবুলের সর্বোত্তম সময়। যেমন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَّبِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ (رواه مسلم) وفي رواية له عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَاجْتَهِدُوْا فِيْ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ.

অর্থঃ 'বান্দা স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটে পৌঁছে যায়, যখন সে সিজদায় রত হয়। অতএব তোমরা ঐ সময় বেশী বেশী প্রার্থনা কর"। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তোমরা প্রার্থনায় সাধ্যমত চেষ্টা কর। আশা করা যায়, তোমাদের দো'আ ক্ববূল করা হবে' (মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪, ৮৭৩; নায়ল ৩/১০৯, মির'আত ১/৬৩৫)।

রুকু ও সিজদায় কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ্ পাঠ করতে হবে' (আহমাদ, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি, ছিফাত পৃঃ ১১৩, ১২৭)। তিন হ'তে দশবার দো'আ পাঠের যে হাদীছ এসেছে, তা যঈফ (আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৮০, ৮৮৩)। দুই সিজদার মধ্যে সংক্ষিপ্ত বৈঠকে হাতের আঙ্গুলগুলি দুই হাঁটুর মাথার দিকে স্বাভাবিকভাবে কেবলামুখী ছড়ানো থাকবে (নাসাঈ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১২৬)। এই সময়ে নিম্নোক্ত দো'আ পড়বে-

দুই সিজদার মধ্যকার দো'আঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ. (رواه الترمذي وأبوداود، عن ابن عباس إلا أن أبا داؤد روى: وَعَافِنِيْ مَكَانَ وَاجْبُرْنِيْ)

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মাগফিরলী অরহামনী অজবুরনী অহ্দিনী অ আ-ফেনী অর্‌যুক্বনী'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন

করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রূযী দান করুন'। অতঃপর ২য় সিজদা করবে ও দু'আ পড়বে। ২য় ও ৪র্থ রাকা'আতে দাঁড়াবার প্রাক্কালে সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হ'য়ে বসা সুন্নাত । একে 'জালসায়ে ইস্তেরা-হাত' বা স্বস্তির বৈঠক বলে। যেমন- হাদীছে এসেছে,

عَنْ مَالِكِ ابْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ، فَإِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا. (رواه الجماعة إلاّمسلما)

অর্থাৎ 'ছালাতের মধ্যে যখন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বেজোড় রাকাতগুলিতে পৌঁছতেন, তখন দাঁড়াতেন না, যতক্ষণ না সুস্থির হ'য়ে বসতেন' (বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৬; নায়ল ৩/১৩৮)। একই রাবীর অন্য বর্ণনায় এসেছে,

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَـامَ.

অর্থঃ 'যখন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) দ্বিতীয় সিজদা হ'তে মাথা উঠাতেন, তখন বসতেন এবং মাটির উপরে (দু' হাতে) ভর দিতেন। অতঃপর দাঁড়াতেন' (বুখারী ফৎহসহ হা/৮২৪, 'ওঠার সময় কিভাবে মাটির উপরে ভর দেবে' অনুচ্ছেদ , 'আযান অধ্যায় ২/৩৫৩-৫৪)। 'হাতের উপরে ভর না দিয়ে তীরের মত সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন' বলে ত্বাবারাণীর কাবীরে বর্ণিত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল এবং উক্ত মর্মে বর্ণিত সকল হাদীছই 'যঈফ' (ছিফাত পৃঃ ১৩৭, সিলসিলা যাঈফা হা/৫৬২, ৯২৯, ৯৬৮; নায়ল ৩/১৩৮-১৩৮)।

ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ বলেন, যুবক হৌক বা বৃদ্ধ হৌক রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) থেকে এ সুন্নাত জারি আছে যে, তিনি প্রথমে মাটিতে দু'হাতে ভর দিতেন। অতঃপর

দাঁড়াতেন। দশজন ছাহাবী কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে সত্যায়ন প্রাপ্ত আবু-হুমায়েদ (রাঃ) প্রদর্শিত ছালাতের প্রসিদ্ধ হাদীছে এর স্পষ্ট দলীল রয়েছে (বুখারী, ছিফাত পৃঃ ১৩৬-৩৭ টীকা; তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ ইরওয়া হা/৩০৪, ৩৬২, ২/১৩, ৮২-৮৩)।

সিজদার ফযীলতঃ

১. ক্বিয়ামতের দিন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ঈমানদারদের চিনে নিবেন তাদের সিজদার স্থান ও ওযূর অঙ্গ সমূহের ঔজ্জ্বল্য দেখে' (আহমাদ, ছিফাত পৃঃ ১৩১)

২. আল্লাহ জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থেকে কিছু লোকের উপর অনুগ্রহ করবেন এবং ফেরেশতাদের বলবেন, যাও ঐসব লোকদের বের করে নিয়ে এসো, যারা আল্লাহ্র ইবাদত করেছে। অতঃপর ফেরেশতাগণ তাদের সিজদার চিহ্ন দেখে চিনে নিবেন ও বের করে আনবেন। বনু আদমের সর্বাঙ্গ আগুনে খেয়ে নিবে সিজদার চিহ্ন ব্যতীত। কেননা আল্লাহ পাক জাহান্নামের উপরে হারাম করেছেন সিজদার চিহ্ন খেয়ে ফেলতে' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছিফাত পৃঃ ১৩১)।

সিজদার অন্যান্য দো‘আ সমূহঃ

١ — اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ (مسلم)

٢ — سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ (مسلم)

٣ — اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ (مصنف ابن أبي شيبة والنسائى والحاكم)

٤ — اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوْذُبِكَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْكَ، لاَأُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (مسلم)

৫-اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّيْ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ (مسلم، صفة صلاة النبي ص ١٧٧-١٢٩)

১১. শেষ বৈঠকঃ ২য় রাক'আত শেষ করে বৈঠকে বসবে। যদি ১ম বৈঠক হয়, তবে কেবল 'আত্তাহিইয়া-তু পড়ে ৩য় রাক'আতের জন্য উঠে যাবে (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১২৯; আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯১৫)। আর যদি শেষ বৈঠক হয়, তবে 'আত্তাহিইয়া-তু' পড়ার পরে দরূদ, দো'আয়ে মাছূরাহ এবং সম্ভব হ'লে অন্য দো'আ পড়বে (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২৯; মির'আত ১/৭০৪)।

১ম বৈঠকে বাম পা পেতে তার উপরে বসবে ও শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে দিয়ে নিতম্বের উপরে বসবে ও ডান পা খাড়া রাখবে। এই সময় ডান পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ কেবলামুকী রাখার চেষ্টা করবে (বুখারী, আবুদাউদ, মিশকাত /৭৯২,৮০১; নায়ল ৩/১৪৩-৪৫ 'তাশাহহুদে বসার নিয়ম' অনুচ্ছেদ)। বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলো বাম হাঁটুর বরাবর কেবলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৭)। এবং ডান হাত ৫৩-এর ন্যায়, মুষ্টিবদ্ধ থাকবে ও সাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৬)। সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত ইশারা করতে থাকবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৭-৮; আবুদাউদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৯১১; ঐ, হা/৯১২-এর টীকা ৪ দ্রষ্টব্য)। ইশারার সময় আঙ্গুল সামান্য হেলিয়ে উঁচু রাখা যায় (নাসাঈ হা/১২৭৫)। একটানা নাড়াতে গেলে এমন

দ্রুত নাড়ানো উচিত নয়, যা পাশের মুছল্লীর দৃষ্টি কেড়ে নেয়' (মুত্তাফাক আলাইহি, মিশকাত হা/৭৫৭, মির'আত ১/৬৬৯)। 'আশহাদু' বলার সময় আঙ্গুল উঠাবে ও 'ইল্লাল্লা-হু বলার পর আঙ্গুল নামাবে' বলে যে কথা চালু আছে তার কোন ভিত্তি নেই (আলবানী, মিশকাত 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদের ১ম হাদীছের (হা/৯০৬)-এর টীকা-২, ঐ, ছিফাতু ছালা-তিন নবী ১৪০ পৃঃ)। মুছল্লীর নযর ইশারা বরাবর থাকবে। তার বাইরে যাবে না (আহমাদ, আবু-দাউদ, মিশকাত হা/৯১৭, ৯১১, আবু-দাউদ, মিশকাত হা/৯১২)। এই সময় নিম্নোক্ত দো'আসমূহ পড়বে-

ক. তাশাহহুদ (আত্তাহিইয়া-তু)ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. (متفق عليه)

উচ্চারণঃ 'আত্তাহিইয়া-তু লিল্লা-হি অছ-ছালাওয়া-তু অত-ত্বাইয়িবা-তু আস্‌সা-লামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিইয়ু অ-রাহমাতুল্লা-হি অ বারাকা-তুহ। আস্‌সালা-মু আলাইনা অ-আলা ইবা-দিল্লা-হিছ্‌ছা-লেহীন, আশহাদু আললা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অ-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ অ-রাসূলুহ'।

অর্থঃ 'সমস্ত সম্মান উপাসনা ও সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপরে শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত সমূহ নাযিল হউক। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের উপরে ও আল্লাহ্‌র নেককার বান্দাদের উপরে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ

(ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০৯)।

নবীকে সম্বোধনঃ

তাশাহহুদ সম্পর্কিত সকল ছহীহ মারফূ হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে সম্বোধন সূচক 'আইয়ুহান্নাবী' শব্দ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ কতিপয় ছাহাবী 'আইয়ুহান্নাবী'-এর পরিবর্তে 'আলান্নাবী' বলতে থাকেন। যেমন বুখারীর 'ইস্তীযা-ন' অধ্যায়ে এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। অথচ সকল ছাহাবী, তাবেঈন, মুহাদ্দেছীন, ফুক্বাহা পূর্বের ন্যায় 'আইয়ুহান্নাবী' পড়েছেন। এই মতবিরোধের কারণ হ'ল এই যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তাঁকে সম্বোধন করে 'আইয়ুহান্নাবী' বলা গেলেও তাঁর মৃত্যুর পরে তো আর তাঁকে ঐভাবে সম্বোধন করা যায় না। কেননা সরাসরি এরূপ গায়েবী সম্বোধন কেবল আল্লাহ্‌কেই করা যায়। মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে এভাবে সম্বোধন করলে তাঁকে আল্লাহ সাব্যস্ত করা হ'য়ে যায়। সেকারণে কিছু সংখ্যক ছাহাবী 'আলান্নাবী' অর্থাৎ নবীর উপরে বলতে থাকেন।

পক্ষান্তরে অন্য সকল ছাহাবী পূর্বের ন্যায় 'আইয়ুহান্নাবী' বলতে থাকেন। ত্বীবী বলেন, এটা এজন্য যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাঁদেরকে উক্ত শব্দেই তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। তার কোন অংশ তাঁর মৃত্যুর পরে পরিবর্তন করতে বলে যাননি। অতএব ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত শব্দ পরিবর্তনে

রাযী হননি। ছাহেবে মির‘আত বলেন, জীবিত-মৃত কিংবা উপস্থিতি-অনুপস্থিতির বিষয়টি ধর্তব্য নয়। কেননা স্বীয় জীবদ্দশায়ও তিনি বহু সময় ছাহাবীদের থেকে দূরে সফরে বা জিহাদের ময়দানে থাকতেন। তবুও তারা তাশাহহুদে নবীকে সম্বোধন করে ‘আইয়ুহান্নাবী’ বলতেন তারা তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে উক্ত সম্বোধনে কোন পরিবর্তন করতেন না তাছাড়া বিষয়টি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর জন্য খাছ বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। এটা স্রেফ তাশাহহুদের মধ্যেই পড়া যাবে, অন্য সময় নয়।

উল্লেখ্য যে, এই সম্বোধনের মধ্যে ক্বর পুজারীদের জন্য কোন দলীল নেই। তারা এই হাদীছের দ্বারা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে সর্বত্র হাযির-নাযির প্রমাণ করতে চায় ও তাঁকে মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য ‘অসিলা’ হিসাবে গ্রহণ করতে চায়। এটা পরিষ্কারভাবে ‘শিরকে আকবার’ বা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মোল্লা আলী ক্বারী, ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী প্রমুখ ইবনুল মালিক হ’তে এটাকে মে’রাজে আল্লাহ, রাসূল ও জিব্রীলের মধ্যে কথোপকথন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যা ছালাতের বৈঠকে মুছল্লীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ‘আইয়ুহান্নাবী’ আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে নবীকে সম্বোধন ও সালাম। অতঃপর নবীর পক্ষ হ’তে সালাম এবং সবশেষে জিব্রীলের পক্ষ হ’তে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান। ছাহেবে মির‘আত বলেন, এই বর্ণনাটির কোন সনদ আমি জানতে পারিনি। যদি পেতাম, তবে কতইনা সুন্দর হ’ত (মির‘আত ১/৬৬৪-৬৫)। এরপর নিম্নোক্ত দরূদ পাঠ করবে–

খ. দরূদঃ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা ছাল্লে আলা মুহাম্মাদিউ অ-আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্‌রা-হীমা অ-আলা আ-লে ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিউ অ-আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা বা-রক্‌তা আলা ইব্‌রা-হীমা অ-আলা আ-লে ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহিমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ,মিশকাত,হা/৯১৯)। অতঃপর নিম্নের দো'আ পাঠ করবে, যা দো'আয়ে মাছূরাহ' নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত জানা মত অন্যান্য দো'আ পড়বে।

গ. দো'আয়ে মাছুরাহঃ ('মাছুরাহ' অর্থ 'হাদীছে বর্ণিত'। এ হিসাবে হাদীছে বর্ণিত সকল দু'আই মাছুরাহ। কেবল মাত্র নিম্নে বর্ণিত দু'আটি নয়। তবে এ দু'আটিই এদেশে 'দু'আয়ে মাছুরাহ' হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।-লেখক।)

اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدَكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ. (متفق عليه)

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাছীরাও অলা য়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা, ফাগ্‌ফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা, অরহাম্‌নী ইন্নাকা আন্‌তাল গাফুরুর রাহীম'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপরে অসংখ্য যুলুম করেছি। ঐ সব গুনাহ মাফ করার কেউ নেই আপনি ব্যতীত। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হ'তে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার উপরে অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৪২)। এই সময় নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করার জন্য বিশেষভাবে তাকীদ এছেসে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিন্‌ আযা-বি জাহান্নামা অ-আঊযুবিকা মিন আযা-বিল ক্বাব্‌রে, অ-আঊযুবিকা মিন্‌ ফিৎনাতিল মাসীহিদ্‌ দাজ্জা-লি, অ-আঊযুবিকা মিন ফিৎনাতিল মাহ্‌য়া- অল মামা-তি'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় ভিক্ষা চাচ্ছি জাহান্নামের আযাব হ'তে, ক্ববরের আযাব হ'তে, দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে এবং জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিৎনা হ'তে' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৪১)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাশাহ্‌হুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে এছাড়াও বিভিন্ন দো'আ পড়তেন। (মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩, রিয়াযুছ ছা-লেহীন 'যিকর' অধ্যায় হা/১৪২৪)।

সালাম ও দো'আঃ দো'আয়ে মাছুরাহ ও অন্যান্য দো'আ শেষে ডাইনে ও বামে 'আসসালা-মু আলায়কুম অ-রাহমাতুল্লা-হ' বলবে (আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৫০)। প্রথম সালামের শেষ দিকে

'অ-বারাকা-তুহ' বৃদ্ধি করা যাবে (আবু-দাউদ, ইবনু-খুযাইমাহ, ছিফাত পৃঃ ১৬৮)। অতঃপর একবার সরবে 'আল্লা-হু আকবার' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৫৯; বুখারী ফৎহসহ হা/৮৪১-৮৪২)। এবং তিনবার 'আসতাগফিরুল্লা-হ' ও একবার 'আল্লা-হুম্মা আন্‌তাস সালা-মু অ-মিন্‌কাস সালা-মু, তাবা-রাকতা য়া-যাল জালা-লে অল ইকরা-ম' বলে (মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬১)। ডাইনে অথবা বামে কিংবা সরাসরি মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে বসবে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪৪-৪৬)। এই সময় রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কখনো পড়েছেন, 'আল্লা-হুম্মা ক্বিনী আযা-বাকা য়াওমা তাবআছু ইবা-দাকা' অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনার আযাব হ'তে আমাকে রক্ষা করুন। যে দিন আপনি আপনার সকল বান্দাকে উত্থিত করবেন' (মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪৭)।

জ্ঞাতব্যঃ দরূদ শরীফে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ও তাঁর পরিবারকে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর ফলে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ও তাঁর পরিবারের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মনে হ'লেও প্রকৃত অর্থে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেননা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) স্বয়ং ইবরাহীম (আঃ) এর পরিবারের একজন সদস্য এবং মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ও সর্বশেষ রাসূল। পিতা ইবরাহীমের সাথে সন্তান হিসাবে তাঁর তুলনা অমর্যাদাকর নয়। **দ্বিতীয়তঃ** ইবরাহীম (আঃ) এর বংশে হাযার হাযার নবী ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর পরিবারের মধ্যে কোন নবী না থাকা সত্ত্বেও তাঁদেরকে অগণিত নবী -রাসূল সমৃদ্ধ মহা সম্মানিত ইবরাহীমী বংশের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে

মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর পরিবারের মর্যাদা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করা হয়েছে (মিরআত ১/৬৭৬-৬৮০ পৃঃ)।

সুন্নাত ও নফলের বিবরণঃ ফরয ব্যতীত সকল ছালাতই নফল বা অতিরিক্ত। তবে যেসব নফল রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) নিয়মিত পড়তেন বা পড়তে তাকীদ করতেন, সে গুলিকে ফেকহী পরিভাষায় **'সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ'** বলা হয়। যেমন ফরয ছালাত সমূহের আগে-পিছের সুন্নাত সমূহ। এই সুন্নাতগুলি ক্বাযা হ'লে তা আদায় করতে হয়। ২য় প্রকার সুন্নাত হ'ল **'গায়ের মুওয়াক্কাদাহ'**, যা আদায় করা সুন্নাত, কিন্তু তাকীদ নেই। যেমন আছরের পূর্বে দুই বা চার রাক'আত সুন্নাত, মাগরিব ও এশার পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত। ফরয ও সুন্নাতের জন্য স্থান পরিবর্তন ও কিছুক্ষণ দেরী করে উভয় ছালাতের মাঝে পার্থক্য করা উচিত। সুন্নাত বা নফল ছালাত সমূহ মসজিদের চেয়ে বাড়ীতে পড়া উত্তম। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, 'বাড়ীতে নফল ছালাত অধিক উত্তম আমার এই মসজিদে ছালাত আদায়ের চাইতে ফরয ছালাত ব্যতীত' (আবুদাউদ)। অন্য হাদীছে বলা হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের বাড়ীতে কিছু ছালাত (অর্থাৎ সুন্নাত-নফল) আদায় কর এবং তোমাদের বাড়ীটাকে ক্ববরে পরিণত করো না' (আহমাদ, আবুদাউদ)।

ইমাম নববী বলেন, বাড়ীতে নফল ছালাত আদায়ে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্য এটা হ'তে পারে যে, সেটা 'রিয়া' মুক্ত হয়, বাড়ীতে বরকত হয়, আল্লাহ্‌র রহমত এবং ফেরেশতা মণ্ডলী নাযিল হয় ও শয়তান পালিয়ে যায়। সাধারণ নফল ছালাতের জন্য কোন রাক'আত নির্দিষ্ট নেই; যত খুশী পড়া যায়। শক্তি থাকা সত্ত্বেও

একই নফল ছালাত কিছু অংশ দাঁড়িয়ে ও কিছু অংশ বসে পড়া যায় (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৩৬-৩৭)

ফযীলতঃ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بُنِي لَهُ بَيْتٌ فِيْ الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ.

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি দিবারাতে ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করল, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে। যোহরের পূর্বে চার, পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই ও ফজরের পূর্বে দুই' (তিরমিযী, মুসলিম) বুখারীর বর্ণনায় ইবনে উমার (রাঃ)- এর বর্ণনায় রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) থেকে যোহরের পূর্বে দু'রাক'আত সহ সর্বমোট দশ রাক'আতের নিয়মিত আমলের কথা এসেছে (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৪০-৪১)।

সালাম ফিরানোর পরে নিম্নোক্ত দো'আসমূহ পাঠ করবেঃ

١–اَللهُ أَكْبَرُ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ ،أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ.

১. উচ্চারণঃ 'আল্লা-হু আকবার' (একবার) 'আস্তাগ্ফিরুল্লা-হ' আস্তাগ্ফিরুল্লা-হ' 'আস্তাগ্ফিরুল্লা-হ' (তিনবার)।

অর্থঃ 'আল্লাহ্ সবাচাইতে বড়। আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রর্থনা করছি' (মুত্তাফিক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৫৯, মুসলিম, ঐ হা/৯৬১)।

٢–اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْـإِكْرَامِ.

২. উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-ম অ-মিন্কাস্ সালা-ম, তাবা-রাক্তা য়া-যাল্ জালা-লি অল ইক্রা-ম।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি আসে। বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক'। 'এটুকু পড়েই ইমাম উঠে যেতে পারেন' (মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০)।

٣–لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৩. উচ্চারণঃ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অ-লাহুল হাম্‌দু অ-হুয়া আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লা-হুম্মা লা- মা-নেআ লেমা আ'ত্বায়তা অলা মু'ত্বিয়া লেমা মানা'তা অলা য়ানফাউ যাল জাদ্দে মিনকাল জাদ্দু'।

অর্থঃ 'নেই কোন সত্য উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। হে আল্লাহ! আপনি যা দিতে চান, তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন, তা দেয়ার কেউ নেই। আপনাকে ছাড়া কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ তার কোন উপকার করতে পারে না' (মুত্তাফিক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৬২)।

٤–اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

৪. উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা অ-শুক্‌রিকা অ-হুসনে ইবা-দাতিকা'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন' (আহমাদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৪৯)।

٥- اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

৫. **উচ্চারণঃ** 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিনাল জুবনে অ-আঊযুবিকা মিনাল বুখ্‌লে অ-আঊযুবিকা মিন আরযালিল উমরে অ-আঊযুবিকা মিন ফিৎনাতিদ দুন্‌য়া অ-আযা-বিল ক্বাবরে'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা হ'তে, কৃপণতা হ'তে, অতি বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া হ'তে। আমি আপনার আশ্রয় প্রর্থনা করছি দুনিয়ার ফিৎনা হ'তে ও ক্বরের আযাব হ'তে' (বুখারী, মিশকাত হা/৯৬৪)।

٦- سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

৬. **উচ্চারণঃ** সুবহা- নাল্লা-হে অ-বেহাম্‌দিহী আদাদা খাল্‌ক্বিহী অ-রিযা নাফ্‌সিহী অ-যিনাতা আর্‌শিহী অ-মিদা-দা কালেমা-তিহী।

অর্থঃ 'আমি আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও প্রশংসা জ্ঞাপন করছি তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সত্ত্বার সন্তুষ্টির সমতুল্য এবং তাঁর আরশের ওযন ও কালেমা সমূহের ব্যাপ্তি সমপরিমাণ'। (মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০১)।

٧- رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالإِسْلاَمِ دِيْناً وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا.

৭. **উচ্চারণঃ** 'রাযীতু বিল্লা-হে রাব্বাও অ-বিল ইসলা-মে দীনাও অ-বিমুহাম্মাদিন নাবিইয়া' (৩ বার)

অর্থঃ 'আমি সন্তুষ্ট হ'য়ে গেলাম আল্লাহ্‌র উপরে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের উপরে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদের উপরে নবী হিসাবে' (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৯৯)।

٨- اَللَّهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ .

৮. উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা আজিরনী মিনান্ না-রে' (৭বার)
অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে পানাহ দাও'! (আহমাদ, নাসাঈ; ইবনে হিব্বান, তানক্বীহ শরহে মিশকাত ২/৯২, সনদ (لا بأس به)।

٩– لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

৯. উচ্চারণঃ 'লা-হাওলা অলা- কুওঅতা ইল্লা- বিল্লা-হ'
অর্থঃ "নেই কোন ক্ষমতা এবং নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৩)।

١٠– سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ للهِ، اَللهُ أَكْبَرُ، لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

১০. উচ্চারণঃ 'সুবহা-নাল্লা-হ (৩৩ বার)। আলহাম্‌দুলিল্লা-হ (৩৩বার)। আল্লা-হু আক্‌বার (৩৩বার)। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু অলাহুল হাম্‌দু অহুঅ আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর (১বার)। অথবা আল্লা-হু আকবার' (৩৪বার)।
অর্থঃ 'পবিত্রতাময় আল্লাহ, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ সবচাইতে বড়। নেই কোন সত্যিকার উপাস্য এক আল্লাহ ব্যতীত; তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল বিষয়ের উপরে ক্ষমতাশালী' (মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৬, ৯৬৭)।

١١– سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَسُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

১১. উচ্চারণঃ সুব্হা-নাল্লা-হি অ-বিহাম্দিহী অ-সুব্হা-নাল্লা-হিল আযীম। অথবা সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে 'সুবহা-নাল্লা-হি অ-বেহাম্দিহী' পড়বে।

অর্থঃ 'পবিত্রতা ও প্রশংসাময় আল্লাহ এবং মহান আল্লাহ পবিত্রতাময়'। এই দো'আ পাঠের ফলে তার সকল গোনাহ ঝরে যাবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয় । এই দো'আ মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৬-৯৮)।

١٢– ﴿اَللهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لآ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِيْ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيْ الأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلاَ يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

১২. **আয়াতুল কুরসীঃ উচ্চারণঃ** আল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা হুঅল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম। লা-তা'খুযুহু সেনাতুও অলা- নাউম। লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়াতে অমা-ফিল আরযে। মান যাল্লাযী য়াশ্ফাঊ ইন্দাহূ ইল্লা বি-ইয্নিহী, য়া'লামু মা-বায়না আয়দীহিম অমা-খাল্ফাহুম, অলা- ইহয়ীতূনা বিশাইয়িম্ মিন ইল্মিহী ইল্লা বিমা-শা-আ অসে'আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়া-তে অল আরযা, অলা য়াঊদুহূ হিফ্যুহুমা, অহুঅল আলিইয়ুল আযীম (বাক্বারাহঃ ২৫৫)।

অর্থঃ 'আল্লাহ তিনি, যিনি ব্যতীত (সত্যিকার) কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। কোনরূপ তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আস্মান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে

সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়াত্ব করতে পারে না, কেবল যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর আরশ সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ সর্বাপেক্ষা মহান'।

রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থকে না মৃত্যু ব্যতীত' (নাসাঈ)। শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে' (নাসাঈ, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৯৭২, মুসলিম, বুখারী, মিশকাত হা/২১২২-২৩)।

١٣ــ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ أَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

১৩. উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মাক্‌ফিনী বেহালা-লেকা আন হারা-মেকা অ-আগ্‌নিনী বেফাযলেকা আম্মান সেওয়া-কা'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের হ'তে মুখাপেক্ষীহীন করুন! রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন' (তিরমিযী, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৪৪৯)।

١٤ــ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ أَتُوْبُ إِلَيْهِ.

১৪. উচ্চারণঃ 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লা-হাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা হুঅল হাইয়ুল ক্বাইয়ুমু অ-আতূবু ইলাইহে'।

অর্থঃ 'আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আমি তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'। এই দো'আ পড়লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলাতক আসামী হয়। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) দৈনিক ১০০বার তওবা করতেন (ছহীহ্ তিরমিযী, হা/২৮৩১; মিশকাত হা/২৩৫৩; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৩৪৩; মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫)।

১৫. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) প্রত্যেক ছালাতের শেষে সূরা 'ফালাক্ব' ও 'নাস' পড়ার নির্দেশ দিতেন (আহমাদ, আবু-দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৬৯)

মুনাজাতঃ (اَلْمُنَاجَاةُ)

'মুনাজাত' অর্থ 'পরস্পরে গোপনে কথা বলা' (আল-মুনজিদ প্রভৃতি)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ. 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতে রত থাকে, তখন সে তার প্রভুর সাথে 'মুনাজাত' করে অর্থাৎ গোপনে কথা বলে' (বুখারী ১/৭৬ পৃঃ; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭১০, আহমাদ, মিশকাত হা/৮৫৬)।

দুনিয়ার কাউকে যা বলা যায় না, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র সাথে বান্দা তাই-ই বলে। আল্লাহ স্বীয় বান্দার চোখের ভাষা বুঝেন ও হৃদয়ের কান্না শোনেন। আল্লাহ বলেন, أُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থঃ 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' (মু'মিনঃ ৬০)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন,

اَلـــدُّعَاءُ هُوَالْعِبَـــادَةُ অর্থঃ 'দো'আই হ'ল ইবাদত' (আহমাদ, আবুদাঊদ, প্রভৃতি, মিশকাত হা/২২৩০ 'দো'আ' অধ্যায়) ।

অতএব দো'আর পদ্ধতি সুন্নাত মোতাবেক হ'তে হবে। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্ল-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কোন পদ্ধতিতে দো'আ করেছেন, আমাদেরকে সেটা দেখতে হবে। তিনি যেভাবে প্রার্থনা করেছেন, আমাদেরকে ঠিক সেভাবেই প্রার্থনা করতে হবে। তাঁর রেখে যাওয়া পদ্ধতি ছেড়ে অন্য পদ্ধতিতে দো'আ করলে তা কবুল হওয়ার বদলে গোনাহ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী থাকবে।

রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ছালাতের মধ্যেই দো'আ করেছেন, বাইরে নয়। তাক্বীরে তাহ্রীমার পর থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সময়কাল হ'ল ছালাতের সময়কাল (আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১২)। ছালাতের নিরিবিলি সময়ে বান্দা স্বীয় প্রভুর সাথে 'মুনাজাত' করে। 'ছালাত' অর্থ দো'আ, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। ছানা হ'তে সালাম ফিরানোর পূর্বে দো'আয়ে মাছূরাহ পর্যন্ত ছালাতের সর্বত্র কেবল দো'আ আর দো'আ। অর্থ বুঝে পড়লে উক্ত দো'আ গুলির বাইরে বান্দার আর তেমন কিছুই চাওয়ার থাকে না। তবুও সালাম ফিরানোর পরে একাকী দো'আ করার প্রশস্ত সুযোগ রয়েছে তখন ইচ্ছামত যেকোন দো'আ করা যায়। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই দো'আ دُبُـــرُ الصَّـــلاَةِ ছালাত শেষের দো'আ নয়, বরং তাস্বীহ-তাহ্লীলের মাধ্যমে عِبَـــادَةٌ ثَانِيَـــةٌ দ্বিতীয় ইবাদত শেষের দো'আ হিসাবে গণ্য হবে। কেননা মুছল্লী যতক্ষণ ছালাতের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ সে তার প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলে বা মুনাজাত করে। কিন্তু যখনই

সালাম ফিরায়, তখনই সে সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়ে যায় (যা-দুল মা'আ-দ; বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ ২৯তম সংস্করন ১৯৯৬- ১/২৫০পৃঃ)।

দো'আর স্থান সমূহঃ

১. ছানা বা দো'আয়ে ইস্তেফতা-হ, যা 'আল্লা-হুম্মা বা-এদ বায়নী' দিয়ে শুরু হয়।

২. শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল সূরায়ে ফাতিহার মধ্যে 'আলহামদুলিল্লা-হ' ও 'ইহ্দিনাছ ছিরা-ত্বাল মুস্তাকীম'।

৩. রুকুতে 'সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা...'।

৪. সিজদাতে একই দো'আ বা অন্য দো'আ সমূহ।

৫. দুই সিজদার মাঝে বসে 'আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী ... ' বলে ৬টি বিষয়ে প্রর্থনা।

৬. শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পরে ও সালাম ফিরানের পূর্বে দো'আয়ে মাছুরাহ সহ বিভিন্ন দো'আ। এ ছাড়াও আরো দু'আ রয়েছে।

৭. ক্বওমাতে দাঁড়িয়ে দো'আয়ে কুনুতের মাধ্যমে দীর্ঘ দো'আ করার সুযোগ। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, সিজদার সময় বান্দা তার প্রভুর সর্বাধিক নিকটে পৌঁছে যায়। অতএব ঐ সময় তোমরা সাধ্যমত বেশী বেশী দো'আ কর (মুসলিম, মিশকাত, হা/৮৯৪; নায়ল ৩/১০৯)। অন্য হাদীছে এসেছে যে, তিনি শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বেশী বেশী দো'আ করতেন (মুসলিম, মিশকাত, হা/৮১৩)।

সালাম ফিরানোর পরে আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দার 'মুনাজাত' বা গোপন আলাপের সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। অতএব সালাম ফিরানোর আগেই যাবতীয় দো'আ শেষ করা উচিত, সালাম ফিরানোর পরে নয়। এক্ষণে যদি কেউ মুছল্লীদের নিকটে কোন ব্যাপারে

বিশেষভাবে দো'আ চান, তবে তিনি আগেই সেটা নিজে অথবা ইমামের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করবেন। যাতে মুছল্লীগণ স্ব স্ব দো'আর নিয়তের মধ্যে তাকেও শামিল করতে পারেন।

ফরয ছালাতের পরে সম্মিলিত দো'আঃ ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দো'আ পাঠ ও মুক্তাদীদের সশব্দে 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল নেই। এমনকি ফরয বা নফল ছালাত শেষে একাকী হাত উঠিয়ে দো'আ করা সম্পর্কেও কোন ছহীহ হাদীছ নেই (ওবায়দুল্লা-হ মুবারকপুরী- মাসিক 'মুহাদ্দিছ' (বেনারসঃ জুন- ৮২) পৃঃ ১৯-২৯)। অমনিভাবে দো'আ শেষে মুখে দু'হাত মোছা সম্পর্কে একটি বা দুটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে, যা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা চলেনা (মিশকাত হা/২২৪৩-৪৫, ২২৫৫ দো'আ' অধ্যায়; আলবানী বলেন, দো'আর পরে দু'হাত মুখে মোছা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই, মিশকাত, হাশিয়া ২/৬৯৬ পৃঃ ইরওয়া হা/৪৩২, ২/১৭৮)। মসজিদে নববীতে দৈনিক অসংখ্য ছাহাবী জমায়েত হ'তেন। যদি বর্তমান কালের প্রচলিত ফরয ছালাত শেষে সম্মিলিত দো'আর অস্তিত্ব সে যুগে থাকত, তাহ'লে অবশ্যই সেই মর্মে হাদীছ পাওয়া যেত। কিন্তু তা না পাওয়াটাই সে যুগে ওটার প্রচলন না থাকার বড় দলীল (মাসিক 'মুহাদ্দিছ' জুন' ৮২)। বলা আবশ্যক যে, আজও মক্কা-মদীনার দুই হারাম শরীফে উক্ত প্রথার কোন অস্তিত্ব নেই।

প্রচলিত সম্মিলিত দো'আর ক্ষতিকর দিক সমূহঃ

১. এটি সুন্নাত বিরোধী আমল। অতএব তা যত মিষ্ট ও সুন্দর মনে হোক না কেন সুরায়ে কাহ্ফ-এর ১০৩-৪নং আয়াতের মর্ম অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্থ আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

২. এর ফলে মুছুল্লী স্থায়ী ছালাতের চাইতে ছালাতের বাইরের বিষয় অর্থাৎ প্রচলিত 'মুনাজাত'-কেই বেশী গুরুত্ব দেয়। আর এজন্যেই বর্তমানে মানুষ ফরয ছালাতের চাইতে মুনাজাতকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে এবং 'আখেরী মুনাজাত' নামক বিদ'আতী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বেশী আগ্রহ বোধ করছে ও দলে দলে সেখানে ভিড় জমাচ্ছে।

৩. এর ফলে একজন মুছল্লী সারা জীবন ছালাত আদায় করেও কোন কিছুর অর্থ শিখেনা। বরং ছালাত শেষে ইমামের মুনাজাতের মুক্ষাপেক্ষী থাকে।

৪. ইমাম 'আরবী মুনাজাতে' কি বলেন সে কিছুই বুঝতে পারে না। ওদিকে নিজেও কিছু বলতে পারে না। এর পূর্বে ছালাতের মধ্যে সে যে দো'আ গুলো পড়েছে, অর্থ না জানার কারণে সেখানেও সে অন্ত র ঢেলে দিতে পারেনি। ফলে জীবনভর ঐ মুছুল্লীর অবস্থা থাকে 'না ঘর কা না ঘাট কা'।

৫. মুছুল্লীর মনের কথা ইমাম সাহেবের অজানা থাকার ফলে মুছুল্লীর কেবল 'আমীন' 'আমীন' বলাই সার হয়।

৬. ইমাম ছাহেবের দীর্ঘক্ষণ ধরে আরবী-উর্দু-বাংলায় করুন সুরের মুনাজাতের মাধ্যমে শ্রোতা ও মুছুল্লীদের মন জয় করা অন্যতম উদ্দেশ্য থাকতে পারে। ফলে 'রিয়া' ও 'শ্রুতি'-র কবীরা গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রিয়া-কে হাদীছে اَلشِّرْكُ الْأَصْغَرُ বা 'ছোট' শিরক' বলা হয়েছে (আহমাদ, মিশকাত, হা/৫৩৩৪)। যার ফলে ইমাম

ছাহেবের সমস্ত নেকী বরবাদ হয়ে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হ'তে পারে।

কুরআনী দো'আঃ

রুকু ও সিজদাতে কুরআন পড়া নিষেধ আছে (নায়ল ৩/১০৯; মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩)। তবে সিজদার অবস্থায় কুরআন বাদে যে কোন দো'আ পড়া যায়। বিশেষ করে শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পরে সালাম ফিরানোর পূর্বে কুরআনী দো'আ সহ সকল প্রকারের দো'আ করা যাবে। এমনকি জুতার ফিতা হারিয়ে গেলে তাও চাওয়ার হুকুম এসেছে (তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৫১; হাদীছ হাসান শেষ বৈঠকে)।

সিজদায়ে সহোঃ

ছালাতে ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব তরক হ'য়ে গেলে শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদ শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে 'সিজদায়ে সহো' দিতে হয়। রাক'আতের গণনায় ভুল হ'লে বা সন্দেহ হ'লে বা কম বেশী হ'য়ে গেলে বা ১ম বৈঠকে না বসে দাঁড়িয়ে গেলে ইত্যাদি কারণে এবং মুক্তাদীগণের মাধ্যমে ভুল সংশোধিত হ'লে 'সিজদায়ে সহো' আবশ্যক হয়। ইমাম শাওকানী বলেন, ওয়াজিব তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' ওয়াজিব হবে এবং সুন্নাত তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' সুন্নাত হবে (আস-সায়লুল জারা'র ১/২৭৪)।

নিয়মঃ

১. যদি ইমাম ছালাতরত অবস্থায় নিজের ভুল সম্পর্কে নিশ্চিত হন কিংবা লোকমা দিয়ে মুক্তাদীগণ ভুল ধরিয়ে দেন, তবে তাশাহ্হুদ শেষে তাক্বীর দিয়ে পর পর দুটি 'সিজদায়ে সহো' দিবেন। অতঃপর সালাম ফিরাবেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৫; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৮ 'ছালাত' অধ্যায়, 'সহো' অনুচ্ছেদ)।

২. যদি রাক'আত বেশী পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেন, অতঃপর ভুল ধরা পড়ে। তখন (পূর্বের ন্যায়) তাক্বীর দিয়ে 'সিজদায়ে সহো' করে সালাম ফিরাবেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা১০১৬)।

৩. যদি রাক'আত কম করে সালাম ফিরিয়ে দেন। তখন তাক্বীর দিয়ে বাকী ছালাত আদায় করবেন ও সালাম ফিরাবেন। অতঃপর (তাক্বীর দিয়ে) দু'টি 'সিজদায়ে সহো' আদায় করে পুনরায় সালাম ফিরাবেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৭, মুসলিম, মিশকাত হা/১০২১)

৪. ছালাতে কম বেশী যাই-ই হোক সালামের আগে বা পরে দু'টি 'সিজদায়ে সহো' দিবেন (মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ৩/৪১১)। মোট কথা 'সিজদায়ে সহো' সালামের পূর্বে ও পরে দু'ভাবেই জায়েয আছে। তবে কেবল ডাইনে একটি সালাম দিয়ে 'সিজদায়ে সহো' করার প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই (মিরআতুল মাফাতীহ ২/৩২-৩৩ পৃঃ)। অমনিভাবে 'সিজদায়ে সহো'-ও পরে 'তাশাহ্হুদ' পড়ার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। উক্ত মর্মে ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ'তে যে হাদীছটি এসেছে, সেটি 'যঈফ' (তিরমিযী, আবুদাউদ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪০৩, ২/১২৮-২৯ পৃঃ)। তাছাড়া একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের ছহীহ হাদীছের বিরোধী। সেখানে তাশাহ্হুদের কথা নেই (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৭)।

ইমামের ভুল হ'লে পুরুষ মুক্তাদী 'সুবহা-নাল্লা-হ' বলে এবং মহিলা মুক্তাদী হাতে হাত মেরে 'লোকমা' দিবে। অর্থাৎ স্মরণ করিয়ে দিবে। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৮ 'ছালাত অবস্থায় নাজায়েয ও জায়েয আমল সমূহ' অনুচ্ছেদ)।

সিজদায়ে তেলাওয়াতঃ

পবিত্র কুরআনে এমন কতকগুলি আয়াত রয়েছে, যেগুলি তেলাওয়াত করলে বা শুনলে মুমিন পাঠক ও শ্রোতা সকলকে একটি সিজদা করতে হয়। এই সিজদা যেহেতু ছালাত নয়, সেকারণে এর জন্য ওযু বা ক্বিবলা শর্ত নয়। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর সাথে মুশরিকরাও সিজদা দিত। এক স্থানে দীর্ঘক্ষণ থাকলে এ সিজদা সঙ্গে সঙ্গে না করে কিছু পরেও করা যায়। স্থান পরিবর্তন হ'লে আর সিজদা করতে হয় না, ক্বাযাও আদায় করতে হয় না। জেহরী বা সের্রী ছালাতে তেলাওয়াত করলেও এ সিজদা দিতে হয়। একই আয়াত বারবার পড়লে তেলাওয়াত শেষে একবার সিজদা দিলেই যথেষ্ট হবে। গাড়ীতে চলা অবস্থায় সিজদার আয়াত শুনলে ইশারায় বা নিজের হাতের উপরে সিজদা করবে। এই সিজদা ফরয নয়। করলে নেকী আছে, না করলে গোনাহ নেই।

নিয়মঃ সিজদাকারী তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবেন। অতঃপর দো'আ পড়বেন এবং পুনরায় তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবেন। সিজদা মাত্র একটি হবে। এতে তাশাহ্হুদ নেই, সালামও নেই।

ফযীলতঃ সিজদার আয়াত শুনে বনী আদম সিজদায় চলে গেলে শয়তান কাঁদতে থাকে আর বলে যে, হায়! বনী আদমকে সিজদার আদেশ দিলে সে সিজদা করল ও জান্নাতী হ'ল। আর আমাকে সিজদার আদেশ দিলে আমি অবাধ্যতা করলাম ও জাহান্নামী হ'লাম (আহমাদ, মুসলিম, ইবনু মাজাহ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৬৪)।

একবার রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) সূরায়ে নাজম-এর সিজদার আয়াত পড়ে লোকজন সহ সিজদা করলে জনৈক কুরায়েশ নেতা একমুঠ মাটি কপালে ঠেকিয়ে বলে যে,

আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। রাবী ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি তাকে পরে কাফের অবস্থায় নিহত হ'তে দেখেছি (বুখারী, মুসলিম, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৬৫)।

সিজদায়ে তেলাওয়াতের দো'আঃ

অন্যান্য সিজদার ন্যায় 'সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা' বলা যাবে। তবে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) থেকে একটি খাছ দো'আ বর্ণিত আছে। যেমন-

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ.

উচ্চারণঃ 'সাজাদা অজ্‌হিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহূ অ-শাক্ক্বা সাম'আহূ অ-বাছারাহূ বেহাওলিহী অ-কুওঅতিহী; ফাতাবা-রাকাল্লা-হু আহসানুল খা-লেক্বীন'।

অর্থঃ 'আমার চেহারা সিজদা করছে সেই মহান সত্তার জন্য যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় ক্ষমতা ও শক্তি বলে এতে কর্ণ ও চক্ষু সন্নিবেশ করেছেন' (আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৬৭; নায়ল ৩/৩৯৮)। অতএব মহাপবিত্র আল্লাহ যিনি সুন্দরতম সৃষ্টিকর্তা। পবিত্র কুরআনে সিজদার আয়াত সমূহ ১৫টি (আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী, প্রভৃতি, নায়ল ৩/৩৮৬-৯১; ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৬৫)। **উহা নিম্নরূপঃ** (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৬৭)।

আ'রাফ ২০৬, রা'দ ১৫, নাহ্‌ল ৪৯, মারিয়াম ১০৭, ইস্‌রা ৫৮, হজ্জ ১৮,৭৭, ফুরক্বান ৬০, নমল ২৫, সাজদাহ ১৫, ছোয়াদ ২৪, হামীম সাজদাহ ৩৭, নাজম ৬২, ইনশিক্বাক্ব ২১, আলাক্ব ১৯।

সিজদায়ে শুক্রঃ

কোন খুশীর ব্যাপার ঘটলে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদায় পড়ে যেতেন (আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৯৪)। সিজদায়ে তেলাওয়াতের ন্যায় এখানে একটি সিজদা হবে এবং এই সিজদাতেও উযু বা ক্বিবলা শর্ত নয়। হাদীছে তাকবীর দেওয়ার স্পষ্ট বক্তব্য নেই। তবে সম্ভবতঃ অন্যান্য সিজদার উপরে ভিত্তি করে ছাহেবে 'বাহ্র' তাকবীর দেওয়ার কথা বলেছেন (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৬৮পৃঃ)।

মাসবূকের ছালাতঃ

কেউ ইমামের সাথে ছালাতের কিছু অংশ পেলে তাকে 'মাসবূক' বলে। মুছল্লী ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, সে অবস্থায় ছালাতে যোগদান করবে। ইমামের সাথে যে অংশটুকু পাবে, ওটুকুই তার ছালাতের প্রথম অংশ হিসাবে গণ্য হবে। রুকু অবস্থায় পেলে স্রেফ সূরায়ে ফাতিহা পড়ে রুকুতে শরীক হবে। ছানা পড়তে হবে না। সূরায়ে ফাতিহা পড়তে না পারলে রাকা'আত গণনা করা হবে না। অতএব রুকু, সিজদা, বৈঠক যে অবস্থায় ইমামকে পাওয়া যাবে, সেই অবস্থায় জামা'আতে যোগদান করবে। তাতে সে জামা'আতের নেকী পেয়ে যাবে। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا (متفق عليه)

অর্থঃ "ছালাতের যে অংশ টুকু তোমরা পাও সেটুকু আদায় কর এবং যে টুকু তোমাদের বাদ পড়ে যায় সেটুকু পূর্ণ কর (মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৬৮৬; নায়ল ৪/৪৪-৪৬)।

ছালাতের বিবিধ জ্ঞাতব্য (مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ لِلصَّلاَةِ)

১. পরিবহনে ছালাতঃ ভীতিকর অবস্থায় কিংবা পরিবহনে ক্বিবলামুখী না হ'লেও চলবে (বাক্বারাহঃ ২৩৮, বুঃ মাঃ)। অবশ্য পরিবহনে ক্বিবলামুখী হ'য়ে ছালাত শুরু করা বাঞ্ছনীয় (আবুদাঊদ, ইবনু হিব্বান)। যখন পরিবহনে রুকূ-সিজদা করা অসুবিধা মনে হবে, তখন কেবল তাকবীর দিয়ে ও মাথা দ্বারা ইশারায় ছালাত আদায় করবে। সিজদার সময় মাথা রুকূর চেয়ে কিছু বেশী নীচু করবে (বায়হাক্বী, আহমাদ, তিরমিযী)। যখন ক্বিবলা ঠিক করা অসম্ভব বিবেচিত হবে, কিংবা সন্দেহে পতিত হবে, তখন নিশ্চিত ধারণার ভিত্তিতে ক্বিবলার নিয়তে একদিকে ফিরে সামনে সুৎরা রেখে ছালাত আদায় করবে, (দারাকুৎনী, হাকেম, বায়হাক্বী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/২৯৬)। নৌকায় দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে, যদি না ডুবে যাওয়ার আশংকা থাকে (বাযযার, দারাকুৎনী, হাকেম)। এ সময় দাঁড়ানোর জন্য কিছুতে ঠেস দেওয়া যাবে (আবুদাঊদ, হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৯, ইরওয়া হা/৩৮৩)।

২. রোগীর ছালাতঃ পীড়িতাবস্থায় দাঁড়াতে অক্ষম হ'লে কিংবা রোগবৃদ্ধির আশংকা থাকলে বসে, শুয়ে বা কাত হয়ে ছালাত আদায় করবে (বুখারী, আবুদাঊদ, আহমাদ)। সিজদার জন্য সামনে বালিশ বা উঁচু অন্য কিছু নেওয়া যাবে না। যদি মাটিতে সিজদা করা অসম্ভব হয়, তাহ'লে ইশারায় ছালাত আদায় করবে। সিজদার সময় রুকুর চেয়ে মাথা কিছুটা বেশী ঝুঁকাবে (তাবারাণী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৩২৩)।

৩. সুৎরার বিবরণঃ মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়া নিষেধ। এজন্য ক্বিবলার দিকে লাঠি, দেওয়াল, মানুষ বা যেকোন বস্তু দ্বারা মুছল্লীর সম্মুখে সুৎরা বা আড়াল করতে হয় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৩, ৭৭৯, ৭৭৭ 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ)। ইমাম ও সুৎরার মধ্যে দিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তবে জামা'আত চলা অবস্থায় অনিবার্য কারণে মুক্তাদীদের কাতারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয আছে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৮০)। সিজদার স্থান থেকে সুৎরার মধ্যে একটি বকরী যাওয়ার মত ফাঁকা রাখা আবশ্যক (বুখারী ও মুসলিম, ছিফাত পৃঃ৬২)।

৪. মহিলাদের ছালাত ও ইমামতঃ

পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই (ফিকহুস সুন্নাহ১/১০৯)। তবে মসজিদে পুরুষের জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ও জুম'আ আদায় করা তাদের জন্য ফরয নয় (ফিকহুস সুন্নাহ১/১৭১)। অবশ্য মসজিদে যেতে তাদেরকে বাধা দেওয়াও যাবে না। মহিলাগণ বাড়ীতে গৃহকোণে নিভৃতে একাকী বা জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবেন। মহিলাগণ (নিম্নস্বরে) আযান ও ইকামত দিবেন এবং মহিলা জামা'আতের প্রথম কাতারের মধ্যস্থলে সমানতরালভাবে দাঁড়িয়ে ইমামতি করবেন। ফরয ও তারাবীহ্‌র জামা'আতে তাদের ইমামতি করার স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় (আবুদাঊদ, দারাকুৎনী প্রভৃতি, ইরওয়া হা/৪৯৩)। মা আয়েশা (রাঃ), উম্মে সালামাহ (রাঃ) প্রমুখ মহিলাদের ইমামতি করতেন (বায়হাক্বী ১/৪০৮; ফিকহু সন্নাহ ১/৯১, ১৭৭)। বদর যুদ্ধের সময় উম্মে অরাক্বাহ (রাঃ)-কে তার পরিবারের ইমামতি করার জন্য রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)

নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার জন্য একজন মুয়ায্যিন নির্ধারান করে দিয়েছিলেন (আবুদাঊদ, ছহীহ ইবনু খুযায়মা, নায়ল ৪৬৩)।

৫. অন্ধ, গোলাম ও বালকদের ইমামতঃ

১. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-কে দু'বার মদীনার ইমামতির দায়িত্ব দেন (আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১২১) অন্ধ ছাহাবী উৎবান বিন মালেক (রাঃ) তার কওমের ইমামতি করতেন (বুখারী, নাসাঈ)।

২. আবু-হুযায়ফা (রাঃ)-এর গোলাম সালেম ক্বোবা-র আছবাহ নামক স্থানে হিজরতের পূর্বে মুসলমানদের ইমামতি করতেন। হযরত ওমর ও আবু-সালমা (রাঃ) প্রমুখ তার মুক্তাদী হ'তেন (বুখারী, মিশকাত হা/১১২৭)। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গোলাম আবু-আমর মুক্ত হওয়ার পূর্বে লোকদের ইমামতি করতেন (মুসনাদে শাফেঈ)।

৩. সালামাহ বিন আকওয়া (রাঃ) ৬,৭ বা ৮ বছর বয়সে ইমামতি করছেন (আহমাদ, বুখারী প্রভৃতি; নায়ল ৪/৫৭, ৫৯, ৬৩; মিশকাত হা/১১২৬)।

৬. ফাসিক ও বিদ'আতীর ইমামতঃ

ফাসিক ও বিদ'আতীর পিছনে ছালাত আদায়করা মাকরূহ। তবে জায়েয আছে। এ বিষয়ে খলীফা ওছমান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন,

اَلصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ... وَإِذَا أَسَاؤُا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُ

অর্থঃ 'মানুষের শ্রেষ্ঠ আমল হ'ল ছালাত। ..তবে যখন সে অন্যায় করে, তখন তোমরা সে অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাক'। হাসান

বছরীকে জিজ্ঞাস করা হ'লে তিনি বলেন, صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ 'তুমি তার পিছনে ছালাত আদায় কর। বিদ'আতের গোনাহ বিদ'আতীর উপরে বর্তাবে' (বুখারী, ফৎহুলবারী সহ 'বিদ'আতী ও ফিৎনা গ্রস্থের ইমামতি' অধ্যায় ২/২২০)। আল্লাহ বলেন, وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ অর্থঃ "তোমরা রুকুকারীর পিছনে রুকু কর" (বাক্বারাহঃ ৪৩)।

৭. ইমামতের হকদারঃ বালক বা কিশোর হ'লেও ক্বিরা'আতে পারদর্শী ব্যক্তিই ইমামতির প্রথম হকদার। সেদিকে সমান হ'লে ইলমে হাদীছে অভিজ্ঞ ও সুন্নাতের পাবন্দ ব্যক্তি ইমামতি করবেন।... সেদিকে সমান হ'লে বয়সে যিনি বড় তিনিই ইমাম হবেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭; বুখারী, মিশকাত হা/১১২৬)।

৮. মুসাফিরের ইমামতঃ কেউ কোথাও গেলে সেই এলাকার লোকই ইমামতি করবেন (বুখারী, মিশকাত হা/১১২৭)। তবে তাদের অনুমতিক্রমে তিনি ইমামতি করতে পারবেন (আবুদাঊদ, মিশকাত/১১২১)।

৯. আয়াত সমূহের জওয়াবঃ

১. 'সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল আ'লা'-এর জওয়াবে **'সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা'** বলবে (আহমদ প্রভৃতি মিশকাত হা/৮৫৯, হাদীছ ছহীহ)।

২. সূরায়ে ক্বিয়ামাহ-এর শেষে **'সুবহা-নাকা ফা বালা'** বলবে (আবুদাঊদ, বায়হাক্বী ছহীহ)।

৩. 'ফাবে আইয়ে আ-লা-য়ে রাব্বিকুমা তুকায্যিবান'-এর জওয়াবে **'লা-বেশাইয়িম মিন নি'আমিকা রব্বানা মুকায্যিবু ফালাকাল হাম্‌দ'**। (তফসীরে ত্বাবারী, আলবানী, হাশিয়া, মিশকাত হা/৮৬১, ১/২৭৩পৃঃ, হাদীছ 'হাসানা')।

৪. সূরায়ে গাশিয়া-র শেষে **'আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসা-বাই য়াসীরা'** বলতে হবে (আহমাদ প্রভৃতি মিশকাত 'হিসাব ও মীযন' অধ্যায় হা/৫৫৬২, হাদীছ 'হাসান')।

৫. সূরা ত্বীন-এর শেষে **'বালা অ-আনা আলা যা-লিকা মিনাশ শা-হেদীন'** বলতে হবে। (তিরমিযী প্রভৃতি মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অধ্যায় হা/৮৬০- হাদীছটি যঈফ)।

৬. সূরা মুরসালাত-এর শেষে **'আমান্না বিল্লাহ'** বলতে হবে (তিরমিযী প্রভৃতি মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অধ্যায় হা/৮৬০- হাদীছটি যঈফ)।

প্রথম চারটি হাদীছ দ্বারা কেবল পাঠকারীর বা ইমামের ক্বিরা'আত ও জওয়াব প্রমাণিত হয়, মুক্তাদীর জন্য নয়। সেকারণে এ বিষয়ে বিদ্বানগণ মদভেদ করেছেন।

তিরমিযী-র ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, তেলাওয়াত কারীর জন্য এইসব আয়াতের উত্তর দেওয়া পসন্দনীয়। তবে শ্রোতা বা মুক্তাদীর উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে আমি কোন হাদীছ অবগত নই (তুহফাতুল আহওয়াযী ১/১৯৪)।

মিশকাত- এর ভাষ্যকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, শ্রোতা ও মুক্তাদীর জন্য উপরোক্ত আয়াত সমুহের জওয়াব দেওয়ার প্রমাণে স্পষ্ট কোন মরফূ হাদীছ আমি অবগত নই। তবে আয়াত গুলিতে প্রশ্ন রয়েছে। সে কারণে জওয়াবের মুখাপেক্ষী। কাজেই পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের জন্য উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয় (মির'আত ৩/১৭৫)।

মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ) ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য জওয়াব দান পসন্দনীয় বলেন (মুসলিম ১/২৬৪পৃঃ)।

শায়খ আলবাণী বলেন, উহা ছালাত ও ছালাতের বাইরে এবং ফরয

ও নফল ছালাত সব অবস্থাকে শামিল করে। তিনি 'মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা'র বরাতে একটি 'আছার' উদ্ধৃত করেন এই মর্মে যে, ছাহাবী আবু-মূসা আশ'আরী ও মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) ফরয ছালাতে উক্ত জওয়াব দিতেন (ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ ৮৬ হাশিয়া)।

অন্যান্য জ্ঞতব্যঃ

১. দু'জন মুছল্লী হ'লে ইমাম বামে ও মুক্তাদী ডাইনে দাঁড়াবে (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১১০৬)।

২. দু'জন বয়স্ক পুরুষ, একটি বালক ও একজন মহিলা মুছল্লী হ'লে একজন ইমাম হবেন। তাঁর পিছনে উক্ত পুরুষ ও বালকটি এবং সকলের পিছনে মহিলা একাকী দাঁড়াবেন। আর যদি দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা হন, তাহ'লে ইমামের ডাইনে পুরুষ মুক্তাদী দাঁড়াবেন এবং পিছনে মহিলা একাকী দাঁড়াবেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮,১১০৯)। একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হ'লেও সামনে ও পিছনে উক্ত নিয়মে দাঁড়াবেন।

৩. কাতার সোজা করতে হবে এবং কাঁধে কাঁধে ও কদমে কদমে মিলাতে হবে। এ মর্মে আনাস (রাঃ) বলেন,

وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكَبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمِهِ. অর্থঃ 'আমাদের মধ্য থেকে একজন একে অপরের কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দিতেন'। ছাহাবী নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) অনুরূপ বলেন। যার ভিত্তিতে ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন এভাবে-

بَابُ إِلْزَاقِ الْمَنْكَبِ بِالْمَنْكَبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِيْ الصَّفِّ.

'ছালাতের কাতারে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানোর অধ্যায়' এখানে পা মিলানো অর্থ পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দেওয়া। যাতে

কোনরূপ ফাঁক না থাকে এবং কাতারও সোজা হয়। বুখারীর অন্য বর্ণনায় পরিষ্কারভাবে এসেছে تَرَاصُّوْا وَسُدُّوْا الْخَلَلَ. 'ভালভাবে মিলাও ও ফাঁক বন্ধ কর (বুখারী, ফৎহুল বারী 'কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পায়ে মিলানো' অধ্যায়)

৪. ১ম কাতারে নেকী বেশী। কেননা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, 'যদি লেকেরা জানতো ১ম কাতারে কি পরিমান নেকী আছে, তাহ'লে তারা লটারী করত' (বুখারী হা/৭২১ ফৎহ সহ)। অবশ্য ১ম কাতারে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ থাকবেন, অন্য হাদীছে যার প্রমাণ এসেছে (মুসলিম,মিশকাত হা/১০৮৮)।

৫. কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়াবে না। কেননা অনুরূপভাবে ছালাত আদায় করার কারণে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে বলেন (আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ ১১০৫)। অতএব সামনের কাতার থেকে একজনকে টেনে এনে দু'জনে দাঁড়াতে হবে। তবে বাধ্যগত অবস্থায় জায়েয আছে ।

৬. জামা'আতে ছালাত দীর্ঘায়িত করা উচিত নয়। একাকী যত খুশী দীর্ঘ করা যাবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৩১)।

৭. ছালাত শেষে তাসবীহ সমূহ আংগুলে গণনা করা উচিত। কেননা আংগুল সমূহ ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে (আবুদাউদ, তিরমিযী হা/২৩১৬)।

৮. একাকী ছালাতের চেয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করায় ২৫ বা ২৭গুণ বেশী ছাওয়াব রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে- (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫২০।

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.(متفق عليه)

৯. যখন খাদ্য হাযির হবে, ওদিকে জামা'আতের এক্বামত হবে, তখন প্রথমে খাওয়া সেরে নিতে পারবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫৬)।

১০. যখন ছালাতের এক্বামত হ'বে, তখন ঐ ফরয ছালাত ব্যতীত আর কোন ছালাত নেই (মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)।

১১. মসজিদে মেয়েরা গেলে তাদের জন্য 'সুগন্ধি' মাখা নিষেধ হবে। (বায়হাক্বী ৩/১২৩; মুসলিম, মিশকাত হা/১০৬০)।

১২. যদি কেউ উযূ করে মসজিদে ছালাতের জন্য রওনা হয়, আল্লাহ তার প্রতি পদক্ষেপের জন্য একটি করে নেকী লিখেন, তার মর্যদার স্তর একটি করে উন্নীত হয় ও তার একটি করে গোনাহ ঝরে পড়ে (মুসলিম, মিশকাত হা/১০৭২)।

১৩. যে ব্যক্তি আযান হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (কোন যরূরী প্রয়োজন ছাড়াই) মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল, সে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর অবাধ্যতা করল (মুসলিম, মিশকাত হা/১০৭৫)।

১৪. ছালাত অবস্থায় কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো যাবে না'। আসমানের দিকে তাকানো যাবে না (মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮১,৯৮৩)।

১৫. সিজদার স্থান একবার ছাফ করা যাবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮০)।

১৬. হাই উঠলে 'হা' করে শব্দ করা যাবে না। তাতে শয়তান হাসে। অতএব সাধ্যমত চেপে রাখতে হবে (বুখারী, মিশকাত হা/৯৮৬)।

১৭. ছালাত রত অবস্থায় সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রাণী মারা যাবে (আহমদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১০০৪)।

১৮. হাঁচি এলে 'আলহাম্‌দুলিল্লা-হ' বলা যাবে (তিরমিযী, আবু-দাঊদ, মিশকাত হা/৯৯২)। তবে হাঁচির জওয়াব দেওয়া যাবে না (মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)। মুখে সালামের জওয়াব দেওয়া যাবেনা। তবে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা যাবে (তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯১; মুআত্ত্বা, মিশকাত হা/১০১৩)।

১৯ বাচ্চা কোলে নিয়েও ছালাত আদায় করা যাবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৪)।

২০. ক্ববরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করা এবং ক্ববরের উপরে বসা নিষেধ (মুসলিম, আবু-দাঊদ, ইবনু খুযায়মা- ছিফাতু-ছালা-তিন নবী পৃঃ ৬৫)

২১. মুছল্লীদের নিকট আওয়ায পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ইমামের তাকবীরের পিছে পিছে মুকাব্বির উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিতে পারে (আহমাদ, হাকেম, মুসলিম, নাসাঈ; ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ ৬৭)।

২২. মসজিদের মেম্বর তিনস্তর বিশিষ্ট হওয়া সুন্নাত। এর বেশী উমাইয়াদের সৃষ্টি বিদ'আত (আলবানী, হাশিয়া ছিফাতু ছালা-তিন নবী পৃঃ৬২)।

২৩. 'আল্লা-হু আকবার' বলে ছালাত শুরু করতে হবে (মুসলিম, ইবনু মাজাহ, ছিফাত ৬৬) 'নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া ...' বলে ছালাত শুরু করা বিদ'আত। যারা একে 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলেন, তাদের জবাবে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে সৃষ্টি সকল

বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। যেমন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেছেন যে, 'সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১,নাসাঈ হা/১৫৭৯)।

২৪. তাকবীর ব্যতীত যেমন ছালাতে প্রবেশ করা যায় না, তেমনি সালাম ব্যতীত ছালাত শেষ করা যায় না (আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইরওয়া হা/৩০১, মিশকাত হ/৩১২)।

২৫. বুকে হাত বাঁধা ব্যতীত অন্যভাবে ছালাত আদায় করা হয় ভিত্তিহীন, না হয় যঈফ (আলবানী, হাশিয়া ছিফাতু ছালা-তিন নবী পৃঃ৬৯)।

২৬. ছালাত অবস্থায় আসমানের দিকে বা ডানে-বাঁয়ে তাকানো নিষেধ। যতক্ষণ বান্দা এক দৃষ্টে ছালাতরত থাকে ও অন্যদিকে না তাকায়, ততক্ষণ আল্লাহ তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু যেমনি সে মুখ ফিরায়, তেমনি আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নেন (আবুদাঊদ, ছহীহ তারগীব হা/৫৫৫)।

২৭. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ছালাতের মধ্যে তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছেনঃ

(১) মোরগের মত ঠোকর দিয়ে দ্রুত ছালাত আদায় করা।

(২) কুকুরের মত চার হাত-পা একত্র করে বসা।

(৩) শৃগালের মত এদিক-ওদিক তাকানো (আহমাদ, ছহীহ তারগীব হা/৫৫৩)।

২৮. ছালাতের সময় নকশা করা পোষাক পরিধান করা উচিত নয়, যাতে নিজের বা অন্য মুছল্লীর দৃষ্টি কেড়ে নেয় (বুখারী, মুসলিম, ইরওয়া হা/৩৭৬)। মুছাল্লা বা জায়নামাযের ব্যাপারের একই কথা বলা যেতে পারে। ডান, বাম বা সম্মুখ থেকে ছবিযুক্ত সবকিছু

দৃষ্টির বাইরে সরিয়ে ফেলতে হবে (বুখারী, মুসলিম, ফৎহুল বারী ১০/৩২১)।

২৯. 'বাচ্চাদের মসজিদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখো' বলে যে হাদীছ প্রচলিত আছে, তা সর্বসম্মতভাবে যঈফ (ছিফাতু ছালা-তিন নবী হাশিয়া পৃঃ ৮৫)।

৩০. 'যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে, তার মুখ আগুন দ্বারা ভরে দেওয়া হবে' বলে যে হাদীছ প্রচলিত আছে, সেটা 'মওযূ' বা জাল (সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৯)। এবং মাটি দিয়ে ভরে দেওয়ার হাদীছ 'মওকূফ' ও যঈফ (ইরওয়া হা/৫০৩)।

৩১. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, সবচেয়ে বড় চোর হ'ল 'ছালাত চোর'। সে হ'ল ঐ ব্যক্তি যে ছালাতে রুকূ ও সিজদা পূর্ণ করে না' (মুছান্নাফ ইবনু আবীশায়বা, তাবারাণী, হাকেম, মিশকাত হা/৮৮৫ ছিফাত পৃঃ ১১২)।

৩২. ফরয ও নফলের মধ্যে কথা বলা বা বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে পার্থক্য করা উচিত (মুসলিম, আবুদাঊদ, নায়লুল আওত্বার ৪/১১০; ছহীহুল জামে'হা/৭৪৭৮)। অমনিভাবে ফরয ছালাত আদায়ের স্থান হ'তে কিছুটা সরে গিয়ে সুন্নাত-নফল ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব (আবুদাঊদ, ইবনুমাজাহ, মিশকাত হা/৯৫৩; ছহীহুল জামে'হা/৭৭২৭)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম বাগাভী বলেন, এর দ্বারা ইবাদতের স্থানের সংখ্যা বেশী হয় এবং সিজদার স্থান সমূহ আল্লাহ্র নিকটে সাক্ষী হয়। যেমন সূরায়ে যিলযালের ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'ক্বিয়ামতের দিন যমীন নিজেই (বান্দার আমল সম্পর্কে) খবর দিবে'। তাছাড়া সূরায়ে দুখানের ২৯আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, 'কোন মু'মিন যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন যমীনে তার

সিজদার স্থানগুলি তার জন্য ক্রন্দন করতে থাকে এবং তার আমলসমূহ আসমানে উঠানো হয়' (নায়ল ৪/১১০ 'ফরয ব্যতীত অন্যস্থানে নফল ছালাত আদায়'আনুচ্ছেদ)।

৩৩. চোখে দেখা বা কানে শোনার মাধ্যমে যদি ইমামের ইকতেদা করা সম্ভব হয়, তবে তাঁর ইকতেদা করা জায়েয। যদিও সেটা মসজিদের বাইরে হয় কিংবা উভয়ের মধ্যে কোন রাস্তা বা অনুরূপ কোন প্রতিবন্ধক থাকে (আব্দুর রহমান নাছের সা'দী, আল-মুখতারা-তুল জালিইয়াহ, (রিয়াযঃ দারুল ইফতা ২য় সংস্করণ ১৪০৫হিঃ) পৃঃ ৬৮)।

৩৪. ছালাতের মধ্যে আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় ক্বিরাআত ও তাসবীহ পাঠ করা যাবে না (মুসলিম, বূলূগুল মারাম হা/২১৭)।

৩৫. ক্বাযা ছালাতঃ উহা আদায়ের নিয়মে স্পষ্ট কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে ধারাবাহিক ভাবে আদায় করা বাঞ্ছনীয়। ঘুমিয়ে গেলে বা ভুলে গেলে ঘুম ভাঙলে অথবা স্মরণে আসার সাথে সাথে ক্বাযা ছালাত আদায় করতে হবে (ফিকহুস সুন্নাহ ১/২০৫)। 'উমরী ক্বাযা' আদায় সম্পূর্ণ একটি বিদ'আতি প্রথা' (মুসলিম, মিশকাত হা/২৮)। টাকনুর উপরে কাপড় সর্বদা থাকতে হবে। শুধু ছালাতের সময় নয় (বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)।

সকল বিধান বাতিল কর, অহির বিধান কায়েম কর
আসুন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি

যার মনোজগৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোয় আলোকিত নয়– সে শত শহস্র জ্ঞানপ্রদীপের মাঝে থেকেও অন্ধকারে একগুচ্ছ তমালের মাঝে নিমজ্জিত প্রায়। –প্রকাশক

বিভিন্ন ছালাতের পরিচয়

১. বিতর ও কুনূত

বিতর অর্থ বেজোড়। এশা, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি রাত্রির ছালাত শেষে বিতর পড়া সুন্নাত (নায়ল ৩/২৯১; মির'আত ২/২০৭; হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/১৭ পৃঃ)। বিতর মূলতঃ এক রাক'আত। কেননা এক রাক'আত যোগ না করলে কোন ছালাতই বেজোড় হয় না। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন-

اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ. (رواه مسلم عن ابن عمر)

অর্থঃ 'বিতর রাত্রির শেষে এক রাক'আত মাত্র' (মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৫)। আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَكَانَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এক রাক'আত দ্বারা বিতর করতেন' (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৮৫)। বিতর ১, ৩, ৫, ৭, ৯ রাক'আত পড়া যায় এবং তা প্রথম রাত্রি, মধ্য রাত্রি, ও শেষ রাত্রি সকল সময় পড়া জায়েয (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১২৬১)। যদি কেউ বিতর পড়তে ভুলে যায় অথবা বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে স্মরণ হ'লে কিংবা ঘুম হ'তে জেগে উঠার পরেই তা আদায় করবে (আবুদাঊদ, মিশকাত, নায়ল ৩/২৯৪-৩০২, মির'আত২/২০২)। এক হ'তে পাঁচ রাক'আত পর্যন্ত এক বৈঠকে ও সালাম সহ বিতর শেষ করবে (মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৩০৪; বায়হাক্বী ৩/৩১; মির'আত ২/২০১-২; মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫৪ ও ৫৬)। সাত ও নয় রাক'আত বিতরে ছয় ও আট রাক'আতে প্রথম বৈঠক করবে। অতঃপর সপ্তম

ও নবম রাক'আতে শেষ বৈঠক করে সালাম ফিরাবে (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫৭, বায়হাক্বী ৩/৩০, মির'আত ২/২০৩-৪)।
চার খলীফাসহ অধিকাংশ ছাহাবী, তাবেঈ ও মুজতাহিদ ইমাম এক রাক'আত বিতরে অভ্যস্ত ছিলেন (নায়ল ৩/২৯৬)।

কুনূতঃ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, শত্রুর আক্রমণ অথবা কারো বিশেষ কল্যাণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কারণে সময় বিশেষে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই রুকুর পরে দাঁড়িয়ে কুনূত পড়া সুন্নাত (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত ১২৮৮-৮৯)। এই কুনূতের জন্য কোন নির্দিষ্ট দো'আ নেই (মির'আত ২/২২০)। অবস্থা বিবেচনা করে ইমাম অরবীতে সরবে দো'আ পড়বেন ও মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলবেন (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯০; মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪৫৯)। বিতরের কুনূতের জন্য হাদীছে বিশেষ দো'আ বর্ণিত হয়েছে (তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৭৩)। বিতরের কুনূত সারা বছর পড়া চলে (প্রাগুক্ত, মিশকাত হা/১২৭৩-৭৬)। তবে মাঝে মধ্যে ছেড়ে দেওয়া ভাল। কেননা বিতরের জন্য কুনূত শর্ত নয় (আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯১-৯২; মির'আত ২/২২৩)। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে যেহেতু রুকূর আগে ও পরে উভয় প্রকার কুনূতের বর্ণনা এসেছে (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৯; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৯৪)। সেহেতু দু'টি পদ্ধতিই জায়েয আছে। আবু-হুরায়রা (রাঃ) হ'তে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ. (متفق عليه)

অর্থঃ 'নিশ্চয় রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) যখন

কারো বিরুদ্ধে বা কারো পক্ষে দো'আ করতেন, তখন রুকুর পরে কুনূত পড়তেন...' (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৮)।
একই মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯০)। ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

رُوَاةُ الْقُنُوْتِ بَعْدَ الرَّفْعِ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ وَعَلَيْهِ دَرَجَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ.

অর্থঃ 'রুকুর পরে কুনূতের রাবীগণ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর স্মৃতিসম্পন্ন এবং এর উপরেই খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেছেন' (তুহফা কায়রো; ১৯৮৭, ২/৫৬৬)। যেমন হযরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আনাস আবু-হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী থেকে বিতরের কুনূতে বুক বরাবর হাত উঠিয়ে দো'আ করা প্রমাণিত আছে (মির'আত ২/২১৯, তুহফা ২/৫৬৭; বায়হাক্বী ১/২১১)। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, বিতরের কুনূত রুকুর পরে হবে, না পূর্বে হবে এবং এই সময় দো'আ করার জন্য হাত উঠানো যাবে কি-না। তিনি বললেন, বিতরের কুনূত হ'বে রুকুর পরে এবং এই সময় হাত উঠিয়ে দো'আ করা যাবে (তুহাফা ২/৫৬৬; মাসয়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৭-২১)। ইমাম আবু-ইউসুফ (রহঃ) বলেন, বিতরের কুনূতের সময় দু'হাতের তালু আসমানের দিকে বুক বরাবর উঁচু থাকবে। ইমাম ত্বাহাবী ও ইমাম কারখীও এটাকে পসন্দ করেছেন (মির'আত)।

দো'আয়ে কুনূত

হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) বলেন যে, বিতরের কুনূতে বলার জন্য রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আমাকে নিম্নোক্ত দো'আ শিখিয়েছেন।

اَللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ.

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদায়তা, অ-আ-ফিনী ফীমান আ-ফায়তা, অ-তাঅল্লানী ফীমান তাঅল্লায়তা, অ-বা-রিক্লী ফীমা আ'ত্বায়তা, অ-ক্বিনী শার্‌রা মা- ক্বাযায়তা, ফাইন্নাকা তাক্বযী অলা-য়ুক্বযা 'আলাইকা, ইন্নাহূ লা-য়াযিল্লু মাও অলায়তা, অলা- য়াইয্যু মান্ আ-দায়তা, তাবা-রাক্তা রব্বানা- অ-তাআ-লায়তা, অ-নাস্ত াগ্ফিরুকা অ-নাতূবু ইলায়কা, অ-ছাল্লাল্লা-হু আলান্নাবী'। জামা'আতে ইমাম ছাহেব ক্রিয়াপদের শেষে একবচন ...নী-এর স্থলে বহুবচন ...না বলতে পারেন (শায়খ বিন বায, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৪/২৯৫)।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ, আমাকেও তাদের মধ্যে গণ্য করে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ, আমাকেও তাদের মধ্যে গণ্য করে মাফ করে দাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমারও অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা দান করেছ, তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়ছালা করে রেখেছ, তার অনিষ্ট হ'তে আমাকে বাঁচাও। কেননা তুমি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাক, তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ, সে কোনদিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে দুশমনী কর, সে কোনদিন সম্মানিত হ'তে পারেনা। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ। আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তওবা

করছি। আল্লাহ তাঁর নবীর উপরে রহমত নাযিল করুন' (সুনানু আরবা'আহ, দারেমী, মিশকাত হা/১২৭৩)।

ইমাম তিরমিযী (রাহিঃ) বলেন,

لاَ نَعْرِفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْقُنُوْتِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا.

অর্থঃ 'নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) থেকে কুনূতের জন্য এর চেয়ে কোন উত্তম দো'আ আমরা জানতে পারিনি' (তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৫৬৪; বায়হাক্বী ২/২১০-১১)।

শায়খ আলবনী (রাহিঃ) বলেন, এই দো'আটি বিতরের জন্য। কেননা এটি ফজরের কুনূতে পড়া আমার নিকটে ছহীহ প্রমাণিত নয় (ইরওয়া হা/৪২৯, ২/১৭৪-৭৫)। উল্লেখ্য যে, বায়হাক্বী ও ত্বাবারাণীতে وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ছহীহ ইবনু হিব্বানের রেওয়ায়াতে وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ এবং নাসাঈ ও ত্বাবারাণীর রেওয়ায়াতে وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ ছহীহ বা হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে। যেগুলিকে তিরমিযী বর্ণিত উপরোক্ত দো'আয়ে কুনূত -এর সাথে যুক্ত করে এখানে বলা হয়েছে (নায়ল ৩./৩১১-১৩; মির'আত ২/২১২ পৃঃ)। দো'আয়ে কুনূত শেষে 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় যেতে হবে (দারাকুৎনী, সনদ ছহীহ; আলবানী- 'ছিফাতু ছালাতিন্নবী' পৃঃ ১৬০)। কুনূত বা যেকোন দো'আ শেষে মুখে হাত বুলানোর কোন ছহীহ হাদীছ নেই (মিশকাত, হা/২২৫৫-এর টীকা; ইরওয়াউল গালীল হা/৪৩৩-৩৪ ১/৭৮-৮২ পৃঃ)।

বিতর শেষে ইচ্ছা করলে বসেই দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা যাবে (দারেমী, ছহীহ ইবনু খুযায়মা, ছহীহ ইবনু হিব্বান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৯৩)। উল্লেখ্য যে...اَللَّهُمَّ إِنَّانَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ

আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তা'ঈনুকা অ-নাস্তাগ্ফিরুকা... বলে বিতরে যে কুনূত এদেশে পড়া হয়, সেটা মুরসাল বা 'যঈফ' (বায়হাক্বী ২/২১১)। বিতরের কুনূতের জন্য উপরে বর্ণিত দো'আটিই সর্বোত্তম (ইরওয়া হা /৪২৮; ছালাতুর রাসূল (মুহাক্কাক্ব) পৃঃ ৩৯৭-৯৮)।

কুনূতে নাযেলার দো'আঃ (قُنُوْتُ النَّازِلَةِ)

যুদ্ধ, শত্রুর আক্রমণ প্রভৃতি বিপদের সময় শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে বিশেষ ভাবে এই দু'আ পড়তে হয়। 'কুনুতে না-যেলাহ' সব ওয়াক্ত ফরয ছালাতে বিশেষ করে ফরযের শেষ রাক'আতে রুকুর পরে দাঁড়িয়ে সরবে পাঠ করা যায় (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৪৮)। কুনূতে নাযেলাহ্র জন্য রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) থেকে নির্দিষ্ট কোন দো'আ বর্ণিত হয়নি। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বা শক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে দো'আ করেছেনে। তবে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে এ বিষয়ে একটি দো'আ বর্ণিত হয়েছে, যা তিনি ফজরের ছালাতে পাঠ করতেন এবং যা ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সবসময় পাঠ করা যেতে পারে। যেমন-

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اَللَّهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَاءَكَ، اَللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ.

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মাগ্ফির লানা অ-লিল মু'মিনীনা অল মু'মিনা-তি অল মুসলিমীনা অল মুসলিমা-তি, অ-আল্লিফ বায়না কুলূবিহিম অ-আছলিহ যা-তা বায়নিহিম, অন্‌ছুরহুম আলা আদুউবিকা অ-আদুউবিহিম। আল্লা-হুম্মা আলআনিল কাফারাতা আল্লাযীনা য়াছুদ্দূনা আন সাবীলিকা অ-য়ুকায্যিবূনা রুসুলাকা অ-য়ুক্বা-তিলূনা আউলিয়া-আকা। আল্লা-হুম্মা খা-লিফ বায়না কালিমাতিহিম অ-ঝালঝিল আক্বদা-মাহুম অ-আনঝিল বিহিম বা'সাকাল্লাযী লা-তারুদ্দুহূ আনিল ক্বাউমিল মুজরিমীন'

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এবং সকল মুমিন-মুসলিম নর-নারীকে ক্ষমা করুন। আপনি তাদের অন্তর সমূহে মহব্বত পয়দা করে দিন ও তাদের মধ্যেকার বিবাদ মীমাংসা করে দিন। আপনি তাদেরকে আপনার ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি কাফেরদের উপরে লা'নত করুন। যারা আপনার রাস্তা বন্ধ করে, আপনার প্রেরিত রাসূলদের অবিশ্বাস করে ও আপনার বন্ধুদের সাথে লড়াই করে। হে আল্লাহ! আপনি তাদের দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিন ও তাদের পদসমূহ টলিয়ে দিন এবং আপনি তাদের মধ্যে আপনার প্রতিশোধকে নামিয়ে দিন, যা পাপাচারী সম্প্রদায় থেকে আপনি ফিরিয়ে নেন না' (বায়হাক্বী ২/২১০-১১)। অতঃপর প্রথম বিসমিল্লাহ...সহ ইন্না নাস্তা 'ঈনুকা...এবং দ্বিতীয়বার বিসমিল্লাহ... সহ ইন্না না'বুদুকা... বর্ণিত আছে (বায়হক্বী ২/২১০-১১)। উক্ত 'কুনূতে নাযেলাহ্' থেকে মধ্যম অংশটুকু নিয়ে সেটাকে এদেশে 'কুনূতে বিতর' হিসাবে চালু করা হয়েছে। আলবানী বলেন, এই দো'আটি ওমর (রাঃ) ফজরের ছালাতে কুনূতে নাযেলাহ হিসাবে পড়তেন। এটাকে তিনি বিতরের কুনূতে পড়েছেন বলে জানা যায়নি (ইরওয়া হা/৪২৮, ২/১৭২)।

২. তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ (صَلاَةُ اللَّيْلِ)

তারাবীহঃ মূল ধাতু رَاحَةٌ (রা-হাতুন) অর্থঃ প্রশান্তি। অন্যতম ধাতু رَوْحٌ (রাওহুন) অর্থঃ সন্ধ্যারাতে কোন কাজ করা। সেখান থেকে تَرْوِيْحَةٌ (তারবীহাতুন) অর্থঃ বিশেষ প্রশান্তি বা প্রশান্তির বৈঠক; যা রামাযান মাসে তারাবীহর ছালাতে প্রতি চার রাক'আত শেষে করা হয়ে থাকে। বহুবচনে (تَرَاوِيْحٌ) 'তারা-বীহ' অর্থঃ প্রশান্তির বৈঠকসমূহ (আল-মুনজিদ)।

তাহাজ্জুদঃ মূল ধাতু هُجُوْدٌ (হুজূদুন) অর্থঃ রাতে ঘুমানো বা ঘুম থেকে জাগা। সেখান থেকে تَهَجُّدٌ (তাহাজ্জুদুন) পারিভাষিক অর্থে রাত্রিতে ঘুম থেকে জেগে বা রাত্রি জেগে ছালাত আদায় করা (ঐ)। রাতের শেষ অংশে পড়লে তাকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয় এবং প্রথম অংশে পড়লে তাকে 'তারাবীহ' বলা হয়।

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ মূলতঃ রাতের ছালাত বা 'ছালাতুল লায়ল'। রাতের ছালাত নফল হ'লেও তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন এরশাদ হয়েছে

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ.(رواه مسلم عن أبي هريرة)

অর্থাৎ 'ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের ছালত' (মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯)। রাতের ছালাত শেষে বিতর পড়তে হয় (মুসলিম, মিশকাত হা/১২৪৮)। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টিই রাতের ছালাতের অন্তর্ভুক্ত। রামাযান মাসে প্রথম রাতে 'তারাবীহ' পড়লে শেষ রাতে 'তাহাজ্জুদ' পড়তে হয় না (আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮)।

তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) লম্বা ক্বিরা'আতসহ দীর্ঘ ক্বিয়াম, কু'উদ, রুকু, সুজূদ ও তাসবীহ-তেলাওয়াতে মাশগুল থাকতেন। রামাযান মাসের ২৩, ২৫ ও ২৭ যে তিনদিন তিনি মসজিদে নববীতে জামা'আত সহকারে তারাবীহ পড়েছিলেন, সে তিনদিনের প্রথমদিন রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, ২য় দিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ও ৩য় দিন স্ত্রী-কন্যাসহ সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ছালাত আদায় করেন (ঐ)। মুছল্লীদের দারুন আগ্রহ দেখে তারাবীহ ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি আর জামা'আতে পড়েননি (মিরআৎ হা/ ১৩১১- এর ভাষ্য,২/২৩২০।

রাক'আত সংখ্যাঃ রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) হ'তে রাত্রির ছালাত তিন রাক'আত বিতরসহ ১১ রাক'আত ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন মা আয়েশা (রাঃ) বলেন,

مَاكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا.

অর্থঃ রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) রাতের ছালাত এগার রাক'আতের বেশী আদায় করেননি। তিনি প্রথমে (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না। অতঃপর তিনি চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না। অতঃপর তিন রাক'আত পড়েন (বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ

মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ তিরমিযী তুহফাহ সহ হা /৪৩৭, 'রাতের ছালাত' অধ্যায় ২/৫১৮ পৃঃ; বুলুগুল মারাম হা/৩৬৭, ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/ ১১৬৬)।

সম্ভবতঃ শেষ রাতে একাকী তাহাজ্জুদ পড়াকে উত্তম মনে করার কারণে অথবা নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের উপরে আপতিত যুদ্ধ -বিগ্রহ ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে ১ম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত খেলাফতকালে তারাবীহ্‌র জামা'আত পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়নি (মির'আৎ ২/২৩২)। ২য় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-স্বীয় যুগে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে এবং বহু সংখ্যক মুছল্লীকে মসজিদে বিক্ষিপ্ত ভাবে উক্ত ছালাত আদায় করতে দেখে রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করে মসজিদে নববীতে ১১রাক'আতে তারাবীহর জামা'আত পুনরায় চালু করেন। যেমন সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন,

أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ فِيْ رَمَضَانَ بِإِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً... (رواه في الموطأ بإسناد صحيح)

অর্থাৎ খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হযরত উবাই বিন কা'ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে ১১রাক'আত ছালাত জামা'আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন। এই ছালাত إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ অর্থাৎ ফজরের প্রাক্কালে (সাহারীর পূর্ব) পর্যন্ত দীর্ঘ হ'ত' (মওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২, রামাযানের রাত্রি জাগরণ অনুচ্ছেদ)।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত রেওয়ায়াতের শেষে ইয়াযীদ বিন রূমান থেকে 'ওমরের যামানায় ২০রাক'আত তারাবীহ পড়া হ'ত' বলে যে বর্ণনা এসেছে, তা 'যঈফ' এবং ২০ রাক'আত সম্পর্কে

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে 'মরফূ' সূত্রে যে বর্ণনা এসেছ, তা 'মওযূ' বা জাল (আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/১৩০২, ১/৪০৮ পৃঃ; ইরওয়া হহা/৪৪৬,৪৪৫)। এতদ্ব্যতীত ২০রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে কয়েকটি 'মরফূ' হাদীছ এসেছে, যার সবগুলিই 'যঈফ' (মিরআত, হা/১৩০৮ ও ১২, ২/২২৯,২৩৩; ইরওয়া হা/৪৪৬ -এর আলোচনা ২/১৯৩ পৃঃ)।

রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ্ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন (মুত্তাফাক, মুসলিম, ১/২৫৪,পৃঃ; ঐ (বৈরুত ছাপা, হা/৭৩৬-৩৮; মুসলিম, মিশকাত, হা/১১৮৮, ১১৯৬-৯৭)। জেনে রাখা ভাল যে, রাক'আত গণনার চেয়ে ছালাতের খুশূ-খুযূ ও দীর্ঘ সময় ক্বিয়াম, কুঊদ, রুকু, সুজূদ অধিক যরূরী। যা আজকের মুসলিম সমাজে প্রায় লোপ পেতে বসেছে। ফলে রাত্রির নিভৃত ছলাতের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, রামাযানের প্রতি রাতে নিয়মিত জামা'আতে তারাবীহ পড়া কে অনেকে বিদ'আত মনে করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাত্র তিনদিন জামা'আতে তারাবীহ পড়েছিলেন এবং ওমর ফারূক (রাঃ) নিয়মিত জামা'আতে তারাবীহ্ চালু করার পরে একে 'সুন্দর বিদ'আত' (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ). বলেছিলেন (বুখারী, মিশকাত হা/১৩০১)। **এর জবাব এই যে,** ওমর ফারূক (রাঃ) এটিকে আভিধানিক অর্থে বিদ'আত বলেছিলেন, শারঈ অর্থে নয়। কেননা শারঈ বিদ'আত সর্বতোভাবেই ভ্রষ্টতা। যার পরিণাম জাহান্নাম। আভিধানিক অর্থে তিনি এজন্য বিদ'আত বলেন যে, এটিকে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কায়েম করার

পরে ফরয হওয়ার আশংকায় পরিত্যাগ করেন। আবুবকর (রাঃ) পুনরায় চালু করেননি। অতঃপর দীর্ঘ বিরতির পরে চালু হওয়ায় বাহ্যিক কারণে তিনি এটাকে বিদ'আত বা নতুন সৃষ্টি বলেন (মির'আৎ ২/২৩২)।

এক নযরে রাতের নফল ছালাতের নিয়ম সমূহঃ

১– ১১ রাক'আতঃ দুই দুই করে মোট ৮ রাক'আত। অতঃপর একটানা তিন রাক'আত পড়ে শেষ বৈঠক করবে (বুখারী,মুসলিম প্রভৃতি) রামাযান ও অন্য সময়ে এটা ছিল রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর অধিকাংশ রাতের আমল।

২– ১১ রাক'আতঃ দুই দুই করে মোট ১০ রাক'আত। অতঃপর এক রাক'আত বিতর অথবা একটানা ৮ রাক'আত পড়ে প্রথম বৈঠক ও নবম রাক'আতে শেষ বৈঠক। এভাবে বিতর শেষে দু'রাক'আত, মোট ১১ রাক'আত (মুসলিম, প্রভৃতি)।

৩– ১৩ রাক'আতঃ দুই দুই করে ৮ রাক'আত। অতঃপর একটানা পাঁচ রাক'আত (মুসলিম, প্রভৃতি) অথবা দুই দুই করে ১২ রাক'আত, অতঃপর ১ রাক'আত বিতর (মুসলিম, মিশকাত হা /১১৯৭)।

৪– ৯ রাক'আতঃ দুই দুই করে ৬ রাক'আত। অতঃপর তিন রাক'আত বিতর। অথবা একটানা সাত রাক'আত বিতর পড়ে সালাম ফিরাবে। অতঃপর দু'রাক'আত সহ মোট ৯ রাক'আত (ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১০৭৮, মুসলিম হা/১৩৯ ' মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়)।

৫– ৭ রাক'আতঃ দুই দুই করে ৬ রাক'আত। অতঃপর এক রাক'আত বিতর। অথবা দুই দুই ৪ রাক'আত। অতঃপর তিন রাক'আত বিতর (বুখারী প্রভৃতি)।

৬– ৫ রাক'আতঃ দুই দুই করে ৪ রাক'আত। অতঃপর এক রাক'আত বিতর। অথবা একটানা ৫ রাক'আত বিতর (মুসলিম প্রভৃতি) ইমাম মুহাম্মাদ বিন নছর আল- মারওয়াযী বলেন, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) থেকে একটানা একাধিক রাক'আত বিতর পড়ার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু দুই দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরানো ও শেষে এক রাক'আত-এর মাধ্যমে বিতর করাকেই আমরা উত্তম মনে করি। কেননা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) জনৈক প্রশ্নকারীকে এধরণের জবাবই দিয়েছিলেন যে, 'রাতের ছালাত দুই দুই' (বুখারী, মুসলিম ছালাতুর রাসূল 'মুহাক্কাক্ব' পৃঃ ৩৯২)।

এগুলির মধ্যে প্রথমটি কেবল তিনি তারাবীহ ও তাহাজ্জুদে পড়েছেন। বাকীগুলি বিভিন্ন সময় তাহাজ্জুদে পড়েছেন। বৃদ্ধাবস্থায় কিংবা সময় কম থাকলে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কখনো কখনো কমসংখ্যক রাক'আতে তাহাজ্জুদ পড়তেন। উম্মতের জন্য এটি বিশেষ অনুগ্রহ বটে। বৃদ্ধাবস্থায় ভারী হয়ে গেলে তিনি অধিকাংশ (রাতের ছালাত) বসে বসে পড়তেন (মুত্তাঃ মিশকাত হা/১১৯৮)।

এক্ষণে ২৩, ২৫ ও ২৭শে রামাযানের যে তিন রাত রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) জামা'আত সহ তারাবীহ পড়েছিলেন, সে তিন রাত কত রাক'আত পড়েছিলেন? এর জবাব এই যে, সেটা ছিল আট রাক'আত তারাবীহ ও বাকীটা বিতর। যেমন হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে,

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ ثَمَانِيَةَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ.

অর্থঃ 'রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আমাদের নিয়ে রামাযানে ছালাত আদায় করলেন আট রাক'আত। অতঃপর বিতর

পড়লেন (ছহীহ ইবনু হিব্বান, ছহীহ ইবনু খযায়মা,হা/১০৭০ সনদ হাসান' ২/১৩৮ পৃঃ)।

জাবের (রাঃ) বর্ণিত উক্ত হাদীছে বিতরের রাক'আত সংখ্যা বলা হয়নি। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের শেষে স্পষ্টভাবে তিন রাক'আত বিতরের কথা এসেছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে (বুখারী, মুসলিম)। অতএব ৮+৩=১১ রাক'আত তারাবীহ জামা'আত সহকারে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর সুন্নাত হিসাবে সাব্যস্ত হয়। হযতর ওমর (রাঃ) সেটাই পুনরায় চালু করেছিলেন। তিনি মোর্দা সুন্নাতকে যেন্দা করেছিলেন। 'বিদ'আতে হাসানাহ' করেননি। কেননা শারঈ বিদ'আত সবটুকু ভ্রষ্টতা। সেখানে ভাল-মন্দের ভাগ নেই।

এক্ষণে যদি কেউ নফল মনে করে রাতভর ছালাতে রত থাকেন। তাহ'লে তিনি তা করতে পারেন। যেমন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এক স্থানে রাত্রি যাপন করেন। তিনি বেলাল (রাঃ)- কে রাত্রিতে পাহারা নিযুক্ত করলেন। যাতে ফজরের ছালাত ক্বাযা না হয়। বেলাল (রাঃ) রাতভর সাধ্যমত নফল ছালাতে রত থাকলেন...' (মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৪ 'দেরীতে আযান' অনুচ্ছেদ)। এতে রাত জেগে পাহারা দেওয়াও হ'ল নফল ছালাত আদায়ের নেকীও পাওয়া গেল। অত্র হাদীছে ما قدر له 'যা তাঁর সাধ্যে কুলিয়েছিল' বলা হয়েছে। রাক'আতের সীমা নির্দেশ করা হয়নি। এটি হ'ল অনিয়মিত ও সাধারণ নফল ছালাতের বিষয়। এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। উল্লেখ্য যে, হাদীছে বিতর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'যখন তুমি ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে' তখন এক রাক'আত পড়ে নাও। তাহ'লে পিছনের ছালাত গুলি বিতরে

পরিণত হবে' (বুখারী, মসলিম, ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১০৭২)। বুঝা গেল যে, একটানা বা দুই দুই করে পড়লেও সেটা শেষের এক রাক'আতের মাধ্যমে বিতরে পরিণত হবে (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৪৫-৪৬)। আর একারণেই ইমাম হাকেম (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) থেকে ১৩, ১১, ৯, ৭, ৫, ৩, ও ১ রাক'আত বিতর প্রমাণিত আছে। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধতর হ'ল এক রাক'আত (মুস্তাদরাক ১/৩০৬)। অর্থাৎ তারাবীহ ও বিতর পৃথক নয় । বরং শেষে এক রাক'আত যোগ করলে সবটাকেই বিতর বলা যায় ও সবটাকেই 'ছালাতুল লায়ল' বা রাতের ছালাত বলা যায়।

জ্ঞাতব্যঃ যদি কেউ প্রথম রাতে এশার পরে বিতর পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ-এর শেষে পুনরায় বিতর পড়তে হবে না। কেননা এক রাতে দুই বিতর পড়া চলে না

"لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ" (رواه الخمسة إلا ابن ماجة)

(নায়ল, 'বিতর' অধ্যায় ৩/৩১৪-১৭)। তারাবীহর জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। বিতরের ১ম রাক'আতে সূরায়ে 'আ'লা', ২য় রাক'আতে 'কাফেরূণ' ও ৩য় রাক'আতে সূরায়ে 'ইখলাছ' পড়া সুন্নাত (হাকেম ১/৩০৫, আবুদাউদ, দারেমী, মিশকাত হা/১২৬৯,১২৭২)।

ছালাত শেষে তিনবার সরবে 'সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস' পড়া উচিত (নাসাঈ, নায়ল, ৩/৩০৯-১০; আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৭৪)।

অতঃপর ইচ্ছা করলে বসেই হাল্‌কা ভাবে দু'রাক'আত নফল পড়া যাবে। সেখানে সূরা 'যিলযাল্' ও সূরা 'কাফেরূণ' পাঠ করবে (আহমাদ, মিশকাত হা/ ১২৮৭, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৭; ইবনু মাজাহ. মিশকাত হা/১২৮৫)। অন্য সূরাও পড়া যায় (মুযযাম্মিল: ২০)।

৩. সফরের ছালাত (اَلصَّلاَةُ فِي السَّفَرِ)

সফর অথবা ভীতির সময়ে ছালাতে 'ক্বছর' করার হুকুম রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوْا إِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا﴾

অর্থঃ 'যখন তোমরা সফর কর, তখন তোমাদের ছালাতে 'ক্বছর' করায় কোন দোষ নেই। যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (নিসা: ১০১)।

'ক্বছর' অর্থ কমানো। পারিভাষিক অর্থেঃ চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাত দু'রাক'আত করে পড়াকে 'ক্বছর' বলে। মক্কা বিজয়ের সফরে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ক্বছরের সাথে ছালাত আদায় করেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'সফরের ছালাত' অধ্যায় হা/১৩৩৬)। শান্তির অবস্থায় ক্বছর করতে হবে কি-না এ সম্পর্কে ওমর ফারূক (রাঃ)-এর এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ. অর্থঃ 'আল্লাহ এটিকে তোমাদের জন্য ছাদক্বা হিসাবে প্রদান করেছেন। অতএব তোমরা তা গ্রহণ কর' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৩৫)।

সফরের দূরত্বঃ

সফরের দূরত্বের ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে এক থেকে ৪৮ মাইলের বিশ প্রকার বক্তব্য রয়েছে (নায়ল ৪/১২২)। পবিত্র কুরআনে দূরত্বের কোন ব্যাখ্যা নেই। কেবল সফরের কথা আছে। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) থেকেও এর কোন সীমা নির্দেশ

করা হয়নি (যাদুল মা'আদ ১/৪৬৩)। অতএব সফর হিসাবে গণ্য করা যায়, এরূপ সফরে বের হ'লে নিজ বাসস্থান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গেলেই 'ক্বছর' করা যায়। কোন কোন বিদ্বানের নিকটে সফরের নিয়ত করলে ঘর থেকেই 'ক্বছর' শুরু করা যায়। তবে ইবনুল মুনযির বলেন যে, সফরের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) মদীনা শহর ছেড়ে বের হ'য়ে যাওয়ার পূর্বে 'ক্বছর' করেছেন বলে আমি জানতে পারিনি' (নায়ল, আওত্বার ৪/১২৪; ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১৩)। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ১৯ দিন সফরে অবস্থানকালে 'ক্বছর' করেছেন। আমরাও তাই করি। তার বেশী হ'লে পুরা করি (বুখারী ১/১৪৭; ঐ মিশকাত হা/১৩৩৭)।

যদি কারু সফরের মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে, তথাপি তিনি 'ক্বছর' করবেন (ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১৩)। সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় ১৯ দিনের বেশী হ'লেও 'ক্বছর' করা যায়। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাবুক যুদ্ধের সময় সেখানে ২০ দিন যাবৎ 'ক্বছর' করেন। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) আযারবাইজান সফরে এলে পুরা বরফের মৌসুম সেখানে আটকে যান ও ছ'মাস যাবৎ ক্বছরের সাথে ছালাত আদায় করেন। অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রাঃ) শাম বা সিরিয়া সফরে এসে দু'বছর সেখানে থাকেন ও 'ক্বছর' করেন (মিরক্বাত ৩/২২১; ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪)। স্থায়ী মুসাফির যেমন জাহায, বিমান, ট্রেন, বাস ইত্যাদির চালক ও কর্মচারীগণ সফর অবস্থায় সর্বদা ছালাতে 'ক্বছর' করতে পারেন (ঐ)।

মোটকথা ভীতি ও সফর অবস্থায় 'ক্বছর' করা উত্তম। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) সফরে সর্বদা 'ক্বছর' করতেন। হযরত ওমর, আলী, ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ)

সফরে 'কৃছর' করাকেই অগ্রাধিকার দিতেন (ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ২৪/৯৮; ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১২)। হযরত ওছমান ও হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রথম দিকে 'কৃছর' করতেন ও পরে পুরা পড়তেন। আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) জামা'আতে পুরা পড়তেন ও একাকী 'কৃছর' করতেন (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৪৭, ১৩৪৮)। আল্লাহ বলেন, 'সফর অবস্থায় ছালাতে 'কৃছর' করলে তোমাদের জন্য কোন গোনাহ নেই' (নিসাঃ ১০১)।

ছালাত জমা করাঃ সফরে থাকাকালীন অবস্থায় যোহর-আছর (২+২=৪ রাক'আত) ও মাগরিব-এশা (৩+২=৫ রাক'আত) প্রথক এক্বামতের মাধ্যমে জমা ও 'কৃছর' করে পড়ার নিয়ম রয়েছে (বুখারী, মিশকাত হা/১৩৩৯; আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৪৪ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ)। ভীতি ও সফর ব্যতীত মুক্বীম অবস্থায়ও কোন বিশেষ শারঈ ওযর বশতঃ দু'ওয়াক্তের ছালাত 'কৃছর' ও সুন্নাত ছাড়াই একত্রে জমা করে পড়া যায়। যেমন যোহর ও আছর পৃথক এক্বমতের মাধমে ৪+৪ এবং মাগরেব ও এশা অনুরূপভাবে ৩+৪ রাক'আত। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, এটা কেন? তিনি বললেন, যাতে উম্মতের কষ্ট না হয়' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, নায়লুল আওত্বার ৪/১৩৬)। এই সুযোগে ইস্তেহাযা বা প্রদর রোগগ্রস্ত মহিলা ও বহুমূত্রের রোগী বা অন্যান্য কঠিন রোগী এবং কর্মব্যস্ত ভাই-বোনেরা মাঝে-মধ্যে বিশেষ ওযর বশতঃ অনিয়মিতভাবে গ্রহণ করতে পারেন (নায়লুল আওত্বার ৪/১৩৬-৪০; ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১৭-১৮)।

হজ্জের সফরে আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আছর একত্রে ২+২ যোহরের সময় এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে ৩+২ এশার সময় পৃথক এক্বামতে জমা করে জামা'আতের সাথে

অথবা একাকী পড়তে হয় (আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ, নায়ল ৪/১৪০;বুখারী, মিশকাত হা/২৬০৭ 'মানাসিক' অধ্যায়)। সফরে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) সুন্নাত সমূহ পড়তেন না (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৩৮; তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৪৩; ফিকহুস সুন্নহ ১/২১৬)। অবশ্য বিতর ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়তেন না (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৪০; যাদুল মা'আদ (বৈরুতঃ ১৪১৬/১৯৯৬) ১/৪৫৬ পৃঃ)।

৪. জুম'আর ছালাত (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ)

হুকুমঃ ১ম হিজরীতে জুম'আ ফরয হয় এবং হিজরতকালে ক্বোবা ও মদীনার মধ্যবর্তী বনু সালেম গোত্রে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) জুম'আর ছালাত আদায় করেন (মির'আত ২/২৮৮)। শহরে হৌক বা গ্রামে হৌক জুম'আর ছালাত প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষ ও জ্ঞান সম্পন্ন মুসলমানের উপরে জামা'আত সহ আদায় করা 'ফরযে আয়েন' (জুম'আঃ ৯)। গোলাম, রোগী, মুসাফির, শিশু ও মহিলাদের উপরে জুম'আ ফরয নয় (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৭৭; দারাকুৎনী, ইরওয়া হা/৫৯২)। এতদ্ব্যতীত দু'জন মুসলমান কোন স্থানে থাকলেও তারা একত্রে জুম'আ আদায় করবে। (নায়ল ৪/১৫৯-৬১;২/২৮৮-৮৯)। একজনে খুৎবা দিবে। যদি খৎবা দিতে অপরাগ হয়, তাহ'লে দু'জনে একত্রে জুম'আর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে (আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩৪২)।

গুরুত্বঃ জুম'আর দিন সুন্দরভাবে গোসল করে সাধ্যমত উত্তম পোষক ও সুগন্ধি লাগিয়ে আগেভাগে মসজিদে যাবে (বুখারী, মিশকাত হা/১৩৮১)। মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে দু'রাক'আত

'তাহইয়াতুল মাসজিদ' আদায় করবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০৪)। খুৎবা অবস্থায় প্রবেশ করলে 'তাহইয়াতুল মাসজেদ' সংক্ষেপে আদায় করে বসে পড়বে (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১)। আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) জুম'আ থেকে অলাসতাকারীদের ঘর জালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৭৮)। তিনি বলেন, জুম'আ পরিত্যাগকারীদের হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন। অতঃপর তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৭০)। এ বিষয়ে পরপর তিন জুম'আর কথাও এসেছে (আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৭১)।

জুম'আর আযানঃ খত্বীব ছাহেব মিম্বরে বসার পরে মুওয়ায্‌যিন জুম'আর আযান দিবে। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম), আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর যুগে এবং ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথমার্ধে এই নিয়ম চালু ছিল। অতঃপর মুসলমানের সংখ্যা ও নগরীর ব্যস্ততা বেড়ে গেলে হযরত ওছমান (রাঃ) জুম'আর পূর্বে মসজিদে নববী থেকে দূরে 'যাওরা' (زوراء) বাজারে গিয়ে লোকদের হুঁশিয়ার করার জন্য পৃথক একটি আযানের নির্দেশ দেন (বুখারী, মিশকাত হা/১৪০৪;ফৎহ ২/৪৫৮। 'যাওরা' বাজার বর্তমানে মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত।-লেখক)। খলীফার এই হুকুম ছিল স্থানিক প্রয়োজনের কারণে একটি সাময়িক রাষ্ট্রীয় ফরমান মাত্র। সেকারণ মক্কা, কুফা ও বছরা সহ ইসলামী খেলাফতের বহু গুরুত্বপূর্ণ শহরে এ আযান তখন চালু হয়নি। হযরত ওছমান (রাঃ) এটাকে সর্বত্র চালু করার প্রয়োজন মনে করেননি বা উম্মতকে বাধ্য করেননি। তাই সর্বদা সর্বত্র এই নিয়ম চালু করার পিছনে কোন যুক্তি নেই। তাছাড়া রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-

হু আলাইহি অ-সাল্লাম) -এর আচরিত সুন্নাতের অনুসরণই সকল মু'মিনের কাম্য।

ডাক আযানঃ আল্লামা ফাকেহানী বলেন, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সময়ে (৪২-৬০ হিঃ) এই আযান প্রথম 'বছরাতে' এবং উমাইয়া গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৭৬-৯৬হিঃ)-এর সময় প্রথম মক্কায় চালু হয় (মির'আত ২/৩০৭)। যা আজও চালু আছে। হযরত আলী (রাঃ)-এর (৩৫-৪০ হিঃ) রাজধানী কূফাতেও এই আযান চালু ছিল না (তাফসীরে জালালায়েন পৃঃ ৪৬০ টিকা ১৯; কুরতুবী ১৮/৫৮) ইবনে হাজর আসক্বালানী বলেন, উমাইয়া খলীফা হেশাম বিন আবদুল মালেক (১০৫-১২৫ হিঃ) সর্ব প্রথম ওছমানী আযানকে 'যাওরা' বাজার থেকে এনে মদীনার মসজীদে চালু করেন, (মিরক্বাত ৩/২৬৩)। যাকে এদেশে 'ডাক আযান' বলা হয়। ইবনুল হাজ্জ মালেকী বলেন, অতঃপর হেশাম খুৎবাকালীন মূল আযানকে মসজিদের মিনার থেকে নামিয়ে ইমামের সম্মুখে নিয়ে আসলেন' (আওনুল মা'বূদ ৪/৪৩৩-৩৪)। ফলে বর্তমানে খুৎবার প্রায় আধা ঘন্টা পূর্বে 'ডাক আযান' হচ্ছে মিনারে বা মাইকে। অতঃপর খুৎবার মূল আযান বা 'ছানী আযান' হচ্ছে মসজিদের দরজার বাইরে অথবা ইমামের সম্মুখে। এইভাবে হাজ্জাজী ও হেশামী আযান সর্বত্র চালু হয়েছে। অথচ জুম'আর সুন্নাতী আযান ছিল একটি। যা খত্বীব মিম্বরে বসার পরে তাঁর সম্মুখ বরাবর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দেওয়া হয় এবং যা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম), আবুবকর, উমার ও ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চালু ছিল। অতএব আমাদের উচিৎ সেই হারানো সুন্নাত যেন্দাকারী স্বল্প সংখ্যক লোকদের দলভুক্ত হওয়া, যাদেরকে আল্লাহ্র রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) জান্নাতের সুসংবাদ

দিয়েছেন (আহমাদ, ইবনু মাস'ঊদ হ'তে। আলবানী, মিশকাত হা/১৭০-এর টীকা দ্রষ্টব্য)।

খুৎবাঃ জুম'আর জন্য দু'টি খুৎবা দেওয়া সুন্নাত,যার মাঝখানে বসতে হয় (আর-রওযা ১/৩৪৫)। ইমাম মিম্বরে বসার সময় মুছুল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন। আবু-বকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ) এটি নিয়মিত করতেন। ইমাম আবু-হানীফা ও ইমাম মালেক (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বান মসজিদে প্রবেশকালে সালাম করাকেই যথেষ্ট বলেছেন। খত্বীব হাতে লাঠি নিবেন (ইবনু মাজাহ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৩০, আহমাদ, আবু-দাঊদ, নায়ল ৪/২০১, ২১২পৃঃ, ইরওয়া হা/৬১৬)। নিতান্ত কষ্টদায়ক না হ'লে সর্বদা দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন। ১ম খুৎবায় হাম্‌দ-ছানা ও ক্বিরা'আত ছাড়াও সকলকে নছীহত করবেন, অতঃপর বসবেন। দ্বিতীয় খুৎবায় হাম্‌দ ও দরূদ সহ সকল মুসলমানের জন্য দো'আ করবেন (আহমাদ, তাবারাণী, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৩৪, মিরআত ২/৩০৮)। প্রয়োজনে এই সময়েও নছীহত করা যাবে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হাম্‌দ, দরূদ ও নছীহত তিনটি বিষয়কে খুৎবার জন্য 'ওয়াজিব' বলেছেন। এতদ্ব্যতীত সূরায়ে 'ক্বাফ'-এর প্রথমাংশ বা অন্য কিছু আয়াত তেলওয়াত করা মুস্তাহাব (মিরআত ২/৩০৮, ৩১০)।

মাতৃভাষায় খুৎবা দানঃ খুৎবা অধিকাংশ মুছুল্লীদের বোধগম্য ভাষায় হওয়া উচিত। কেননা খুৎবা অর্থ ভাষণ, যা শ্রোতাদের বোধগম্য ভাষায় হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ অর্থঃ 'আমরা সকল রাসুলকেই তাদের স্বজাতির ভাষা-ভাষী করে প্রেরণ করেছি, যাতে

তিনি তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন, (ইবরাহীম:৪) অতপঃর আমাদের রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে খাছ করে বলা হচ্ছে,

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

অর্থঃ 'এবং আমরা আপনার নিকটে 'যিকর'(কুরআন-হাদীছ) নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের সম্মুখে ঐ সব বিষয় বর্ণনা করেন, যা তাদের প্রতি নাযেল করা হয়েছে। যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' (নাহল:৪৪) নবী আর আসবেন না। তাই রাসূলের 'ওয়ারিছ' হিসাবে (তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত,হা/২১২) প্রত্যেক আলেম ও খত্বীবের উচিত মুছুল্লীদের নিজস্ব ভাষায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান সমূহ খুৎবায় ব্যাখ্যা করে শুনানো। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে জানা যায় যে, খুৎবার সময় রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর দু'চোখ উত্তেজনায় লাল হ'য়ে যেত। গলার স্বর উচ্চ হ'ত ও ক্রোধ ভীষণ হ'ত। যেন তিনি কোন সৈন্যদলকে হুঁশিয়ার করছেন' (মুসলিম, মিশকাত, হা/১৪০৭; মির'আত ২/৩০৯) নবাব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী বলেন, শ্রোতা মণ্ডলীকে জান্নাতের প্রতি উৎসাহ ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করাই ছিল রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর খুৎবার নিয়মিত উদ্দেশ্য। এটাই হ'ল খুৎবার প্রকৃত রূহ এবং এজন্যই খুৎবার প্রচলন করা হয়েছে' (আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩৪৫)।

বাংলাদেশে স্রেফ আরবী খুৎবা পাঠের যে প্রচলন রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে খুৎবার উদ্দেশ্য বিরোধী এবং এটা বুঝতে পেরে বর্তমানে মূল খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখার মাধ্যমে যে তৃতীয় আরেকটি খুৎবা চালু করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। কেননা জুম'আর জন্য নির্ধারিত খুৎবা হ'ল

দু'টি, তিনটি নয়। তাছাড়া মূল খুৎবার পূর্বের সময়টি মুছুল্লীদের নফল ছালাতের সময়। তাদের ছালাতের সুযোগ নষ্ট করে বক্তৃতা কারার অধিকার ইসলাম খত্বীব সাহেবকে দেয়নি। অতএব সুন্নাতের উপরে আমল করতে চাইলে মূল খুৎবায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে মুছুল্লীদের উদ্দেশ্যে তাদের বোধগম্য ভাষায় নছীহত করা বাঞ্ছনীয়। খুৎবার সময় কথা বলা নিষেধ। এমনকি অন্যকে 'চুপ কর' একথা বলাও চলবেনা। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/১৩৮৫)।

ক্বিরা'আতঃ জুম'আর ছালাতে ইমাম প্রথম রাক'আতে সূরায়ে 'জুম'আ' অথবা সূরায়ে 'আ'লা' এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরায়ে 'মুনা-ফিকুন' অথবা সূরায়ে 'গা-শিয়াহ' পড়বেন। (মুসলিম, মিশকাত-হা/৮৩৯-৪০ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)। অন্য সূরাও পড়া যাবে। (মুয্যামমিলঃ২০) জুম'আর দিন ফজরের ১ম রাক'আতে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) সূরা 'সাজদাহ' ও ২য় রাকআতে সূরা 'দাহ্র' পাঠ করতেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/৮৩৮ 'ছালাতে ক্বিরাত' অনুচ্ছেদ)।

ফযীলতঃ জুমা'আর দিন হ'ল সবচেয়ে সেরা দিন। এই দিন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। এই দিন তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় ও এই দিনে বহিষ্কার করা হয়। এ দিনেই তাঁর তাওবা কবুল হয়। এ দিনেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং এই দিনেই ক্বিয়াতম সংঘটিত হবে। এদিন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর উপরে বেশী বেশী দরূদ পাঠ করতে হয়। এই দিন ইমামের মিম্বরে বসা হ'তে জামা'আতে ছালাত শেষে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সময়ের মধ্যে (মুসলিম, আবুদাঊদ, মওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩৫৬-৫৯ ও ৬১; তিরমিযী হা৪৯০-৯১, শরহ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (বৈরুত ছাপা)

২/৩৬১-৬৩)। এমন একটি সময় রয়েছে, যখন বান্দার যে কোন সঙ্গত দাবী আল্লাহ কবুল করেন। দো'আ কবুলের এই সময়টির মর্যাদা লায়লাতুল কদরের ন্যায় বলে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিঃ) মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, জুম'আর সমস্ত দিনটি ইবাদতের দিন। অন্য হাদীছের বক্তব্য অনুযায়ী ঐদিন আছর ছালাতের পর হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দো'আ কবুলের সময় প্রলম্বিত। অতএব জুম'আর দিন দো'আ-দরূদ, তাসবীহ-তেলাওয়াত ও ইবাদতে কাটিয়ে দেয়া উচিত (যাদুল মা'আদ ১/৩৬৮)। এই সময় খত্বীব স্বীয় খুৎবায় এবং ইমাম ও মুক্তাদীগণ স্ব স্ব সিজদায় ও শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ে সালামের পূর্বে আল্লাহ্র নিকটে প্রাণ খুলে দো'আ করবেন। কেননা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এই সময় বেশী বেশী দো'আ করতেন। (মুসলিম, মিশকাত, হা/৮৯৪; মুসলিম, নাসায়ী, আবুদাউদ, নায়ল, ৩/১০৯, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন (বৈরুত ছাপা) পৃঃ ৫৩৭)।

রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে সুগন্ধি মেখে মসজিদে এল ও সাধ্যমত নফল ছালাত আদায় করল। অতঃপর চুপচাপ ইমামের খুৎবা শ্রবণ করল ও জামা'আতে ছালাত আদায় করল, তার পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এবং আরও তিন দিনের গোনাহ মাফ করা হয়' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮১-৮২)। তিনি আরও বলেন, 'জুমআর দিন ফেরেশতারা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং মুছল্লীদের নেকী লিখতে থাকে। সকাল সকাল যারা আসে, তারা উট কুরবানীর সমান নেকী পায়। তার পরবর্তীগণ গরু কুরবানীর, তার পরবর্তীগণ ছাগল কুরবানীর, তার পরবর্তীগণ মুরগী কুরাবনীর ও তার পরবর্তীগণ ডিম কুরবাণীর সমান নেকী পায়। অতঃপর খত্বীব

সাহেব দাঁড়িয়ে গেলে তারা দফতর গুটিয়ে ফেলে ও খুৎবা শুনতে থাকে' (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৮৪)।

দো'আ চাওয়াঃ মুছল্লীদের নিকটে বিশেষ কোন দো'আ চাইবার থাকলে খত্বীব বা ইমামের মাধ্যমে পূর্বেই সকলকে অবহিত করা উচিত। যাতে সবাই উক্ত মুছল্লীর আকাংখা অনুযায়ী আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করতে পারে ও নিজেদের দো'আর নিয়তের মধ্যে তাকেও শামিল করতে পারে। কেননা সালাম ফিরানোর মাধ্যমে ছালাত শেষ হয়ে যায়। আর ছালাতের মধ্যেই দো'আ কবুল হয়। বিশেষ করে সিজদার হালতে। কিন্তু ছালাত শেষে পৃথকভাবে ইমাম মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দো'আ ও 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথাটি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর সুন্নাতের বরখেলাফ।

দো'আ কবুলের সময়কালঃ বিদ্বানগণ জুম'আর দিনে দো'আ কবুলের সঠিক সময়কাল নিয়ে মতভেদ করেছেন। এই মতভেদের ভিত্তি মূলতঃ আমর বিন আওফ (রাঃ) বর্ণিত তিরমিযীর হাদীছ, যা 'জামা'আতের শুরু থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত' সময়কাল এবং অপরটি আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) বর্ণিত সুনানের হাদীছ যেখানে ঐ সময়কালকে 'আছরের ছালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত' বলা হয়েছে (তিরমিযী, তুহফাসহ হা/৪৮৮-৮৯)। এবিষয়ে বিদ্বানদের ৪৩টি মতভেদ উল্লেখিত হয়েছে (নায়ল ৪/১৭২-৭৬)।

তিরমিযীর ভাষ্যকার আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (রহঃ) বলেন, শেষোক্ত হাদীছের রাবী আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) এখানে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর বক্তব্য وَهُوَ يُصَلِّىْ

(ছালাতরত অবস্থা)-কে يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ (ছালাতের অপেক্ষারত) বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এতেই বুঝা যায় যে, তিনি এটা সরাসরি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) থেকে শুনেছেন বলে ধারণা করেননি। পক্ষান্তরে আম্র বিন আওফ (রাঃ) বর্ণিত তিরমিযী ও ইবুন মাজাহ্র হাদীছটি মরফূ, যা বুখারী ও তিরমিযী 'হাসান' বলেছেন। সেটি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) -এর বক্তব্য وَهُوَ يُصَلِّىْ (ছালাতরত অবস্থা)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। আবু-মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত অপর একটি হাদীছ একে শক্তিশালী করে। যেখানে এই সময়কালকে هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَّجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ অর্থাৎ 'খত্বীব মিম্বরে বসা হ'তে সালাম ফিরানো পর্যন্ত' বলা হয়েছে (মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৭-৫৮)। ইবনুল আরাবী বলেন, এই বক্তব্যটিই অধিকতর সঠিক। কেননা এ সময়ের সম্পূর্ণটাই ছালাতের অবস্থা। এতে হাদীছে বর্ণিত 'ছালাতরত অবস্থায়' বক্তব্যের সাথে শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক দিয়ে মিল হয় (পক্ষান্তরে আছরের ছালাতের পর হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন ছালাতের সময় নয়)। বায়হাক্বী, ইবনুল আরাবী, কুরতুবী, নববী প্রমুখ এ বক্তব্য সমর্থন করেন (ঐ, শরহে তিরমযী ২/৩৬৩-৬৪, হা/৪৯০-৯১)।

ঘুমের প্রতিকারঃ খুৎবা ও ছালাতের মধ্যবর্তী দো'আ কবুলের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অনেক মুছল্লী বিশেষ করে খুৎবার সময় ঘুমে ঢুলতে থাকেন। ফলে তারা খুৎবার কিছুই উপলব্ধি করতে পারেনা। এজন্য এর প্রতিকার হিসাবে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন জুম'আর সময় ঘুমে

ঢুলতে থাকে, তখন সে যেন তার স্থান পাল্টে নেয়' (তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৯৪)। এ বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করা উচিত।

এহ্তিয়াত্বী জুম'আঃ 'এহ্তিয়াত্বী জুম'আ' বা 'আখেরী যোহর' নামে জুম'আর ছালাতের পরে পুনরায় যোহরের চার রাক'আত একই ওয়াক্তে পড়ার যে রেওয়াজ এদেশে চালু আছে, তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। গ্রামে জুম'আ হবে কি হবে না, এই সন্দেহে পড়ে কিছু লোক দু'টিই পড়ে থাকে। ভাবখানা এই যে, জুম'আ কবুল না হ'লে যোহর তো নিশ্চিত। আর যদি জুম'আ কবুল হয়, তাহ'লে যোহরটা নফল হবে ও বাড়তি নেকী পাওয়া যাবে। অথচ সন্দেহের ইবাদতে কোন নেকী হয় না। বরং স্থির সংকল্প বা নিয়ত হ'ল নেকী পাওয়ার আবশ্যিক পূর্বশর্ত (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)। এই সন্দেহবাদী ছালাত এখুনি পরিত্যাজ্য (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আহমাদ প্রভৃতি মিশকাত হা/২৭৬২, ৭৩ 'বুয়ূ' অধ্যায়)। নইলে বিদ'আতী আমলের কারণে গোনাহগার হ'তে হবে। আব্বাসীয় খলীফাদের আমলে শাসন ক্ষমতা অধিষ্ঠিত ভ্রান্ত ফের্কা মু'তাযিলাগণ এটি চালু করে। যা পরবর্তীকালের কিছু হানাফী আলেমের মাধ্যমে সুন্নীদের অনেকের মধ্যে চালু হয়ে যায়। অথচ জুম'আ আল্লাহ ফরয করেছেন। আর কোন ফরযে সন্দেহ করা কুফরীর শামিল। অতএব যারা জেনে বুঝে আখেরী যোহরে অভ্যস্ত, তাদের এখুনি তওবা করা উচিত ও কেবলমাত্র জুম'আ আদায় করা কর্তব্য। খোদ হানাফী মাযহাবেও 'আখেরী যোহর' মাকরূহ ও নাজায়েয বলা হয়েছে। (দুর্রে মুখতার, হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ পৃঃ ২৫৩; ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/৫৭৫-৮০)।

জুম'আর সুন্নাতঃ জুম'আর পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছালাত নেই। মুছল্লী কেবল 'তাহ্ইয়াতুল মসজিদ' দু'রাক'আত পড়ে বসবে। সময় পেলে খুৎবার আগে পর্যন্ত যত খুশী নফল ছালাত আদায় করবে। জুম'আর ছালাতের পরে মসজিদে চার রাক'আত অথবা বাড়ীতে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করবে। তবে মসজিদেও চার বা দুই কিংবা চার ও দুই মোট ছয় রাক'আত সুন্নাত ও নফল পড়া যায় (মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৬; মির'আত ২/১৪৮)।

৫. ঈদায়নের ছালাত (صَلاَةُ الْعِيْدَيْنِ)

হুকুমঃ ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। ঈদায়েন হ'ল মুসলিম উম্মাহ্র জন্য আল্লাহ নির্ধারিত বার্সিক দু'টি আনন্দ উৎসবের দিন। ঈদায়নের উসৎব হবে পবিত্রতাময় ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। প্রাক ইসলামী যুগে আরব দেশে অন্যদের অনুকরণে নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসব পালনের রেওয়াজ ছিল। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) মদীনায় হিজরত করার পরে দেখলেন যে, মদীনাবাসীগণ বছরে দু'দিন খেলাধূলা ও আনন্দ-উৎসব করে। তখন তিনি তাদেরকে বলেন,

قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهَا، يَوْمُ الأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ 'আল্লাহ তোমাদের ঐ দু'দিন উৎসবের বদলে দু'টি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন 'ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎর' (আবু-দাউদ, মিশকাত হা/১৪৩৯)। ঈদের দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/২০৪৮)।

গুরুত্বঃ ঈদায়নের ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। ইহা সুর্যোদয়ের পরে সকাল সকাল খোলা ময়দানে গিয়ে পড়তে হয়। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) নিয়মিতভাবে ইহা আদায় করেছেন

এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদায়েনের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন (ফিকহুস সুন্নাহ১/২৩৬)।

নিয়মাবলীঃ ঈদায়েনের ছালাতে আযান বা এক্বামত নেই। সকলকে নিয়ে ইমাম প্রথমে ছালাত আদায় করবেন ও পরে খুৎবা দিবেন। খুৎবার সময় হাতে লাঠি রাখা উচিত (আবুদাউদ, মির'আত হা/২১৪৬০, ২/৩৪৩)। একটি খুৎবা দেওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। দুই খুৎবা সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নভবী (রহঃ) বলেন, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে কিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে সম্মিলিভাবে মুনাজাত করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটাই প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ঈদায়েনের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন। যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল (মিরআত, ২/৩৩০-৩৩১)।

ঈদায়েনের জামা'আতে পুরুষের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রয়োজনে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে উদ্দেশ্য করে তাদের বোধগম্য ভাষায় কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যাসহ খুৎবা দিবেন। ঋতুবতী মহিলাগণ কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন ও দো'আয় শরীক হবেন। ওবায়দুল্লা-হ মুবারকপুরী বলেন যে, 'উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دَعْوَةُ الْمُسْلِمِيْنَ কথাটি 'আম'। এর দ্বারা ইমামের খুৎবা, নছীহত ও দো'আ বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিত দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)

থেকে কোন হাদীছ বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন আমল বর্ণিত হয়নি' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/১৪৩১; মির'আত ২/৩৩১ পৃঃ)।

জ্ঞাতব্যঃ বৃষ্টি কিংবা ভীতির কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব বিবেচিত হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) মসজিদে নববীর পূর্ব দরজার বাইরে ৫০০ গজ দূরে 'বাৎহান' প্রান্তরে ঈদায়েনের ছালাত আদায় করতেন এবং একবার মাত্র বৃষ্টির কারণে মসজিদে ছালাত আদায় করেছিলেন (মির'আৎ ২/৩২৭, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৩৭)। কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে ময়দান ছেড়ে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। জামা'আত ছুটে গেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে (বুখারী ফাৎহ সহ ২/৫৫০-৫১ পৃঃ)। জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হ'লে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ইমাম হিসাবে দু'টিই পড়েছেন। অন্যদের মধ্যে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি। অবশ্য দু'টিই আদায় করা যে অধিক ছওয়াবের কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

অতিরিক্ত তাকবীরঃ ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত বারোটি তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। যেমন কাছীর বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِيْ الْعِيْدَيْنِ فِيْ الأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ وَفِيْ الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

অর্থঃ 'রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন' (জামে'তিরমিযী (দিল্লীঃ ১৩০৮ হিঃ) ১/৭০ পৃঃ)। এক্ষণে তাকবীরের সংখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে বিদ্বানদের কয়েকটি মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহঃ) তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর বলেন। ইমাম শাফেঈ, আওযাঈ, ইসহাক্ব, ইবনু হাযম প্রমুখ বিদ্বান তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সাত তাকবীর বলেন। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরং নির্দিষ্ট যে, ওটা হ'ল তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত' (মির'আৎ ২/৩৩৮)। কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ফরয, যা সকল ছালাতে প্রযোজ্য। আর এটি হ'ল সুন্নাত ও অতিরিক্ত, যা কেবল ঈদায়নে প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়তঃ কূফার গভর্ণর সাঈদ ইবনুল আছ হযরত আবু-মূসা আশ'আরীকে ঈদায়নের তাকবীর রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কিভাবে দিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করেন (আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৪৪৩)। তিনি নিশ্চয়ই সেখানে তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি।

তৃতীয়তঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে তাঁর নিজস্ব আমল হিসাবে ৭, ৯, ১১ ও ১৩ তাকবীরের 'আছার' ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে (ইরওয়া ৩/১১২)। যদি তাকবীরে তাহরীমা সহ (৮+৫) ১৩ তাকবীর

গণনা করা হয়, তাহ'লে পূর্বোক্ত ছহীহ হাদীছ ও অত্র আছারে কোন বিরোধ থাকে না। বরং দু'টির উপরেই আমল করা যায়।

চতুর্থতঃ ছাহাবীর আমলের উপরে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর আমল নিঃসন্দেহে অগ্রাধিকারযোগ্য।

পঞ্চমতঃ শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত তাকবীর সমূহকে ঈদায়নের সাথে খাছ 'অতিরিক্ত তাকবীর' হিসাবে গণ্য করেছেন (ঐ, ৩/১১৩)। অতএব এগুলিকে অতিরিক্ত তাকবীর হিসাবেই গণ্য করা উচিত এবং তা হবে ক্বিরাআতের পূর্বে, ছানার পূর্বে নয়। কেননা হাদীছে উক্ত তাকবীরগুলিকে ক্বিরাআতের পূর্বে (قَبْلَ الْقِرَاءَةِ) বলা হয়েছে।

ষষ্ঠতঃ ছানার পরে অতিরিক্ত তাকবীর গুলি দিলে ফরয তাকবীরে তাহরীমা থেকে এগুলিকে পৃথক করা সহজ হয়।

সপ্তমতঃ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে অতিরিক্ত প্রত্যেক তাকবীরের পরে হামদ, ছানা ও দরূদ পাঠ সম্পর্কে যে 'আছার' বর্ণিত হয়েছে (ইরওয়া ৩/১১৪), সেটি তাঁর নিজস্ব আমল। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ও অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ আমলের কোন নযীর নেই (মির'আৎ২/৩৪২)। কাছীর বিন আবদুল্লাহ বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيْثُ جَدِّ كَثِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَ هُوَ أَحْسَنُ شَيْئٍ رُوِىَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থঃ 'হাদীছটির সনদ 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত 'সর্বাধিক সুন্দর' রেওয়ায়াত (ঐ, ১/৭০ পৃঃ; আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২, ইবনু মাজাহ, বৈরুতঃ তাবি, হা/১২৭৯)।

তিনি আরও বলেন যে, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ لَيْسَ فِيْ هَذَا الْبَابِ شَيْئٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا وَبِهِ أَقُوْلُ، نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى.

অর্থাৎ 'ঈদায়নের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক আর কোন ছহীহ রেওয়ায়াত নেই এবং আমিও সে কথা বলি' (বায়হাক্বী, বৈরুত ছাপা, তাবি ৩/২৮৬; মির'আত হা/১৪৫৭, ২/৩৩৯)।
রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) 'ছয় তাকবীরে' ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- এই মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাতে (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩)। এবং 'নয় তাকবীর' বলে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে (বোম্বাই ছাপাঃ ১৯৭৯, ২/১৭৩ পৃঃ)। যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনু মাসঊদের উক্তি। তিনি এটিকে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) -এর দিকে সম্পর্কিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই 'যঈফ' বলেছেন (বায়হাক্বী ৩/২৯০, নায়ল ৪/২৫৬,মির'আৎ ২/৩৪৩, আলবানী-মিশকাত হা/১৪৪৩)। সুতরাং ইবনে মাসঊদের সঠিক আমল কি ছিল; সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

هَذَا رَأْيُ مِنْ جِهَةِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقِ.

অর্থাৎ 'এটি আবদুল্লাহ বিন মাসঊদের 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে (অর্থাৎ বারোতাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম' (বায়হাক্বী ৩/২৯১)।

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু-ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বার তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন (মির'আৎ ২/৩৩৮, ৩৪১)।

জ্ঞাতব্যঃ 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়' বলে ১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং ২য় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর বলে 'তাবীল' করা হয়েছে। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর মূল তাকবীর দু'টি বাদ দিলে অতিরিক্ত তিন তিন ছয়টি তাকবীর হয়। অথচ উক্ত হাদীছে ক্বিরাআতের আগে বা পরে বলে কোন কথা নেই। অনুরূপভাবে মুছান্নাফে বর্ণিত 'নয় তাকবীর' থেকে তাকবীরে তাহরীমা এবং ১ম ও ২য় রাক'আতের রুকূর তাকবীর দু'টিসহ মোট তিনটি মূল তাকবীর বাদ দিলে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর হয়। এভাবে 'তাবীল' করে ছয় তাকবীর করা হয়েছে। অথচ এ বিষয়ে ১২ তাকবীরের স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের উপরে সকলে আমল করলে সুন্নী মুসলমানেরা অন্ততঃ বৎসরে দু'টি ঈদের খুশীর দিনে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে ছালাত ও ইবাদত করতে পারত। কিন্তু দ্বীনের

দোহাই দিয়েই আমরা দ্বীনদারদের বিভক্ত করে রেখেছি। যদিও শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

ছালাতের পদ্ধতিঃ

১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পাঠের পর ধীর-স্থিরভাবে স্বল্প বিরতি সহ পরপর সাত তাকবীর দিবে। অতঃপর আ'উযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ ইমাম সরবে সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বেন এবং মুক্তাদীগণ চুপে চুপে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বে। অনুরূপভাবে ২য় রাক'আতে দাঁড়িয়ে ধীর-স্থিরভাবে পরপর পাঁচ তাকবীর দিয়ে কেবল বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বে। এই সময় প্রথম রাক'আতে সূরা **ক্বাফ** অথবা **আ'লা** এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা **ক্বামার** অথবা **গা-শিয়াহ** পড়বে' (মুসলিম, মিশকাত হা/৮৪০-৪১)। প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে ও বুকে বাঁধবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগেনা (মির'আত হা/১৪৫৭,২/৩৪১ পৃঃ)।

৬. জানাযার ছালাত (صَلَاةُ الْجَنَازَةِ)

হুকুমঃ জানাযার ছালাত 'ফরযে কেফায়াহ' (বুখারী, মুসলিম, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৭১)। অর্থাৎ মুসলমানদের কেউ জানাযা পড়লে উক্ত ফরয আদায় হয়ে যাবে। না পড়লে সবাই দায়ী হবে। ছালাত হিসাবে অন্যান্য ছালাতের ন্যায় ওযূ, ক্বিবলা, সতর ঢাকা ইত্যাদি ছালাতে জানাযার শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তবে পার্থক্য এই যে, জানাযার ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নেই। বরং দিনে-রাতে সকল

সময় এমনকি (কারণ বিশিষ্ট ছালাত হিসাবে) নিষিদ্ধ তিন সময়েও পড়া যায় (ঐ)।

ওয়াজিব ঃ জানাযার ছালাতে ওয়াজিব হ'ল ছয়টিঃ

১. দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা।
২. চার তাকবীর দেওয়া।
৩. সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা।
৪. দরূদ পাঠ করা।
৫. মাইয়েতের জন্য খালেছ অন্তরে দো'আ করা।
৬. সালাম ফিরানো।

সুন্নাত হ'ল পাঁচটিঃ

১. জামা'আত সহকারে ছালাত আদায় করা।
২. তিনটি কাতার হওয়া।
৩. ইমাম হ'লে বা একাকী মুছল্লীর জন্য পুরুষের মাথা ও মেয়েদের কোমর বরাবর দাঁড়ানো।
৪. হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ পাঠ করা।
৫. ছালাত শেষে জানাযা উঠানো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা। (শারহুল মুনতাহা ২/৫৫-৬৭)। বাকী সবই মুস্তাহাব। যদি ভুলক্রমে তিন তাকবীর হয়ে যায়, তবে পুনরায় ইমাম চতুর্থ তাকবীর দিবেন। যদি মুক্তাদীর কোন তাকবীর ছুটে যায়, তবে শেষে তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাবে। আর যদি না করে তাতেও দোষ নেই' (ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৭৭)।

ফযীলতঃ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কোন জানাযায় শরীক হ'ল এবং দাফন শেষে ফিরে এলো, সে ব্যক্তি দুই

'ক্বীরাত' সমপরিমাণ নেকী পেল। প্রতি 'ক্বীরাত' ওহোদ পাহাড়ের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র জানাযা পড়ে ফিরে এলো, সে এক 'ক্বীরাত' পরিমাণ নেকী পেল' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/১৬৫১ 'জানাযার ছালাত' অনুচ্ছেদ)।

কাতারে দাঁড়ানোঃ মাইয়েতকে উত্তর মাথা করে ক্বিবলার দিকে সামনে রাখবে (তালখীছ পৃঃ ৬৪)। যদি মাইয়েত পুরুষ হন, তবে ইমাম মাইয়েতের মাথা বরাবর দাঁড়াবেন। আর যদি মহিলা হন, তবে মাইয়েতের কোমর বরাবরা দাঁড়াবেন (তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত/১৬৭৯)। মাইয়েত একত্রে একাধিক হ'লে এবং পুরুষ ও নারী হ'লে পুরুষের লাশ ইমামের কাছাকাছি সম্মুখে রাখবে। অতঃপর মহিলার লাশ থাকবে। যদি শিশু ও মহিলা হয়, তাহ'লে শিশুর লাশ প্রথমে ও পরে মহিলার লাশ থাকবে। ইমামের পিছনে তিনটি কাতার দেওয়া সুন্নাত। তবে মুক্তাদী একজন হ'লে তিনি ইমামের পিছনে দাঁড়াবেন। চার জন হলে ইমামের পিছনে দু'জন দু'জন করে দাঁড়াবেন (শারহুল মুনতাহ ২/৫৫)। ইমাম ব্যতীত একজন পুরুষ ও একজন মহিলা মুক্তাদী হ'লে ইমামের পিছনে পুরুষ ও তার পিছনে মহিলা দাঁড়াবেন। কোন লোক না পেলে একাকী জানাযা পড়বেন (আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয পৃঃ ৫০-৫২)।

ইমামতিঃ মাইয়েত কাউকে অছিয়ত করে গেলে তিনিই জানাযা পড়াবেন। নইলে 'আমীর' বা তাঁর প্রতিনিধি অথবা মাইয়েতের কোন যোগ্য নিকটাত্মীয়, নতুবা স্থানীয় মসজিদের ইমাম বা অন্য কোন মুত্তাক্বী আলেম জানাযায় ইমামতি করবেন। মৃতব্যক্তি দু'জন ব্যক্তির নামও অছিয়ত করে যেতে পারেন (শারহুল মুনতাহা ৩/৫৬-৫৭; বায়হাক্বী ৪/২৮-২৯)।

ছালাতের বিবরণঃ জানাযার ছালাতে চার তাকবীর দিবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/১৬৫২)। মনে মনে জানাযার নিয়ত করে সরবে ১ম তাকবীর দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উঠিয়ে পরে বুকে হাত বাঁধবে। নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীছ সর্বসম্মত ভাবে 'যঈফ' (তালখীছ পৃঃ ৫৪)। আনাস, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী সকল তাকবীরেই হাত উঠাতেন। অতঃপর আ'উযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে (বুখারী ১/১৭৮, নাসাঈ হা/১৯৮৯, ছহীহ নাসাঈ হা/১৮৭৮, নায়ল ৫/৬৭-৭১)। তারপর ২য় তাকবীর দিবে ও দরূদ শরীফ পড়বে, যা আত্তাহিইয়াতু-র পরে পড়া হয়। তারপর ৩য় তাকবীর দিবে ও নিম্নোক্ত দো'আ সমূহ পড়বে। সবশেষে ৪র্থ তাকবীর দিয়ে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে সালাম ফিরবে। ডাইনে একবার মাত্র সালাম ফিরানোও জায়েয আছে (তালখীছ পৃঃ ৪৪-৫৭; মুছান্নফ ইবনু আবী শায়বা, ইরওয়া হা/৭৩৪, ৩/১৮১)। জানাযার ছালাত সরবে ও নীরবে পড়া যায় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৪ ও ৫৫ নাসাঈ হা/১৯৮৯ ও ৯১)। ইমাম সরবে পড়লে মুক্তাদীগণ আ'উযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বে এবং পরে দরূদ শরীফ ও অন্যান্য দো'আ সমূহ পড়বে।

জ্ঞাতব্যঃ ঋণগ্রস্ত, বায়তুল মাল বা অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী ও আত্মহত্যাকারীর জানাযা আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) নিজে পড়েননি, তবে অন্যকে পড়তে বলেন। খায়বার যুদ্ধে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর সাথীদের মধ্যে একজন নিহত হ'লে তিনি বলেন, 'তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়'। এতে তাদের মন খারাব হ'ল। পরে তার থলিতে

ইহুদীদের একটি ছিদ্রযুক্ত ছোট পাথর পাওয়া গেল। যার মূল্য দুই দিরহামেরও কম'। অন্য হাদীছে এসেছে, মু'মিনের নফ্স তার ঋণের সাথে লটকানো থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়' (নাসাঈ হা/১৯৬১, ৬২, ৬৬; তিরমিযী, বুলূগুল মারাম হা/৫০৬)। উপরোক্ত ব্যক্তিগণ কবীরা গোনাহগার। কিন্তু ছালাত তরককারী ব্যক্তিকে হাদীছে 'কাফির' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (দ্রঃ পৃঃ ১৮-২০)। তা'হলে কিভাবে তার জানাযা পড়া যেতে পারে? আল্লাহ আমাদের হেদায়াত করুন আমীন!

জানাযার দো'আঃ অনেকগুলি দো'আর মধ্যে নিম্নের দো'আটি সুপরিচিত।-

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ ، اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

১. উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মাগ্ফির লিহাইয়েনা অ-মাইয়েতেনা অ-শা-হেদেনা অ-গা-য়েবেনা অ-ছাগীরেনা অ-কাবীরেনা অ-যাকারেনা অ-উন্‌ছা-না, আল্লা-হুম্মা মান আহ্‌য়াইতাহূ মিন্না ফাআহয়িহী আলাল ইসলা-মে, অ-মান তাঅফ্‌ফায়তাহূ মিন্না ফাতাঅফ্‌ফাহূ আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মা লা- তাহ্‌রিম্‌না আজরাহূ অলা- তাফ্‌তিন্না বা'আদাহূ'।

অনুবাদঃ 'হে আল্লহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত-অনুপস্থিত আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করুন। যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখুন আর যাকে আপনি মৃত্যু দিতে চান, তাকে ঈমানের হালতে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! এই মাইয়েতের ভাল প্রতিদান হ'তে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত

করবেন না এবং উহার পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না' (আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত, হা/১৬৭৫)।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দো'আ, যা প্রথমটির সাথে যোগ করে পড়া যায়। যেমন-

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. (مسلم)

২. **উচ্চারণঃ** 'আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লা-হূ অরহাম্‌হু অআ-ফিহি ওয়া'ফু আন্‌হু অ-আক্‌রিম নুযুলাহূ অ-অস্‌সি মাদ্‌খালাহূ, অগ্‌সিল্‌হু বিলমা-য়ে অছ্-ছাল্‌জে অল-বারাদে; অ-নাক্বক্বিহি মিনাল খাত্বা-য়া কামা নাক্বক্বায়তাছ ছাওবাল আব্‌য়াযা মিনাদ-দানাসি; অ-আবদিলহু দা-রান খায়রাম মিন দা-রিহী অ-আহলান খায়রাম মিন আহলিহী অ-যাওজান খায়রাম মিন যাওজিহী; অ-আদখিল্‌হুল জান্নাতা অ-আয়েয্‌হু মিন আযা-বিল ক্বাবরে অ-মিন আযা-বিন্না-রে' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৫)।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আপনি এই মাইয়েতকে ক্ষমা করুন। তাকে অনুগ্রহ করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন এবং তার গোনাহ মাফ করুন। আপনি তাকে সম্মানজনক আতিথেয়তা প্রদান করুন। তার প্রবেশদ্বার প্রশস্ত করুন। আপনি তাকে পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা ধৌত করুন এবং তাকে পাপ হ'তে এমনভাবে মুক্ত করুন, যেমনভাবে আপনি সাদা কাপড়কে ময়লা হ'তে ছাফ করে

থাকেন। আপনি তাকে দুনিয়ার গৃহের বদলে উত্তম গৃহ দান করুন। তার দুনিয়ার পরিবারের চাইতে উত্তম পরিবার এবং দুনিয়ার জোড়ার চাইতে উত্তম জোড়া দান করুন। তাকে আপনি জান্নাতে দাখিল করুন এবং ক্ববরের ও জাহান্নামের আযাব হ'তে মুক্তি দান করুন'।

৩. মাইয়েত শিশু হ'লে ১ নং দো'আ শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়বে,

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَّذُخْرًا وَّأَجْرًا. (رواه البخاري تعليقا)

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মাজআলহু লানা সালাফাওঁ অ-ফারাত্বাওঁ অ-যুখরাওঁ অ-আজরান'। 'লানা'-এর সাথে 'অলে আবাঅয়হে' (অর্থঃ তার পিতা-মাতার জন্য) যোগ করে বলা যেতে পারে (ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৭৪)।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আপনি এই শিশুকে আমাদের জন্য (এবং তার পিতা-মাতার জন্য) পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং আখেরাতের পুঁজি ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য করুন'! (বুখারী তা'লীক্ব ১/১৭৮; মিশকাত হা/১৬৯০)।

(৪)- اَللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ.

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্না ফুলা-নাবনা ফুলা-নিন ফী যিম্মাতিকা অ-হাব্লি জিওয়া-রিকা; ফাক্বিহী মিন ফিৎনাতিল ক্বাব্রি অ-আযা-বিন্না-রি, অ-আন্তা আহলুল অফা-য়ি অল-হাক্বক্বি। আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলাহূ অর্হামহু, ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম'

(আবু-দাঊদ, ইবনুমাজাহ, মিশকাত হা/১৬৭৭, সনদ 'জাইয়িদ' বা উত্তম; নায়ল ৫/৭৪)।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক আপনার যিম্মায় ও তত্ত্বাবধানে আবদ্ধ। অতএব আপনি তাকে কবর ও জাহান্নামের পরীক্ষা হ'তে রক্ষা করুন। আপনি ওয়াদা ও সত্যের মালিক। হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন ও তাকে অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান'। ইমাম শাওকানী বলেন যে, নাম জানা থাকলে 'ফুলান'-এর স্থলে মাইয়েত ও তার পিতার নাম বলা যাবে' (নায়ল ৫/৭৪)। সে হিসাবে মাইয়েত মেয়ে হ'লে ইবনু-র স্থলে 'বিনতে' বলা যাবে। আর মেয়ের নাম জানা না থাকলে 'ফুলা-নাতা বিনতে ফুলা-নিন বলা যাবে।

দো'আর আদবঃ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى مَيِّتٍ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ.

অর্থঃ 'যখন তোমরা জানাযার ছালাত আদায় করবে বা মৃতের জন্য দো'আ করবে, তখন তার জন্য খালেছ অন্তরে দো'আ করবে' (আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৭৪)। অতএব মাইয়েত ভাল-মন্দ যাই-ই হৌক না কেন, তার জন্য খোলা মনে দো'আ করতে হবে। কবুল করা বা না করার মালিক আল্লাহ। ছাহেবে আওন বলেন, অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় য, মৃতের জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। বরং যেকোন প্রার্থনা করা যেতে পারে। ইমাম শাওকানীও সেকথা বলেন। তবে তিনি বলেন যে, হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ পাঠ করাই উত্তম। এই সময় সর্বনাম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। কেননা 'মাইয়েত' আরবী শব্দটি উভয় লিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয় (আওনুল মা'বূদ হা/৩১৮৪-এর ভাষ্য ৮/৪৯৬; নায়ল ৫/৭২,৭৪)।

মৃত্যুকালীন সময় করণীয়

১. তালক্বীন করানোঃ

‘তালক্বীন’ অর্থঃ কথা বুঝানো বা দ্রুত মুখস্ত করে নেওয়া। মৃত্যুর আলামত দেখা গেলে রোগীর শিয়রে বসে তাকে কালেমায়ে ত্বাইয়িবা ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ পড়ানো উচিত (মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৬) । যাতে সে দ্রুত মুখস্ত বা স্মরণ করে নেয়। তাওহীদের স্বীকৃতিবাচক এই কালেমাই তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে। কেননা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু’ (অর্থঃ নেই কোন হক মা‘বূদ আল্লাহ ব্যতীত) হ’বে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে’ (আবু-দাউদ, মিশকাত হা/১৬২১)। জমহূর বিদ্বানগণ কেবল ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ পড়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কেননা হাদীছে কেবল এতটুকুই এসেছে (ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৫৬)।

তালক্বীনের অর্থ মৃত্যুমুখী ব্যক্তিকে কেবল কালেমা শুনানো নয়। বরং তাকে কালেমা পড়ানোর চেষ্টা করা। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) জনৈক আনছার রোগীকে দেখতে গেলেন ও বললেন, হে মামু! আপনি পড়ুন ‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’। তিনি বললেন যে, আমাকে এখতিয়ার দিন, আমি নিজেই পড়ি... । রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ’ (তালখীছ ১১)। কিন্তু কালেমা পড়ানোর জন্য চাপাচাপি করা উচিত নয়। তাতে মুখ দিয়ে বেফাস কথা বের হ’য়ে যেতে পারে। একবার বলানোর পরে

দ্বিতীয়বার চেষ্টা না করা উচিত। যাতে এই কালেমাই তার শেষ বাক্য হয়। এই সময় তাকে ক্বিবলামুখী করার জন্য উত্তর দিকে মাথা করে বিছানা ঠিক করে দেওয়া বা শিয়রে বসে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাঃ)-কে ক্বিবলামুখী করে বিছানা ঘুরিয়ে দিলে হুঁশ ফেরার পর তিনি পুনরায় পূর্বের ন্যায় শয়ন করেন এবং বলেন যে, মাইয়েত কি মুসলমান নয়? (তালখীছ পৃঃ ১১, ৯৬)। এই সময় মাইয়েতের শিয়রে বসে সূরা ইয়াসীন পাঠ করার হাদীছ 'যঈফ' (আহমাদ, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬২২)।

২. মৃত্যু হওয়ার পরে উপস্থিত সকলে 'ইন্না লিল্লা-হে অ-ইন্না ইলাইহে রা-জে'উন' (অর্থঃ 'আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী') পাঠ করবে এবং আল্লাহ- নির্ধারিত তাক্বদীরের উপরে ছবর করবে ও সন্তুষ্ট থাকবে। অতঃপর মাইয়েতের নিকটজন এই দো'আ পড়বেঃ 'আল্লা-হুম্মা আ-জিরনী ফী মুছীবাতী অ-আখলিফলী খায়রাম মিনহা' (অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদে ধৈর্য ধারণের পারিতোষিক দান কর এবং এর উত্তম প্রতিদান দাও') (মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৮)।

৩. এই সময় মৃতের চোখ দু'টি বন্ধ করে দিবে (মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৯)। সারা দেহ ও মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে ঢেকে দিবে (বুখারী, মুসলিম)। দ্রুত কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবে এবং মৃতের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা নিবে, যদি তার সমস্ত মাল দিয়েও হয়। কিছু না থাকলে বা কেউ না থাকলে বা ঋণ মাফ না করলে রাষ্ট্র তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করবে (তালখীছ ১৩-১৪)।

৪. এই সময় মৃতের মাগফেরাতের জন্য দো'আ করা ও তার সৎ গুণাবলী বর্ণনা করা উচিত। কেননা তাতে ফেরেশতাগণ 'আমীন' বলেন ও তার জন্য ঐগুলি ওয়াজিব হ'য়ে যায়'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হ'য়ে যায়' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৭, ১৯; তালখীছ পৃঃ ১৩, ২৫)। একটি বর্ণনায় এসেছে যে, ৪, ৩ এমনকি ২ জন নেককার মু'মিন ব্যক্তিও যদি মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে উত্তম সাক্ষ্য দেয়, তাতেই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হ'য়ে যায় (বুখারী, মিশকাত, হা/ ১৬৬৩)। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'কোন মুসলমান মারা গেলে তার নিকটতম প্রতিবেশীদের চারজন যদি তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা তার সম্পর্কে ভাল ব্যতীত কিছু জানে না, তাহ'লে আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষ্য কবুল করলাম এবং আমি তার ঐসব গোনাহ মাফ করে দিলাম, যেগুলি তোমরা জানো না' (তালখীছ পৃঃ ২৬)।

৫. এই সময় বর্জনীয়ঃ

উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করা। বাজারে, মিনারে (মাইকে) 'শোক সংবাদ' প্রচার করা। অতিরঞ্জিত শোক প্রকাশ ও বিলাপ ধ্বনি করা। মুখ ও বুক চাপড়ানো। মেয়েদের মাথার কাপড় ফেলা ও বুকের কাপড় ছেঁড়া ইত্যাদি' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭২৫-২৬ তালখীছ পৃঃ ১৯, ৯৮)। অধিক কান্নাকাটির ফলে ক্বিয়ামতের দিন তার উপরে আযাব হ'তে পারে' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৪০)। ছাহাবী হোযায়ফা (রাঃ) অছিয়ত করে বলেন, আমি মারা যাওয়ার পরে কাউকে সংবাদ দিয়ো না। আমার ভয় হয় এটা না'ঈ বা শোক সংবাদ হবে কি-না। কেননা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এ থেকে নিষেধ করেছেন'।

অন্যান্য ছাহাবী থেকেও এধরনের অছিয়ত বহু রয়েছে (তালখীছ ১০)। সেকারণে ইমাম নববী (রাহিঃ) বলেন, প্রত্যেকের উচিত এভাবে অছিয়ত করে যাওয়া, যেন তার মৃত্যুর পরে কোন প্রকার বিদ'আত না করা হয় (ঐ)।

মৃত্যুর পরে করণীয়

১. মাইয়েতের গোসলঃ

মাইয়েতকে দ্রুত গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা নেওয়া সুন্নাত (বুখারী ১/১৭৬)। গোসলের সময় পর্দার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং পূর্ণ শালীনতা ও পরহেযগারীর সাথে কুলপাতা দেওয়া পানি বা সুগন্ধি সাবান দিয়ে সুন্দরভাবে গোসল করাবে। সুন্নাতী তরীকা মোতাবেক গোসল করাতে সক্ষম এমন নিকটাত্মীয় বা অন্য কেউ মাইয়েতকে গোসল করাবেন। পুরুষ পুরুষকে ও মহিলা মহিলা মাইয়েতকে গোসল করাবেন। তবে মহিলাগণ শিশুকে গোসল দিতে পারবেন (ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৬৮)। স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে বিনা দ্বিধায় গোসল করাবেন। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, যদি আমার পূর্বে তুমি মারা যাও, তাহ'লে আমি তোমাকে গোসল দেব, কাফন পরাব, জানাযা পড়াব ও দাফন করব' (ইবুন মাজাহ হা/১৪৬৫)। হযরত আবু-বকর (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে তাঁর স্বামী হযরত আলী (রাঃ) গোসল দিয়েছিলেন (বায়হক্বী ৩/৩৯৭; দারাকুৎনী হা/১৮৩৩ সনদ হাসান)। ধর্মযুদ্ধে নিহত শহীদকে গোসল দিতে হয় না (তালখীছ পৃঃ ২৮-৩৩)।

পদ্ধতিঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান দিক থেকে উযূর অঙ্গ সমূহ প্রথমে ধৌত করবে। ধোয়ানোর সময় হাতে ভিজা ন্যাকড়া রাখবে। পূর্ণ পর্দার সাথে মাইয়েতের দেহ থেকে পরণের কাপড় খুলে নেবে। গোসলের সময় লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না বা খালি হাতে স্পর্শ করবে না। তিনবার বা অধিক বেজোড় সংখ্যায় সমস্ত দেহে পানি ঢালবে। গোসল শেষে কোন সুগন্ধি বা কর্পূর লাগাবে। মাইয়েত মহিলা হ'লে চুল খুলে দেবে। অতঃপর তিনটি ভাগে ভাগ করে পিছনে ছড়িয়ে দেবে (তালখীছ ২৮-৩০)।

গোসল দান কারীর নেকীঃ মাইয়েতকে গোসলদানকারীর জন্য অশেষ নেকী রয়েছে দু'টি শর্তে।
এক-যদি তিনি স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে গোসল করান এবং গোসল করানোর বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ না করেন (কাহফঃ ১১০)।
দুই-যদি তিনি মাইয়েতের কোন অপসন্দনীয় বিষয় গোপন রাখেন। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিম মাইয়েতকে গোসল করালো। অতঃপর তার গোপনীয়তাসমূহ গোপন রাখলো, আল্লাহ তার গোনাহ্ সমূহ ঢেকে রাখবেন এবং যে ব্যক্তি তাকে কাফন পরালো, আল্লাহ্ তাকে মোটা রেশমের কাপড় পরিধান করাবেন' (ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে'হা/৬৪০৩, তালখীছ পৃঃ ৩১)।

২. কাফনঃ

সাদা, সুতী ও সাধারণ মানের পরিস্কার কাপড় দিয়ে কাফন দিতে হবে। মাইয়েতের নিজস্ব সম্পদ থেকে কাফন দেওয়া কর্তব্য। তার ব্যবহৃত কাপড় দিয়েও কাফন দেওয়া যাবে। পুরুষ ও মহিলা সকল মাইয়েতের জন্য তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিবে। একটি মাথা

হ'তে পা ঢাকার মত বড় চাদর ও দু'টি ছোট কাপড়। অর্থাৎ লেফাফা বা বড় চাদর, তহবন্দ বা লুঙ্গি ও ক্বামীছ বা জামা। বাধ্যগত অবস্থায় একটি কাপড় দিয়ে কিংবা যতটুকু সম্ভব ততটুকু দিয়েই কাফন দিবে। শহীদকে তার পরিহিত পোষাকে এবং মুহরিমকে তার ইহরামের দু'টি কাপড়েই কাফন দিতে হবে। কাফনের কাপড়ের অভাব ঘটলে এক কাফনে একাধিক ব্যক্তিকে কাফন দেওয়া যাবে। কাফনের পরে তিনবার সুগন্ধি ছিটাবে। তবে মুহরিমের কাফনে সুগন্ধি ছিটানো যাবে না। (তালখীছ পৃঃ ৩৪-৩৭; বায়হাক্বী ৪/৭; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মির'আত হা/১৬৫২, বাযযার, ইবনু আদী, মির'আৎ ২/৪৬২পৃঃ)। মাইয়েতের নিজস্ব সম্পদ না থাকলে কিংবা তাতে কাফনের ব্যবস্থা না হ'লে কেউ দান করবে অথবা বায়তুল মাল থেকে (বা সরকারী তহবিল থেকে) তার ব্যবস্থা করতে হবে (ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৭০)। মহিলাদের জন্য প্রচলিত পাঁচটি কাপড়ের হাদীছ 'যঈফ' (আলবানী, যঈফ আবু-দাঊদ হা/৩১৫৭)।

৩. জানাযাঃ

রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) মসজিদের বাইরের নির্দিষ্ট স্থানে অধিকাংশ সময় জানাযা পড়াতেন (ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৮২)। তবে প্রয়োজনে মসজিদেও জায়েয আছে। সুহায়েল বিন বায়যা (রাঃ)-এর জানাযা আল্লাহ্র রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) মসজিদের মধ্যে পড়েছিলেন। হযরত আবু-বকর ও উমার (রাঃ)-এর জানাযা মসজিদের মধ্যে হয়েছিল (বায়হাক্বী ৪/৫২)। মেয়েরাও পর্দার মধ্যে জানাযায় শরীক হ'তে পারেন। আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রাঃ) মসজিদে নববীর মধ্যে সা'আদ বিন আবী অকক্বাছ (রাঃ)-এর লাশ

আনিয়ে নিজেরা জানাযা পড়েছিলেন (মুসলিম হা/৯৭৩; মিশকাত হা/১৬৫৬; বায়হাক্বী ৪/৫১)। মহিলাগণ একাকী বা জামা'আত সহকারে জানাযা পড়তে পারেন (ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৮২)। জানাযা না পেলে পরে যেকোন দিন কবরে গিয়ে একাকী বা জামা'আত সহকারে জানাযা পড়া যাবে (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫৮-৫৯; বায়হাক্বী ৪/৪৪-৪৯)।

বর্তমান যুগে জানাযার পরপরই সকলে মিলে পুনরায় হাত তুলে দলবদ্ধভাবে দো'আ করছেন। কেউ একই দিনে বা দু'একদিন পরে আত্মীয়-স্বজন ডেকে দো'আর অনুষ্ঠান করছেন। এগুলি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। জানা আবশ্যক যে, জানাযার ছালাতই হ'ল মৃতের জন্য একমাত্র দো'আর অনুষ্ঠান। এটা ব্যতীত মুসলিম মাইয়েতের জন্য পৃথক কোন দো'আর অনুষ্ঠান ইসলামী শরীয়তে নেই।

জ্ঞাতব্যঃ

১. বাচ্চা যদি ভূমিষ্ট হওয়ার পরে ক্রন্দন করে বা হাঁচি দেয় বা এমন আচরণ করে যাতে তার জীবন ছিল বলে বুঝা যায়, অতঃপর মারা যায়। তবে তার জানাযা পড়তে হবে। 'ঐ বাচ্চা তার বাপ-মায়ের প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের জন্য আল্লাহ্র নিকটে দাবী করে' (আহমাদ, আবু-দাঊদ)।

২. যদি বাচ্চা চার মাসের আগেই গর্ভচ্যুত হয়, তাহ'লে তাকে গোসল বা জানাযা কিছুই করতে হবে না। বরং কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করতে হবে।

৩. চার মাসের পরের কোন সন্তান যদি মৃত ভূমিষ্ট হয়, তবে তারও জানাযা করার প্রয়োজন নেই। কেননা হাদীছে বাচ্চার 'চীৎকার করার' কথা এসেছে (ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৭৭)।

মৃতের প্রতি আদবঃ

১. মৃতের প্রতি সাধ্যমত সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। হাদীছে 'মৃতের হাড্ডি ভাঙ্গাকে জীবিতের হাড্ডি ভাঙ্গা'র সাথে তুলনা করা হয়েছে (মুঅত্ত্বা, আবু-দাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭১৪)। অতএব যরূরী রাষ্ট্রীয় নির্দেশ ব্যতীত মৃতদেহ কাটাছেঁড়া বা পোষ্ট মর্টেম করা অন্যায়। আজকাল পোষ্ট মর্টেম-এর বিষয়টি অনেকটা সস্তা হয়ে যাচ্ছে। তারপরেও লাশের প্রতি সেখানে অসম্মান করা হয় বলে শোনা যায়। যা থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই বিরত থাকা উচিত।

২. মৃত মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেওয়া নিষেধ। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, لاَتَسُبُّوْا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا অর্থঃ 'তোমরা মৃতদের গালি দিয়ো না। কেননা তারা তাদের পূর্বে পেশকৃত অর্জনের প্রতি ধাবিত হয়েছে' (বুখারী, মিশকাত হা/১৬৬৪)। তবে ঐ ব্যক্তি যদি ফাসিক্ব ও বিদ'আতী হয়, তবে তা থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে আলোচনা করা যেতে পারে। নতুবা অহেতুক ঐসব আলোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩০০)। কেননা সুন্দর মুসলমানের পরিচয় হ'ল অনর্থক বিষয় সমূহ হ'তে বিরত থাকা (ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২১১)। তাছাড়া 'সন্দেহ যুক্ত বিষয়াবলী থেকে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হওয়ার' জন্য হাদীছে নির্দেশ এসেছে (তিরমিযী, আহমাদ, মিশকাত হা/২৭৭৩; আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৪৫২-৫৩)।

৩. মৃতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া হ'ল তার ইস্তেগফারের জন্য দো'আ করা, তার জন্য ছাদক্বা করা ও তার পক্ষ হ'তে হজ্জ করা...

(এজন্য উত্তরাধিকারীকে প্রথমে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে) (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩১০)। তবে জানাযাকালে ও কবরস্থানে ছাদাক্বা বিতরণ করা নাজায়েয (ঐ, ১/৩০৮)।

৪. জানাযা বহনঃ

জানাযা কাঁধে বহন করা সুন্নাত (মুত্তাফাক আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/১৬৪৬-৪৭)। মৃতের পরিবারের লোকেরা ও নিকটাত্মীয়গণ এর প্রথম হকদার। এ দায়িত্ব কেবল পুরুষদের, মেয়েদের নয়। জানাযার পিছে পিছে মেয়েদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে এটা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ নয়। এই সময় সরবে কান্নাকাটি করা যাবে না। ধুপ-ধুনা ইত্যাদি অগ্নিযুক্ত সুগন্ধি বহন করা যাবে না। যিকর ও তেলাওয়াত বা অহেতুক কথাবার্তা বলা যাবে না। বরং মৃত্যুর চিন্তা করতে করতে চুপচাপ ভাবগম্ভীরভাবে মধ্যম গতিতে কবরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। চলা অবস্থায় রাস্তায় বসা যাবে না (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৪৮)। লাশের পিছনে কাছাকাছি চলাই উত্তম। তবে প্রয়োজনে আগে-পিছে ডাইনে-বামে চলা যাবে। কেউ গাড়ীতে গেলে তাকে পিছে পিছেই যেতে হবে (আবু-দাঊদ, মিশকাত হা/১৬৬৭)। কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বা মুরব্বী আলেম জানাযায় যোগদানে সক্ষম না হ'লে লাশ তাঁর সামনে এনে রাখা যাবে। যাতে তিনি একাকী হ'লেও জানাযা পড়তে পারেন। যারা জানাযার পিছনে চলবেন, তাদের উযূ অবস্থায় থাকা মুস্তাহাব।

বর্তমান যুগে জানাযার জন্য গাড়ীতে করে লাশ বহন করা হচ্ছে। এটি সুন্নাত বিরোধী কাজ। নিতান্ত বাধ্য না হ'লে একাজ থেকে যেকোন মূল্যে বিরত থাকা উচিত। এটা ইহুদী-নাছারাদের অনুকরণ মাত্র। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)

বলেন, اِتَّبِعُوْا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ অর্থঃ 'তোমরা জানাযায় অনুগমন কর। তা তোমাদের আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেবে' (তালখীছ ৩৮-৪৩)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, 'জানাযার সাথে ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলেন এবং জানাযা শেষে তারা চলে যান। একারণে আমি বাহনে সওয়ার হইনি। এখন তারা চলে গেছেন বিধায় সওয়ার হ'লাম' (আবু-দাঊদ, মিশকাত হা/১৬৭২-এর টীকা নং ৪, ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনাও এসেছে; মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৬৬)।

৫. গায়েবানা জানাযাঃ

গায়েবানা জানাযা জায়েয আছে (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫২)। তবে সকলের জন্য ঢালাওভাবে এটা জায়েয নয় বলে ইমাম খাত্ত্বাবী, ইবনু আব্দিল বার্র, হাফেয যায়লাঈ, ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, শায়খ আলবানী প্রমুখ বিদ্বান মতপ্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

গায়েবানা জানাযার জন্য হাবশার (আবিসিনিয়া) বাদশাহ নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা আদায়ের ঘটনাই হ'ল একমাত্র বিশুদ্ধ দলীল। নাজ্জাশী খৃষ্টানদের বাদশাহ ছিলেন। কিন্তু গোপনে মুসলমান ছিলেন। সেকারণ তার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ছাহাবীদের নিয়ে জামা'আত সহকারে গায়েবানা জানাযা আদায় করেন এবং বলেন,

صَلُّوْا عَلَى أَخٍ لَّكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ. অর্থঃ 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযা পড়। যিনি তোমাদের দেশ ব্যতীত অন্য দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন' (আহমাদ ৩/৪০০, ইবনু মাজাহ হা/১৫৩৭; উভয়ের

সনদ ছহীহ)। ইমাম আবু-দাঊদ বাদশাহ নাজ্জাশী বিষয়ক হাদীছের বর্ণনায় এভাবে অধ্যায় রচনা করেছেন,

بَابُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوْتُ فِي بِلاَدِ الشِّرْكِ 'মুশরিক দেশে মৃত্যুবরণকারী মুসলিমের উপরে জানাযা' অনুচ্ছেদ। এতে বুঝা যায় যে, মুশরিক বা অমুসলিম দেশে মৃত্যু হওয়ার কারণে যদি কোন মুসলমানের জানাযা হয়নি বলে নিশ্চিত ধারণা হয়, তাহ'লে সেক্ষেত্রে ঐ মুসলমান ভাই বা বোনের জন্য গায়েবানা জানাযা পড়া যায়।

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় দলীল হিসাবে মু'আবিয়া বিন মু'আবিয়া লায়ছী আল-মুযানী (রাঃ)-এর গায়েবানা জানাযা পড়ার কথা বলা হয়। মদনিায় তাঁর মৃত্যু হ'লে তাবুকের যুদ্ধে অবস্থানকালে জিব্রীল (আঃ) মারফত এই সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়েন (বায়হাক্বী ৪/৫০)। ইবনু আব্দিল বার্র ও ইবনু হাজার প্রমুখ বলেন যে, হাদীছটি 'ছহীহ' নয়। **দ্বিতীয়তঃ** এ হাদীছে বলা হয়েছে যে, জিব্রীল (আঃ) স্বীয় পাখার ঝাপটায় সব পর্দা উঠিয়ে দেন ও জানাযা উঁচু করে ধরেন। তাতে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) জানাযা দেখতে পান এবং তার উপর জানাযার ছালাত আদায় করেন (حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ) ফলে সেটা আর গায়েবানা থাকে না । সে কারণ ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহিঃ) বলেন যে, এই হাদীছ দ্বারা গায়েবানা জানাযার দলীল গ্রহণ বাতিল যোগ্য'।

ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, যদি গায়েবানা জানাযা জায়েয হ'ত, তাহ'লে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) নিশ্চয়ই নিজের ছাহাবীদের গায়েবানা জানাযা আদায় করতেন (যাদের জানাযায় তিনি শরীক হ'তে পারেননি)। অনুরূপ প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্যের মুসলমানেরা তাদের প্রিয় চার খলীফার গয়েবানা জানাযা পড়ত। কিন্তু এরূপ কথা কারু থেকেই কখনো বর্ণিত হয়নি' (আল-জাওহারুন নাক্বী ৪/৫১)।=দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (মুহাক্কাক্ব) পৃঃ ৪৮৭-৮৯।

পরিশেষে বলা যায় যে, গায়েবানা জানাযা নিঃসন্দেহে জায়েয ঐ সব ক্ষেত্রে, যাদের জানাযা হয়নি বলে জানা যায়। কিন্তু যাদের জানাযা হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, সেক্ষত্রে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ও ছাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত অনুযায়ী গায়েবানা জানাযা না পড়ায় দোষ নেই। বিশেষ করে আজকাল যেখানে গায়েবানা জানাযা নোংরা রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আরও বেশী হুঁশিয়ার হওয়া কর্তব্য।

৬. দাফনঃ

কবর উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, গভীর, প্রশস্ত, সুন্দর ও বিঘত খানেক উঁচু হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধিক উঁচু করা নাজায়েয। 'লাহ্দ' ও 'শাক্ব' দু'ধরনের কবর জায়েয আছে। যাকে এদেশে যথাক্রমে 'পাশখুলি' ও 'বাক্স' কবর বলা হয়। তবে 'লাহ্দ' উত্তম। মাইয়েতকে কবরে নামানোর দায়িত্ব পুরুষদের। মাইয়েতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নিকটবর্তীগণ ও সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিগণ এই দায়িত্ব পালন করবেন, যিনি পূর্বরাতে (বা দাফনের পূর্বে) স্ত্রী সহবাস করেননি। পায়ের দিক দিয়ে মোর্দা কবরে নামাবে। অসুবিধা হ'লে যেভাবে সুবিধা সেভাবে নামাবে। মোর্দাকে একটু ডানকাতে ক্বিবলামুখী করে শোয়াবে। কবরে শোয়ানোর সময় 'বিসমিল্লা-হি অ-আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লা-হ' বলবে। 'মিল্লাতে'-এর স্থলে 'সুন্নাতে' বলা যাবে। কবর বন্ধ করার পরে উপস্থিত সকলে তিন মুঠি করে মাটি কবরের মাথার

দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দেবে (তালখীছ ৫৮-৬৫)। এই সময় কাফনের কাপড়ের গিরাগুলি খুলে দেবে (ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৯০)।

দাফন চলাকালীন সময়ে কবরের নিকটে বসে কবরের আযাব, জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন ও জান্নাতের সুসংবাদের উপরে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে আলোচনা করবে। এই সময় প্রত্যেকে দু'তিনবার করে নিম্নের দো'আটি পড়বে। 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিন আযা-বিল ক্বাবরি' **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে কবরের আযাব হ'তে পানাহ চাই' (তালখীছ ৬৫)। দাফনের পরে মাইয়েতের 'তাছবীত' অর্থাৎ মুনকার নাকীর-এর সওয়ালের জওয়াব দানের সময় যেন তিনি দৃঢ় থাকতে পারেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে সকলের দো'আ করা উচিত। যেমন 'আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লাহূ অ-ছাব্বিতহু' ইত্যাদি। **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন ও তাকে দৃঢ় রাখুন' (আবু-দাঊদ, হাকেম, হিছনুল মুসলিম, দো'আ নং ১৬৪)। পূর্বে বর্ণিত জানাযার ২নং দো'আটিও পড়া যাবে। কিন্তু দাফনের পরে একজনের নেতৃত্বে সকলে সম্মিলিত ভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করা ও সকলের সরবে 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।

জ্ঞাতব্যঃ

১. কবর উঁচু করা, পাকা ও চুনকাম করা, সমাধি নির্মাণ করা, কবরের গায়ে নাম লেখা, কবরের উপরে বসা, কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করা নিষেধ (মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৬-৯৯; তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭০৯)। এতদ্ব্যতীত কবর যেয়ারত কারিনী মহিলাদের এবং কবরে মসজিদ নির্মাণ ও বাতি দানকারীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) লা'নত

করেছেন (আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, আবু-দাঊদ; ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৯৫-৯৬)। তিনি কবরের নিকটে গরু-ছাগল-মোরগ ইত্যাদি যবেহ করতে নিষেধ করেছেন। জাহেলী যুগে দানশীল ও নেককার ব্যক্তিদের কবরের পাশে এগুলি করা হ'ত (আবু-দাউদ)। অমনিভাবে তিনি কবরে গেলাফ চড়ানো বা কবর ঢেকে রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন (বুখারী, মুসলিম, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৯৫-৯৬)।

২. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

لاَ تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ.

অর্থঃ 'তোমরা আমার কবরকে ইবাদতের স্থানে পরিণত কর না। আল্লাহ সবচাইতে বেশী ক্রুদ্ধ হন ঐ জাতির উপরে, যারা তাদের নবীর কবরকে সিজদাহ্র স্থানে পরিণত কওে' (মুআত্ত্বা, মিশকাত হা/৭৫০)।

৩. সাগর বক্ষে মৃত্যুবরণ করলে এবং স্থলভাগ না পাওয়া গেলে গোসল, কাফন ও জানাযা শেষে কবরে শোয়ানোর দো'আ পড়ে সাগরে ভাসিয়ে দেবে (বায়হাক্বী ৪/৭)।

৪. কবরে যতদিন মু'মিনের লাশের কোন অংশ বাকী থাকবে, ততদিন তাকে সম্মান করতে হবে। সেখানে পুনরায় কবর দেওয়া যাবে না। যদি লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ও মাটি হ'য়ে যায়, তাহ'লে সেখানে পুনরায় দাফন করা যাবে ও সাধারণ মাটির ন্যায় সেখানে সবকিছু করা যাবে। কিন্তু তাই বলে যেকোন সাধারণ অজুহাতে কবরের সম্মান হানিকর কোন কিছু নির্মাণ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩০১; তালখীছ ৯১)।

৫. যদি কবর খুঁড়তে গিয়ে মৃতের হাড় পাওয়া যায়, তাহ'লে কবর খনন বন্ধ করবে। কিন্তু যদি খনন শেষে পাওয়া যায়, তবে

হাড়টিকে কবরের একপাশে রেখেই সেখানে নতুন লাশের কবর দিবে। কেননা এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করা জায়েয আছে (ঐ, ১/৩০১)।

৬. যদি বিনা জানাযায় কারু দাফন হ'য়ে যায়, তাহ'লে কবরকে সামনে করে পরে তার জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে (ঐ)।

৭. যদি কোন গর্ভবতী মহিলা মারা যান এবং তার পেটে জীবন্ত বাচ্চা আছে বলে অভিজ্ঞ ডাক্তার নিশ্চিত হন, তাহ'লে পেট কেটে বাচ্চাবের করে আনা জায়েয আছে। (ঐ, ১/৩০০)।

৮. শারঈ ওযর বশতঃ যরূরী কারণে কবর পুনঃখনন, লাশ উঠানো ও স্থানান্তর করা জায়েয আছে (ঐ, ১/৩০১-২) ।

কবরে প্রচলিত শিরক সমূহঃ

১. কবরে সিজদা করা।

২. সেদিকে ফিরে ছালাত আদায় করা।

৩. সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা।

৪. কবরবাসীর নিকটে কিছু কামনা করা।

৫. তার অসীলায় মুক্তি প্রার্থনা করা।

৬. তাকে খুশী করার জন্য কবরে নযর-নেয়ায ও টাকা-পয়সা দেওয়া।

৭. সেখানে মানত করা।

৮. হাস-মুরগী, ছাগল-গরু হাজত দেওয়া।

৯. সেখানে ওরস ইত্যাদি করা।

১০. মাযারে নযর-নেয়ায না দিলে মৃত্যু পীরের বদ দো'আয় ধ্বংস হয়ে যাবে, এই ধারণা পোষণ করা।

১১. সেখানে নযর-মানত করলে পরীক্ষায় বা মামলায় বা কোন বিপদে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা।

১২. খুশীর কোন কাজে মৃত পীরের মাযারে শুকরিয়া স্বরূপ পয়সা না দিলে পীরের বদ দো'আ লাগবে, এমন ধারণা করা।

১৩. নদী-সাগরের মালিকানা খিযর (আঃ)-এর মনে করে সাগরে বা নদীতে হাদিয়া স্বরূপ টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করা।

১৪. মৃত পীরের পোষা কুমীর, কচ্ছপ, গজাল মাছ, কবুতর ইত্যাদিকে বিশেষ মর্যাদাপূণ ও ক্ষমতাশালী মনে করা ইত্যাদি।

শিরকের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾. অর্থঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করল, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হয় জাহান্নাম। আখেরাতে সীমা লংঘনকারীদের জন্যে কোন সাহায্যকারী থাকবে না' (মায়েদাহঃ ৭২)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ... ﴾

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে অংশীস্থাপনকারীকে কখনোই ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা তার যেকোন গোনাহ তিনি মাফ করে থাকেন' (নিসাঃ ৪৮, ১১৬)।

সাউদী আরবের বিভিন্ন 'ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার' হতে প্রকাশিত বইগুলি এবং এ বইয়ের সম্মানিত লেখকের প্রকাশিত প্রায় ২৫টি বই, ঢাকা বংশালের 'তাওহীদ লাইব্রেরী' হ'তে প্রকাশিত বইগুলি এবং রাজশাহীর 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' হ'তে প্রকাশিত বইগুলি পড়ার জন্য সম্মানিত পাঠক ভাইদেরকে আবেদন জানানো হ'ল, ধন্যবাদ।–প্রকাশক।

মৃত্যুর পরে প্রচলিত বিদ'আত সমূহঃ

১. মাইয়েতের শিয়রে বসে কুরআন তেলাওয়াত করা (তালখীছ ৯৭)।
২. মাইয়েতের নখ কাটা ও গুপ্তাঙ্গের লোম ছাফ করা (৯৭)।
৩. কাঠি দিয়ে (বা নির্দিষ্ট সংখ্যক নিম কাঠি দিয়ে) দাঁত খিলাল করানো (৯৭)
৪. নাক-কান-গুপ্তাঙ্গ প্রভৃতি স্থানে তুলা ভরা (৯৭)।
৫. দাফন না করা পর্যন্ত পরিবারের লোকদের না খেয়ে থাকা (৯৭, ৯৯)
৬. কবরস্থানে এই সময় ছাদাক্বা বিলি করা (১০৩)।
৭. চীৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করা, বুক চাপড়ানো, কাপড় ছেঁড়া, মাথা ন্যাড়া করা, দাড়ি-গোঁফ না মুণ্ডনো ইত্যাদি (১৮, ৯৭)।
৮. তিন দিনের অধিক (সপ্তাহ, মাস, ছয় মাস ব্যাপী) শোক পালন করা (৭৩) (কেবল স্ত্রী ব্যতীত । কেননা তিনি ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবেন)।
৯. কাফির, মুশরিক, মুনাফিকদের জন্য দো'আ করা (৪৮)।
১০. শোক দিবস পালন করা, শোকসভা করা ও এজন্য খানাপিনার আয়োজন করা ইত্যাদি (৭৩-৭৪)
১১. মসজিদের মিনারে বা বাজারে 'শোক সংবাদ' প্রচার করা (১৯, ৯৮)
১২. কবরের উপরে খাদ্য-পানীয় রেখে দেওয়া যাতে লোকেরা তা নিয়ে যায় (১০৩)
১৩. মৃতের ঘরে তিনরাত (বা ৪০ রাত) ব্যাপী আলো জ্বেলে রাখা (৯৮)
১৪. কাফনের কাপড়ের উপরে দো'আ-কালেমা ইত্যাদি লেখা (৯৯)।

১৫. এই ধারণা করা যে, মাইয়েত জান্নাতী হ'লে ওযনে হালকা হয় ও দ্রুত কবরের দিকে যেতে চায় (৯৯)

১৬. মাইয়েতকে নেককার লোকদের গোরস্থানে দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া (১০২॥

১৭. জানাযার পিছে পিছে উচ্চৈঃস্বরে যিকর বা তোলাওয়াত করতে করতে চলা (১০০)।

১৮. জানাযা শুরুর প্রাক্কালে মাইয়েত কেমন ছিলেন বলে লোকদের জিজ্ঞেস করা (ঐ)।

১৯. জানাযার ছালাতের আগে বা দাফনের পরে তার শোকগাঁথা বর্ণনা করা (ঐ)

২০. জুতা পাক থাকা সত্ত্বেও জানাযার ছালাতে জুতা খুলে দাঁড়ানো (১০১)

২১. কবরে মাইয়েতের উপরে গোলাপ পানি ছিটানো (১০২)।

২২. কবরের উপরে মাথার দিক থেকে ও পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে পানি ছিটানো। অতঃপর অবশিষ্ট পানিটুকু কবরের মাঝখানে ঢালা (১০৩)।

২৩. তিন মুঠি মাটি দেওয়ার সময় প্রথম মুঠিতে 'মিনহা খালাক্বনা-কুম' দ্বিতীয় মুঠিতে 'অ-ফীহা নু'ঈদুকুম' এবং তৃতীয় মুঠিতে 'অ মিনহা নুখরিজুকুম তা-রাতান উখরা' বলা' (মূলতঃ এটি কুরআনের সূরা ত্বা-হার ৫৫ নং আয়াত)।

২৪. কবরে মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাক্বারাহ পড়া (১০২)।

২৫. সূরা ফাতিহা, ক্বদর, কাফেরূন, নছর, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস এই সাতটি সূরা পাঠ করে দাফনের সময় বিশেষ দো'আ পড়া (১০২)

২৬. কবরের কাছে বসে কুরআন তেলাওয়াত ও খতম করা (১০৪)

২৭. কবরের উপরে শামিয়ানা টাঙানো (১০৪)।

২৮. প্রতি জুম'আয় কিংবা সোমবার ও বৃহস্পতিবার পিতা-মাতার

কবর যেয়ারত করা।

২৯. এতদ্ব্যতীত আশূরা, শবেবরাত, রামাযান ও দুই ঈদে বিশেষভাবে কবর যেয়ারত করা।

৩০. কবরের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ানো ও সূরা ফাতিহা ১বার, ইখলাছ ১১বার বা ইয়াসীন ১বার পড়া (১০৫)।

৩১. কুরআন পাঠকারীকে উত্তম খানা ও টাকা-পয়সা দেওয়া বা এবিষয়ে অছিয়ত করে যাওয়া (১০৪, ১০৬)।

৩২. কবরকে সুন্দর করা (১০৭)।

৩৩. কবরে রুমাল, কাপড় ইত্যাদি বরকত মনে করে নিক্ষেপ করা (১০৯)

৩৪. কবরে চুম্বন করা (১০৮)।

৩৫. কবরের গায়ে মৃত্যুর নাম ও মৃত্যুর তারিখ লেখা (১০৯)।

৩৬. কবরের গায়ে বরকত মনে করে পেট ও পিঠ ঠেকানো ইত্যাদি (১০৮)

৩৭. ত্রিশ পারা কুরআন (বা সূরা ইয়াসীন বা লাখ কালেমা) পড়ে বখশে দেওয়া। যাকে এদেশে 'কুলখানি' বলে।

৩৮. ১ম, ৩য়, ৭ম বা ১০ম দিনে বা ৪০দিনে চেহলাম বা চল্লিশার অনুষ্ঠান করা।

৩৯. খানার অনুষ্ঠান করা (১০৩)।

৪০. মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা, (১০৪, ১০৬)।

৪১. ছালাত, ক্বিরাআত ও অন্যান্য ইবাদত সমূহের নেকী মৃতদের জন্য হাদিয়া দেওয়া (১০৬)। যাকে এদেশে ঈছালে ছওয়াব বা ছওয়াব রেসানী বা বখশে দেওয়া বলা হয়।

৪২. আমল সমূহের ছওয়াব রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) -এর নামে (বা অন্যান্য নেককার মৃত ব্যক্তিদের নামে) বখশে দেওয়া (১০৬)।

৪৩. ধারণা করা যে, নেককার লোকদের কবরে গিয়ে দো'আ

করলে তা কবুল হয় (১০৬)।

এতদ্ব্যতীত

৪৪. মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়ে গেছে বলে ধারণা করা।

৪৫. জানাযার সময় স্ত্রীর নিকট থেকে মোহরানা মাফ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা।

৪৬. ঐ সময় মৃতের ক্বাযা ছালাত সমূহের বা উমরী ক্বাযার কাফফারা স্বরূপ টাকা আদায় করা।

৪৭. মৃত্যুর পরপরই ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে চাউল ও টাকা-পয়সা বিতরণ করা।

৪৮. লাশ কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় তিনবার নামানো।

৪৯. কবরে মাথার কাছে 'মক্কার মাটি' নামক আরবীতে 'আল্লাহ' লেখা মাটির ঢেলা রাখা।

৫০. মাইয়েতের কপালে আতর দিয়ে 'আল্লাহ' লেখা।

৫১. কবরে মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দেওয়া।

৫২. পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময় বদনায় পানি দিয়ে রাখা এই নিয়তে যে, মৃতের রূহ এসে উযূ করে ছালাত আদায় করে যাবে।

৫৩. মৃতের ঘরে ৪০ দিন যাবৎ বিশেষ লৌহজাত দ্রব্য রাখা।

৫৪. মৃত্যুর ২০দিন পর রুটি বিলি করা ও ৪০দিন পর বড় ধরনের 'খানা'র অনুষ্ঠান করা।

৫৫. মৃতের বিছানা ও খাট ইত্যাদি ৭দিন পর্যন্ত একইভাবে রাখা।

৫৬. মৃতের রূহের মাগফিরাতের জন্য বাড়ীতে মীলাদ দেওয়া বা ওয়ায মাহফিল করা।

৫৭. নববর্ষ, শবেবরাত ইত্যাদিতে কোন বুযর্গ ব্যক্তিকে ডেকে কবর যেয়ারত করিয়ে নেওয়া ও তাকে বিশেষ সম্মানী প্রদান করা।

৫৮. শবেবরাতে ঘরবাড়ী পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে মৃত স্বামীর রূহের আগমন অপেক্ষায় তার পরিত্যক্ত কক্ষে বা অন্যত্রে সারা রাত জেগে বসে থাকা ও ইবাদত-বন্দেগী করা।

৫৯. ঈছালে ছওয়াবের অনুষ্ঠান করা।

৬০. নিজের কোন একটি বা একাধিক সমস্যা সমাধানের নিয়তে কবরের গায়ে বা পাশের কোন গাছের ডালে বিশেষ ধরনের সুতা বা ইটখণ্ড ঝুলিয়ে রাখা।

৬১. মাযার থেকে ফিরে আসার সময় কবরের দিকে মুখ করে বেরিয়ে আসা।

৬২. কবরের উপরে একটি বা চার কোনে চারটি কাঁচা খেজুরের ডাল পোতা বা কোন ফল বা ফুলের গাছ লাগানো এই ধারনা করে যে, এর প্রভাবে কবর আযাব হাল্কা হবে।

এতদ্ব্যতীত কবরকে উপলক্ষ্য করে উপমহাদেশে হাযারো রকমের শিরক ও বিদ'আতী আক্বীদা ও রসম-রেওয়াজ চালু আছে। কবরগুলির নাম হয়েছে 'মাযার' অর্থাৎ 'যিয়ারতের স্থান' এবং সেগুলি এখন রীতিমত তীর্থ স্থানে পরিণত হয়েছে। অথচ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) নির্দেশ দিয়ে গেছেন, لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا অর্থঃ 'তোমরা আমার কবরকে ঈদ অর্থাৎ মেলার স্থানে পরিণত করো না' (নাসাঈ, আবু-দাঊদ, মিশকাত হা/৯২৬)। অতএব এসব শেরেকী কাজ থেকে বিরত হওয়া প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।- আমীন!!

জানা আবশ্যক যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) দু'টি কবরের উপরে যে খেজুরের ডাল পুঁতেছিলেন, সেটা ছিল তাঁর জন্য 'খাছ'। তাঁর বা কোন ছাহাবার পক্ষ থেকে পরবর্তীতে এমন

কোন আমল করার নযীর নেই বুরাইদা (রাঃ) ব্যতীত। কেননা তিনি এটার জন্য অছিয়ত করেছিলেন। অতএব এটা স্পষ্ট যে, কেবলমাত্র নেক আমলের কারণেই কবরের আযাব মাফ হ'তে পারে। যেমন আবদুর রহমান (রাঃ)-এর কবরের উপরে তাঁবু খাটানো দেখে ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, 'ওটাকে হটিয়ে ফেল হে বৎস' ! কেননা ওটা তার আমলের উপরে ছায়া করছে' বা বাধা সৃষ্টি করছে (ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৯৯)।

বিদ'আতের পরিণতি সম্পর্কে আল্লা-হ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً، اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا﴾

অর্থঃ 'আপনি বলে দিন আমি কি তোমদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে' (কাহফঃ ১০৩-৪)।

আর এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (متفق عليه)

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়তে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)।

প্রতিবেশীদের কর্তব্যঃ

মৃত্যুর পরে মৃতের প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়দের কর্তব্য হ'ল, মৃতের পরিবারের লোকদেরকে (কমপক্ষে) এক দিন ও রাত পেট ভরে খাওয়ানো। জা'ফর বিন আবু ত্বালিব (রাঃ) শহীদ হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তার প্রতিবেশীদেরকে এই

নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত বন্ধু-বান্ধব ও সকল হিতাকাংখীর কর্তব্য হ'ল মৃতের উত্তরাধিকারীদের সান্ত্বনা প্রদান করা ও তার বাচ্চাদের মাথায় সহানুভূতির হাত বুলানো (তালখীছ ৭৪)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাদেরকে তিন দিনের বেশী কান্নাকাটি করতে নিষেধ করেন (ঐ/৭৩)।

রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) মৃতের বাড়ীতে গিয়ে তাদেরকে বিভিন্নভাবে সান্ত্বনা দিতেন। নিজের সন্তানহারা কন্যাকে দেওয়া সর্বোত্তম সান্ত্বনাবাক্য হিসাবে বর্ণিত হাদীছটি নিম্নরূপঃ

إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلِلّٰهِ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْئٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

উচ্চারণঃ 'ইন্না লিল্লা-হি মা-আখাযা অলিল্লা-হি মা-আ'ত্বা; অকুললু শাইয়িন ইনদাহূ ইলা আজালিম মুসাম্মা, ফাল্‌তাছ্‌বির অল তাহ্‌তাসিব'।

অনুবাদঃ 'নিশ্চয়ই সেটা আল্লাহ্‌র জন্য, যেটা তিনি নিয়েছেন এবং সেটাও আল্লাহ্‌র জন্য যেটা তিনি দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু তাঁর নিকটে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য। অতএব তুমি ছবর ও ছওয়াবের আকাংখা কর'। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এটিই সর্বোত্তম হাদীছ (তালখীছ ৭১)।

ফযীলতঃ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি তার কোন মু'মিন ভাইয়ের বিপদে সান্ত্বনা প্রদান করল, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন সবুজ রেশমের ঈর্ষনীয় জোড়া পরিধান করাবেন' (তালখীছ ৭০)।

কবর যিয়ারত (زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ)

কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। এর দ্বারা মৃত্যু ও আখেরাতের স্মরণ হয়। কবর আযাবের ভীতি সঞ্চারিত হয়। হৃদয় বিগলিত হয়। চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। অন্যায় থেকে তওবা এবং নেকীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পরকালীন মুক্তির প্রেরণা সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত উদ্দেশ্যেই কেবল কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নইলে প্রথমে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। নারী-পুরুষ সবার জন্য এই অনুমতি রয়েছে। তবে ঐসব নারীদের জন্য লা'নত করা হয়েছে, যারা কবর যিয়ারতের সময় সরবে কান্নাকাটি ও বিলাপ ধ্বনি করে।

যিয়ারতের সময় এমন কাজ করা নিষেধ, যা করলে আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন। যেমনঃ কবরবাসীর নিকটে কিছু কামনা করা, সেখানে বসা, ছালাত আদায় বা সিজদা করা, তার অসীলায় মুক্তি প্রার্থনা করা, সেখানে দান-ছাদাক্বা ও মানত করা, হাস-মুরগী, গরু-ছাগল-ইত্যাদি 'হাজত' দেওয়া বা কুরবানী করা প্রভৃতি।

উপরোক্ত শিরকী আক্বীদা ও আমল থেকে মুক্ত মন নিয়ে স্রেফ আখেরাতকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করতে হবে। নইলে ঐ যিয়ারত গোনাহের কারণ হবে। তাছাড়া স্রেফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ও নেকীর জন্য কা'বা গৃহ, বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও মসজিদে নববী ব্যতীত আর কোথাও সফর করা নিষিদ্ধ (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৩)। তাই শুধুমাত্র রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) -এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাওয়া নাজায়েয। তবে মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে কেউ মদীনায় গেলে তিনি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর কবর যিয়ারত করতে পারেন।

বর্তমানে ওরসের (মেলা) নামে এবং মৃত পীরের অসীলায় পরকালীন মুক্তির নেশায় মানুষ যেভাবে বিভিন্ন মাযারে ছুটছে, তাদের সাবধান হওয়া উচিত যে, এর মাধ্যমে তারা দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই হারাচ্ছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর আদেশের বিরোধিতা করলে স্রেফ আল্লাহ্‌র গযব লাভ হয় ও তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হ'তে হয়।

যিয়ারতের আদবঃ এই সময় নিজের মৃত্যু ও আখেরাতকে স্মরণ করবে এবং কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে খালেছ মনে নিম্নোক্ত দো'আ সমূহ পাঠ করবে। দো'আর সময় দু'হাত উঠানো যাবে। বাক্বী গোরস্থানে দীর্ঘক্ষণ ধরে দো'আ করার সময় রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তিন বার হাত উঠিয়েছিলেন (তালখীছ ৮৩)। এই সময় স্রেফ দো'আ ব্যতীত ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, যিকর-আযকার, দান-ছাদাক্বা কিছুই করা জায়েয নয়।

১ম দো'আঃ এটি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আয়েশা (রাঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ.

উচ্চারণঃ 'আস্সালা-মু আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা অল মুসলিমীনা; অ-য়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদেমীনা মিন্না অল মুস্ত া'খিরীনা; অইন্না ইনশা-আল্লাহ-হু বিকুম লা লা-হেকুন'।

অনুবাদঃ 'মু'মিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম

করুন! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৭)।

২য় দো'আঃ এটি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

উচ্চারণঃ 'আস্সালা-মু আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা অল মুসলিমীনা; অইন্না ইনশা-আল্লাহ-হু বিকুম লা লা-হেকূনা; নাসআলুল্লা-হা লানা অলাকুমুল আ-ফিয়্যাহ'।

অনুবাদঃ 'মু'মিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! আপনাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি। আমাদের ও আপনাদের জন্য আমরা আল্লাহ্র নিকটে মঙ্গল কামনা করছি' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪)।

তিরমিযী বর্ণিত 'য়া আহলাল কুবূরে! য়াগ্ফিরুল্লা-হু লানা অলাকুম' প্রসিদ্ধ হাদীছটি 'যঈফ' (মিশকাত হা/১৭৬৫)।

জ্ঞাতব্যঃ কাফির বাপ-মায়ের কবর যিয়ারত করা যাবে। ক্রন্দন করা যাবে। কেননা এর মাধ্যমে মৃত্যুকে স্মরণ করা হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে সালাম করা যাবে না। তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের জন্য অতটুকুই মাত্র অনুমতি দেওয়া হয়েছিল (মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩)।

৭. ছালাতুয্ যুহা বা চাশতের ছালাত (صَلٰوةُ الضُّحٰى)

'যুহা' শব্দের অর্থ সূর্যের ঔজ্জ্বল্য, যা সূর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে শুরু হয়। এই ছালাত প্রথম প্রহরের পর হ'তে দ্বিপ্রহরের পূর্বেই পড়া হয় বলে একে 'ছালাতুয্ যুহা' বলা হয়।

ফযীলতঃ বোরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড় আছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ'ল প্রত্যেক জোড়ের জন্য একটি করে ছাদাক্বা করা। ছাহাবীগণ বললেন, কার শক্তি আছে এই কাজ করার, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলেন, চাশতের দু'রাক'আত ছালাতই এ জন্য যথেষ্ট (আবু-দাঊদ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১৫, ১৩১১)।

চাশতের ছালাতের রাক'আত সংখ্যা ২, ৪, ৮, ১২, পর্যন্ত পাওয়া যায়। মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ৮ রাক'আত পড়েছিলেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩০৯)। প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরাতে হয়।

৮. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ছালাত (صَلٰوةُ الْكُسُوْفِ وَالْخُسُوْفِ)

সূর্য ও চন্দগ্রহণ আল্লাহ্র অপার কুদরতের অন্যতম নিদর্শন। এই গ্রহণ শুরু হ'লে আল্লাহ্র প্রতি গভীর আনুগত্য ও ভীতি সহকারে এর ক্ষতি থেকে বাঁচা ও কল্যাণ থেকে উপকৃত হবার প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে জামা'আত সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয় এবং শেষে খুৎবা দিতে হয় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮০)।

এই ছালাতের বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। যাতে দু'রাক'আত ছালাতে ১০টি রুকু হয়। তবে ৪টি রুকুর হাদীছটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ (যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ১২৪ পৃঃ)।

পদ্ধতিঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর যুগে একদা সূর্য গ্রহণ হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ছালাত আদায় করেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে ছালাত আদায় করে। প্রথমে তিনি ছালাতে দাঁড়ালেন এবং সূরা বাক্বারার মত দীর্ঘ ক্বিরা'আত করলেন। অতঃপর ১ম দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা তুলে ক্বিরাআত করতে লাগলেন। তবে প্রথম ক্বিরাআতের চেয়ে কিছু কম ক্বিরাআত করে ২য় রুকুতে গেলেন। এবারের রুকু প্রথম রুকুর চেয়ে কিছুটা কম হ'ল। তারপর তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে পর-পর দুই সিজদা করলেন। অতঃপর সিজদা শেষে লম্বা ক্বিরাআত করলেন। তবে প্রথমের তুলনায় কিছুটা ছোট। এরপর তিনি ৩য়বার লম্বা রুকু করলেন, যা প্রথম রুকুর চেয়ে কম ছিল। রুকু থেকে মাথা তুলে তিনি পুনরায় ক্বিরাআত করলেন। যা প্রথমের তুলনায় ছোট ছিল। অতঃপর তিনি ৪র্থ রুকু করলেন ও মাথা তুলে সিজদায় গেলেন। পরিশেষে সালাম ফিরালেন।

ইতিমধ্যে সূর্য উজ্জ্বল হ'য়ে গেল। অতঃপর ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে তিনি খুৎবা দিলেন এই বলে যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি বিশেষ নিদর্শন। কারু মৃত্যু ও জন্মের কারণে এই গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা ঐ গ্রহণ দেখবে, তখন তোমারা আল্লাহ্র স্মরণ (যিকর) করবে (মুত্তফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ১৪৮২)।

বিজ্ঞানের যুক্তিঃ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী একই সরল রেখায় অবস্থান করে। ফলে সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি বেশী মাত্রায় পৃথিবীর উপরে পড়ে। এই টানে অন্য কোন গ্রহ থেকে পাথর বা কোন মহাজাগতিক বস্তু পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসলে

পৃথিবী ধ্বংসের একটা কারণও হ'তে পারে। ১৯০৮ সালের ৩০ শে জুন ১২ মেগাটন টিএনটি-এর ক্ষমতা সম্পন্ন ১৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি বিশালাকার জ্বলন্ত পাথর (মিটিওরাইট) রাশিয়ার সাইবেরিয়ার জঙ্গলে পতিত হয়ে ৪০ মাইল ব্যাস সম্পন্ন ধ্বংসগোলক সৃষ্টি করেছিল। আগুনের লেলিহান শিখায় লক্ষ লক্ষ গাছপালা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল (দৈনিক ইনকিলাব ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০০০, ১১পৃঃ)।

'কুসূফ' ও 'খুসূফ'-এর ছালাত আদায়ের মাধ্যমে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ক্ষতিকর প্রভাব হ'তে আল্লাহ্র নিকটে পানাহ চাওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র এই সব সৃষ্টিকে ভয় না করে বরং এগুলিকে জয় করার প্রতি বান্দাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

৯. ইস্তিস্ক্বা (صَلٰوةُ الْإِسْتِسْقَاءِ)

ইস্তিস্ক্বা অর্থঃ পানি চাওয়া। শারঈ পরিভাষায় ব্যাপক খরা ও অনাবৃষ্টির সময় বিশেষ পদ্ধতিতে ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে পানি প্রার্থনা করাকে 'ছালাতুল ইস্তিস্ক্বা' বলা হয়।

পদ্ধতিঃ জীর্ণ ও পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে চাদর গায়ে দিয়ে বিনয়-নম্রচিত্তে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ময়দান অভিমুখে রওয়ানা হবে। সাথে ইমামের জন্য মিম্বর নিতে পারবে। ইমাম মিম্বরে বসে তাকবীর বলবেন ও আল্লাহ্র প্রশংসা করবেন এবং লোকদের ইস্তিস্ক্বার গুরুত্ব সম্পর্কে ঈমান বর্ধক সামান্য কিছু উপদেশ দিবেন (বুলূগুল মারাম হা/৫০৩)। অতঃপর নিম্নের দো'আ পাঠ করবেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ

يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ– اَللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَـــرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُـــوَّةً وَّبَلاَغًـــا إِلَـــى حِـــيْنٍ.

১.উচ্চারণঃ 'আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল আ-লামীন, আররহমা-নির রহীম, মা-লিকি য়াওমিদ্দীন। লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু য়াফ'আলু মা-য়ুরীদ। আল্লা-হুম্মা আনতাল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা। আন্‌তাল গানিইয়ু অ-নাহ্‌নুল ফুক্বারা-উ। আনঝিল আলায়নাল গায়ছা অজ'আল মা- আনঝালতা আলায়না কুওঅতাও অবালা-গান ইলা হীন।

অনুবাদঃ 'সকল প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি করুণাময় ও কৃপানিধান। যিনি বিচার দিবসের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত কোন (হক) মা'বূদ নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই-ই করেন। হে প্রভু! আপনি আল্লাহ। আপনি ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। আপনি মুখাপেক্ষীহীন ও আমরা সবাই মুখাপেক্ষী। আমাদের উপরে আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করুন! যে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তা যেন আমাদের জন্য শক্তির কারণ হয় এবং দীর্ঘদিন যাবত অভীষ্ট হাছিলে সহায়ক হয়' (আবু-দাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৫০৩)।

নিম্নের দো'আ সমূহও পড়া যাবে। যেমন

اَللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَ بَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

২. উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মাস্‌ক্বি 'ইবা-দাকা অবাহীমাতাকা অন্‌শুর রাহমাতাকা অ-হ্‌য়ি বালাদাকাল মাইয়েত'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি পান করান আপনার বান্দাদেরকে ও জীবজন্তুদেরকে এবং আপনার রহমত ছড়িয়ে দিন ও আপনার মৃত জনপদকে পুনর্জীবিত করুন (মুঅত্ত্বা, আবু-দাঊদ, মিশকাত হা/১৫০৬)।

اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ.

৩. **উচ্চারণঃ** 'আল্লা-হুম্মাসক্বেনা গায়ছাম মুগীছাম মারীআম মারী'আ, না-ফে'আন গায়রা যা-র্রিন আ-জেলান গায়রা আ-জেলিন'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি পান করান, যা চাহিদা পূরণকারী, পিপাসা নিবারণকারী ও শস্য উৎপাদনকারী। যা ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী এবং যা দেরীতে নয় বরং দ্রুত আগমনকারী'। (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৫০৭)।

দো'আর সময় দু'হাত (উপুড় অবস্থায়) সোজা ভাবে খাড়া রাখবে। যেন বগল খুলে যায়। অতঃপর ঐ অবস্থায় ক্বিবলামুখী হবে ও চাদর এপাশ-ওপাশ করবে। অর্থাৎ চাদরের ডান কিনারা ধরে বাম কাঁধে ও বাম কিনারা ধরে ডান কাঁধে রাখবে। অতঃপর ইমাম মিম্বর থেকে অবতরণ করবেন ও সবাইকে নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন (আবুদাঊদ, সনদ 'জাইয়িদ', বুলূগুল মারাম হা/৫০৩; ঐ, মিশকাত হা/১৫০৮; আলবানী বলেন, সনদ হাসান; ঐ হাশিয়া) মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে فأشار بظهر كفيه الى السماء অর্থাৎ 'দো'আর mgq wZwb হাত উপুড় করে আসমানের দিকে ইশারা করেন'। ভাষ্যকার ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, এটি স্বাভাবিক দো'আর বিপরীত নিয়ম। যা অন্যান্য দো'আয় করা হ'য়ে থাকে (বুলূগুল মারাম হা/৫১০-এর ব্যাখ্যা)। এই সময় বৃষ্টি দেখলে বলবে, اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا 'আল্লা-হুম্মা ছাইয়েবান না-ফে'আন' অর্থঃ 'হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন' (বুখারী, মিশকাত হা/১৫০০)।

বৃষ্টিতে চাদর ভিজিয়ে আল্লাহ্র বিশেষ রহমত মনে করে আগ্রহের সাথে তা বরণ করে নিতে হবে (মুসলিম, মিশকাত হা/১৫০১)।

অন্যান্য জ্ঞাতব্যঃ

১. ইস্তিস্ক্বার ছালাত প্রথমে পড়ে পরে দো'আ ও অন্যান্য বিষয় সম্পন্ন করা যাবে' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ)।
২. ছালাতে ক্বিরা'আত সরবে হবে (ঐ)।
৩. দো'আর ঐ সময় হাত মাথা বরাবর উঁচু হবে (আবু-দাউদ প্রভৃতি)।
৪. হাত উপুড়ভাবে থাকবে (মুসলিম)।
৫. জুমা'আর খুৎবা অবস্থায় খত্বীব ছাহেব মুক্তাদীদের নিয়ে সমবেত ভাবে দু'হাত উঠিয়ে আল্লাহ্র নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করতে পারেন (বুখারী, ১/১৪০ 'ইস্তিসক্বা' অনুচ্ছেদ)।
৬. জীবিত কোন মুত্তাক্বী পরহেযগার ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করা যাবে। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বা অন্য কোন মৃত ব্যক্তির 'অসীলা' দিয়ে নয় (বুখারী)।
৭. ইস্তিস্ক্বার ছালাত জামা'আতবদ্ধ ভাবে পড়তে হয় (মুত্তাফাক্ব আলাইহ)।
৮. ইস্তিস্ক্বার খুৎবা সাধারণ খুৎবার মত নয়। এটির অধিকাংশ কেবল আকুতিভরা দো'আ আর দো'আ (বুলূগুল মারাম হা/৫০০)

* (বর্ণিত সকল সূত্রের জন্য দ্রষ্টব্যঃ মিশকাত 'ইস্তিসক্বা' অনুচ্ছেদ)।

১০. প্রয়োজন পূরণের ছালাত (صَلٰوةُ الْحَاجَةِ)

সঙ্গত কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য বান্দা স্বীয় প্রভুর নিকটে নিম্নের তরীকায় ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করবে। ইমাম আহমাদ ছহীহ সনদে আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَتِمَّهَا أَعْطَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ مُعَجَّلاً أَوْ مُـؤَخَّرًا (رواه أحمـد) অর্থঃ 'যে ব্যক্তি ভালভাবে উযূ করল। অতঃপর পূর্ণভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল। আল্লাহ তাকে দান করবেন যা সে প্রার্থনা করবে, দ্রুত অথবা দেরীতে' (মুসনাদে আহমাদ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৫৯)।

১১. তাওবার ছালাত (صَلوٰةُ التَّوْبَةِ)

আবুবকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন লোক যদি গোনাহ করে। অতঃপর উঠে দাঁড়ায় ও দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে। অতঃপর আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রর্থনা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন (আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, তিরমিযী, হাদীছ হাসান; ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৫৯)।
ইমাম ত্বাবারাণী তাঁর 'মু'জামুল কাবীরে' হাসান সনদে আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, উক্ত ছালাত দুই বা চার রাক'আত ফরয কিংবা নফল পূর্ণ উযূ ও সুন্দর রুকূ-সিজদা সহকারে হ'তে হবে (ঐ)।

তাওবার জন্য নিম্নের দো'আটি বিশেষভাবে সিজদায় ও শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে পাঠ করা উচিত।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

উচ্চারণঃ 'আস্তাগ্ফিরুল্লা-হাল্লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা হুঅল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম অ আতূবু ইলাইহে'।

অনুবাদঃ 'আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহ্‌র নিকটে যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক এবং তাঁর দিকেই আমি ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি' (মিশকাত হা/২৩৫৩ 'ইস্তেগফার ও তাওবা' অনুচ্ছেদ; আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩১, ছহীহ আবুদাউদ হা/১৩৪৩)।

এর সাথে 'সাইয়েদুল ইস্তেগফার' দো'আটিও যোগ করা ভাল।

১২. কল্যাণের ইঙ্গিত প্রার্থনার ছালাত (صَلٰوةُ الْإِسْتِخَارَةِ)

কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় কোন্ কাজটি করা মঙ্গলজনক হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে যে ছালাত আদায় করা হয়, তাকে 'ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ্' বলা হয়। এর মাধ্যমে বান্দা স্বীয় প্রভুর নিকটে কোন কাজটি করা তার জন্য উত্তম ও কল্যাণকর হবে, সেটা জানার জন্য প্রার্থনা করে। কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত না করে এবং কোন দিকে ঝোঁক না রেখে বরং নিরপেক্ষ ও সাদা মনে ইস্তেখারার ছালাত আদায় করবে। অতঃপর যেদিকে মন টানবে, সেভাবেই কাজ করবে। এ জন্য দু'রাক'আত ছালাত দিনে বা রাতে যেকোন সময়ে পড়া যায়।

ফরয ছালাতের জন্য নির্ধারিত সুন্নাত সমূহে কিংবা তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু'রাক'আত ছালাতে বা পৃথকভাবে দু'রাক'আত নফল ছালাতে ইস্তেখা-রার দো'আ পাঠের মাধ্যমে এই ছালাত আদায় করা যেতে পারে। সূরা ফাতিহার পরে যেকোন সূরা পাঠ করবে। অতঃপর হামদ ও দরূদ পাঠ করবে। যেমন- আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন, অছ ছালা-তু অস সালা-মু আলা রাসূলিহিল কারীম'। অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে,

اَللّٰهُمَّ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاَسْتَغْفِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ،فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌلِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْقَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ– فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَأَجِلِهِ– فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَأَقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ، قَالَ:(وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ)

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বেইল্‌মিকা অ-আস্তা াগফিরুকা বেকুদরাতিকা, অ-আস্‌আলুকা বেফাযলিকাল আযীম। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু অলা- আক্বদিরু, অ-তা'লামু অলা- আ'লামু, অ-আন্‌তা আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুন্‌তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা খায়রুনলী ফী-দ্বীনী অ-মা'আ-শী, অ-আ-ক্বিবাতি আমরী আও ক্বা-লা ফী- আ-জিলি আমরী অআ-জিলিহী, ফাক্বদিরহু লী অ-য়াস্‌সিরহু লী; ছুম্মা বা-রিক লী ফীহে। অ-ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শার্রুণলী ফী-দ্বীনী অ-মা'আ-শী অ-আ-ক্বিবাতি আমরী আও ক্বা-লা ফী-আ-জিলি আমরী অ-আ-জিলিহী, ফাছরিফহু আন্নী অছরেফনী আনহু, অ-আক্বদির লিয়াল খায়রা হায়ছু কা-না, ছুম্মা আরযিনী বিহী। ক্বা-লা (অ-য়ুসাম্মী হা-জাতাহু)।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমারই জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণ বিষয়টি প্রার্থনা করছি এবং তোমার শক্তির মাধ্যমে (সেটা অর্জন করার) শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার মহান

অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইছি। কেননা তুমিই ক্ষমতা রাখ। আমি ক্ষমতা রাখিনা। তুমিই জানো, আমি জানিনা। তুমিই যে অদৃশ্য বিষয় সমূহের মহাজ্ঞানী।

হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য উত্তম হবে– আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার ও আমার পরিণাম ফলের জন্য অথবা আমার ইহকাল ও পরকালের জন্য, তাহ'লে ওটা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং সহজ করে দাও। অতঃপর ওতে আমার জন্য বরকত দান কর।

আর যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য মন্দ হবে– আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য অথবা আমার ইহকাল ও পরকালের জন্য, তাহ'লে এটা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও ওটা থেকে ফিরিয়ে রাখ। অতঃপর আমার জন্য মঙ্গল নির্ধারণ কর, যেখানে তা আছে এবং আমাকে তা দ্বারা সন্তুষ্ট কর' (বুখারী, মিশকাত হা/১৩২৩ 'নফল ছালাত' অনুচ্ছেদ)।

এখানে হা-যাল আমরা বা 'এই কাজ' বলার সময় কাজের নাম উল্লেখ করা যায় বলে রাবী বর্ণনা করেন। যা উপরোক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত হয়েছে।

ইস্তেখা-রার দো'আটি ক্বিরাআতের পরে ও রুকুর পূর্বে পাঠ করার জন্য আল্লামা সাইয়িদ সাবিক্ব বলেছেন (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৫৮)।

তবে যেহেতু রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) শেষ বৈঠকে আত্তাহিইয়াতু ও সালাম ফিরানোর মধ্যবর্তী সময়ে বেশী বেশী প্রার্থনা করতেন (মুসলিম হা/৭৭১)। এমনকি জুতার ফিতা হারিয়ে গেলেও তা চাওয়ার' হুকুম এসেছে (তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৫১), সেহেতু ইস্তেখা-রার উক্ত দো'আ রুকুর পূর্বে হৌক,

সিজদাতে গিয়ে হৌক বা শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে হৌক সর্বাবস্থায় ছালাতের মধ্যে পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। কেননা 'ছালাতের মধ্যে মুছল্লী তার প্রভুর সাতে নিরিবিলি কথা বলে' (আহমাদ, মিশকাত হা/৮৬)। হাদীছের বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করে দু'রাক'আত ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে অন্যান্য দো'আর ন্যায় ইস্তেখা-রার দো'আ পাঠ করার জন্য ইমাম শাওকানী (রাহিঃ) মন্তব্য করেছেন এবং এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই বলেছেন। একটি বিষয়ের জন্য একবার ব্যতীত একাধিকবার 'ছালাতুল ইরস্তেখা-রাহ' আদায়ের কথা স্পষ্টভাবে কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে আল্লাহ্র রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কখনো দো'আ করলে একই সময়ে তিনবার করে দো'আ করাতেন- এই ছহীহ হাদীছের উপরে ভিত্তি করে ইস্তেখা-রার দো'আ পাঠের উদ্দেশ্যে অত্র ছালাত ইস্তেস্ক্বার ছালাতের ন্যায় একাধিকবার পড়া যায় বলে ইমাম শাওকানী (রাহিঃ) মন্তব্য করেছেন। ইমাম নববী বলেন, উক্ত দো'আ পাঠের সময় হৃদয়কে যাবতীয় ঝোঁক ও প্রবণতা হ'তে খালি করে নিতে হবে এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুল করতে হবে। নইলে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে কল্যাণপ্রার্থী না হয়ে নিজের প্রবৃত্তির পূজারী হিসাবে গণ্য হবে (নায়ল ৩/৩৫৪-৫৬, 'ইস্তেখা-রাহ্র ছালাত' অনুচ্ছেদ)।

১৩. ছালাতুত তাসবীহঃ (صَلٰوةُ التَّسْبِيْحِ)

এ সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং কেউ এ সম্পর্কিত ইবনু-আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছকে 'মুরসাল' কেউ 'মাওকূফ' কেউ 'যঈফ' কেউ 'মাওযূ' বা জাল বলেছেন। যদিও

শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের যঈফ সূত্র সমূহ পরস্পরকে শক্তিশালী মনে করে তাকে স্বীয় ছহীহ আবু-দাউদে (হা/১১৫২) সংকলন করেছেন এবং ইবনু-হাজার আসক্বালানী 'হাসান' স্তরে উন্নীত বলেছেন। তবুও এরূপ বিতর্কিত, সন্দেহযুক্ত ও দুর্বল ভিত্তির উপরে কোন ইবাদত বিশেষ করে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা যায় না বিধায় 'দারুল ইফতা' এ বিষয়টি থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (দ্রঃ ইবনু-হাজার আসক্বালানীর বিস্তারিত আলোচনা; আলবানী, মিশকাত পরিশিষ্ট, ৩ নং হাদীছ ৩/১৭৭৯-৮২ পৃঃ; আবু-দাউদ, ইবনু-মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২৮ হাশিয়া; বায়হাক্বী ৩/৫২; আব্দুল্লাহ ইবনু-আহমাদ, মাসায়েলু ইমাম আহমাদ– মাসাআলা নং ৪১৩, ২/২৯৫ পৃঃ)।

যরূরী দো'আ সমূহ (اَلْأَدْعِيَةُ الضَّرُوْرِيَّةُ)

দো'আর ফযীলতঃ হযরত আবু-সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এরশাদ করেন, মুসলমান যখন অন্য কোন মুসলমানের জন্য দো'আ করে, যার মধ্যে কোনরূপ গোনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা থাকে না, আল্লাহ পাক উক্ত দো'আর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি দান করে থাকেন।

১-তার দো'আ দ্রুত কবুল করেন। অথবা

২-তার প্রতিদান আখেরাতে প্রদান করার জন্য রেখে দেন। অথবা

৩-তার থেকে অনুরূপ আরেকটি কষ্ট দূর করে দেন।

একথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, তাহ'লে আমরা বেশী বেশী দো'আ করব। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, 'আল্লাহ আরও বেশী দু'আ কবুলকারী' (আহমাদ, মিশকাত হা/২২৫৯

'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; ছহীহ, তানক্বীহ ২/৬৯)। অত্র হাদীছে বর্ণিত উপরোক্ত শর্তটির সাথে অন্যান্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আরও তিনটি শর্ত রয়েছে। যথাঃ দো'আকারীর খাদ্য, পানীয় ও পোষাক পবিত্র হাওয়া (অর্থাৎ হারাম না হওয়া) এবং দো'আ কবুল হওয়ার জন্য ব্যস্ত না হওয়া' (আহমাদ হাসান দেহলভী, তানক্বীহুর রুওয়াত ফী তাখরীজি আহাদীছিল মিশকাত= লাহোরঃ দারুদ দা'ওয়াতিস সালাফিইয়াহ ১৯৮৩)

১. শুভ কাজের শুরুঃ

ক. খানাপিনাসহ সকল শুভ কাজের শুরুতে বলবে– 'বিসমিল্লা-হ'। অর্থঃ 'আল্লাহ্র নামে শুরু করছি' (মুত্তা, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯, ৬১; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২০২)।

খ. শেষে বলবে– 'আলহামদুলিল্লা-হ' অর্থঃ 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯৯, ৪২০০)।

২. বিস্ময়কর কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে– سُبْحَانَ اللهِ

'সুবহা-নাল্লা-হ'। অর্থঃ 'মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ'!

৩. দুঃখজনক কিছু দেখলে, ঘটলে বা শুনলে বলবে–

إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ উচ্চারণঃ 'ইন্না- লিল্লা-হে অ-ইন্না ইলাইহে রা-জে'ঊন'। অর্থঃ 'আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী'।

৪. সালাম বিষয়কঃ

রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, তোমরা বেশী বেশী করে সালাম কর। চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম কর। আরোহী পায়ে হাঁটা লোককে সালাম দিবে, পয়ে হাঁটা লোক বসা লোককে সালাম দিবে। কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে

সালাম দিবে। ছোটরা বড়দের সালাম দিবে। দলের পক্ষথেকে একজন সালাম বা সালামের জবাব দিলে চলবে (বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি মিশকাত হা/৪৬৩১, ২৯, ৩২, ৩৩, ৪৮)। কোন মজলিসে গিয়ে বসার সময় ও উঠে আসার সময় সালাম দিবে (তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৬০)। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ্র নিকটে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যিনি প্রথমে সালাম দেন' (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৪৬)।

ক. اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

উচ্চারণঃ 'আসসালা-মু আলাইকুম অ-রাহমাতুল্লা-হ'। অর্থঃ 'আপনার বা আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক'।

খ. জওয়াবে বলেন- وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

উচ্চারণঃ 'অ-আলাইকুমুস সালা-ম অ-রাহমাতুল্লা-হি অ-বারাকা-তুহ' অর্থঃ 'আপনার বা আপনাদের উপরেও শান্তি এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া সমূহ বর্ষিত হৌক'।

* 'আসলাসা-মু আলাইকুম' বললে ১০ নেকী, 'অ-রাহমাতুল্লাহ' যোগ করলে ২০ নেকী এবং 'অ-বারাকা-তুহ' যোগ করলে ৩০ নেকী পাবে, 'অ-মাগফিরা-তুহু' যোগ করলে মোট ৪০ নেকী হবে। এমনিভাবে ফযীলত বাড়তে থাকবে (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৪-৪৫)।

গ. শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যিনি প্রথমে সালাম দিবেন (তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৬)।

ঘ. যদি কেউ কাউকে সালাম পাঠায়, তবে জওয়াবে বলবে- 'আলাইকা অ-আলাইহিস সালাম' অর্থঃ 'আপনার ও অমুকের উপরে শান্তি বর্ষিত হউক'। প্রকাশ থাকে যে, জাহেলী যুগে

أَنْعِمْ صَبَاحًا 'আনয়িম ছাবা-হান' বা 'সুপ্রভাত (Good Morning) বলা হ'ত। ইসলাম আসার পরে উক্ত প্রথা নিষিদ্ধ করে সালামের প্রচলন হয়। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) মুসলিম-অমুসলিম মিলিত মজলিস এবং মহিলা ও শিশুদেরকে সালাম দিতেন'।

ঙ. আমুসলিমরা সালাম দিলে উত্তরে বলবে 'অ-আলাইকুম'।

মুছাফাহাঃ অর্থ পরস্পরের হাতের তালু মিলানো। মুছাফাহার সময় একে অপরের ডান হাতের তালুর সাথে করমর্দন করতে হয়। ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে মুছাফাহা করতেন (বুখারী, মিশকাত হা/৪৬৭৭)।

৫. কারো গৃহে প্রবেশকালে দরজার বাইরে থেকে অনধিক তিনবার 'সালাম' করবে। অনুমতি না পেলে ফিরে যাবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৬৭)। এই সময় নিজের নাম বলা উত্তম (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৬৮)। গৃহবাসীকে এবং অন্যদেরকে পরস্পরে সালাম করবে এই বলে-

৬. টয়লেট বা বাথরুমে প্রবেশকালে দো'আঃ

"بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ"

১. উচ্চারণঃ 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবছে অল খাবা-ইছ।

অনুবাদঃ 'আমি আল্লাহ্‌র নামে প্রবেশ করছি, হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও স্ত্রী জিন হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' (ইবনু মাজাহ, হা/২৯৭, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৭)।

২. হাজত শেষে বেরিয়ে আসার সময় বলবে- غُفْرَانَكَ 'গুফরা-নাকা'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্ষমা চাই' (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৯)।

৭. ঘর হ'তে বের হওয়াকালীন দো'আঃ

"بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ"

উচ্চারণঃ 'বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কাল্‌তু আলাল্লা-হি অলা- হাওলা অলা-কুওঅতা ইল্লা বিল্লা-হ্'।

অনুবাদঃ 'আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত' (আবু-দাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৩)।

৮. খানাপিনার আদব ও দো'আঃ

১. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, তুমি খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বল। ডান হাত দিয়ে খাও ও নিকট থেকে খাও (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯)। বাম হাতে খাবে না বা পান করবে না। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে (মুসলিম,মিশকাত হা/৪১৬৩)।

২. খাদ্য পড়ে গেলে সেটা থেকে ময়লা দূর করে খাও। শয়তানের জন্য রেখে দিয়োনা। খাওয়া শেষে হাত ধোয়ার পূর্বে ভালভাবে প্লেট ও আঙ্গুল চেটে খাও। কেননা কোন্ খাদ্যে বরকত আছে, তোমরা জানোনা'(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৫-৬৭)।

৩. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ভাণ্ডের মুখে মুখ লাগিয়ে এবং দাঁড়িয়ে পানি পান কবতে নিষেধ করেছেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম হা/৪২৬৪, ৪২৬৬)। তবে তিনি যমযমের পানি এবং

উযূ শেষে পাত্রে অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৪২৬৮, ৪২৬৯)। পানির পাত্রের মধ্যে শ্বাস ফেলবে না। বরং তিনবার বাইরে শ্বাস ফেলবে (ও ধীরে পানি পান করবে) (আবু-দাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪২৭৭; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৬৩)।

৪. খাদ্য পরিবেশনের সময় ডান দিক থেকে শুরু করবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ হা/৪২৭৩)।

৫. এক মু'মিনের খানা দুই মু'মিনে খায়। দুই মু'মিনের খানা চার মু'মিনে এবং চার মু'মিনের খানা আট মু'মিনে খায় (মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৭৮)। কেননা মু'মিন এক পেটে খায় ও কাফের সাত পেটে খায় (বুখারী, মিশকাত হা/৪১৭৩)। কাত হয়ে বা ঠেস দিয়ে খেতে নেই (বুখারী, মিশকাত হা/৪১৬৮)।

৬. খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লা-হ' না বললে শয়তান তার সাথে খেতে থাকে (মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬০)।

৭. খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লা-হ' বলতে ভুলে গেলে (শেষ হওয়ার আগেই) বলবে, بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ 'বিসমিল্লা-হি আওঅলাহূ অ আ-খিরাহূ' (আবু-দাঊদ, হা/৪২০২)।

৮. খাওয়ার ও পানি পান শেষে বলবে, 'আলহামদুলিল্লা-হ' (মুসলিম হা/৪২০০; তিরমিযী, আল-আযকার পৃঃ ৯০)। এবং اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহে অ-আত য়েমনা খায়রাম মিনহু' অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি এই খাদ্যের ভিতর আমাদের জন্য বরকত দান কর, এবং ওর চেয়ে আরো ভাল খাদ্য তুমি আমাদেরকে খাওয়াইও (তিরমিযী আবু-দাঊদ হা/৪২৮৩)

আহমাদ-এর বর্ণনায় আছে 'আবদিলনা' (আহমাদ, আল-আযকার, সনদ ছহীহ পৃঃ ৯১) এছাড়া আরও দো'আ আছে।

৯. খাওয়া শেষে দস্তারখানা উঠানোর সময় বলবে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ উচ্চারণঃ 'আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়িবাম মুবা-রাকান ফীহে' অর্থঃ 'আল্লাহর জন্য অগণিত ও সমস্ত প্রশংসা যা পবিত্র ও বরকতময় (বুখারী হা/৪১৯৯)।

১০. রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) মিষ্টি ও মধু পসন্দ করতেন (বুখারী হা/৪১৮২)।

৯. মেযবানের জন্য দো'আঃ

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

উচ্চারণঃ 'আফত্বারা ইন্দাকুমুছ ছা-য়েমূন, অ-আকালা ত্বাআ-মাকুমুল আবরা-রু, অ-ছাল্লাত আলাইকুমুল মালা-য়েকাহ' **অর্থঃ** 'রোযাদার ব্যক্তিরা তোমাদের নিকট ইফতার করেছে, নেক্কার ব্যক্তিরা তোমাদের খানা খেয়েছে আর (এর বিনিময়ে) ফিরিশ্তা মণ্ডলি তোমাদের উপর রহমতের দু'আ করেছে' (আহমাদ, শারহুস সুন্নাহ হা/৪২৪৯)

অথবা اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা রাযাক্বতাহুম অগ্ফির লাহুম অরহামহুম' অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি তাদের জন্য বরকত দান কর তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছ তার ভিতরে' (মুসলিম, আযকার পৃঃ/৯২)।

১০. নতুন গন্তব্য স্থল কিংবা অন্য কোন ভীতিকর স্থানে নামার পরে পড়বে-أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ- উচ্চারণঃ 'আঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা-খালাক্ব'

অনুবাদঃ 'আমি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি'।

(মুসলিম, মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী, আল-আযকার পৃঃ৯২)।

১১. শত্রুর ভয় থাকলে পড়বে-

أَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ–

উচ্চারণঃ'আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী-নুহূরিহিম অ-নাঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম'।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে শত্রুদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং তাদের অনিষ্ট সমূহ হ'তে আপনার পানাহ চাচ্ছি' (আহমাদ, আবু-দাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪১ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; আবু-দাঊদ, আল-আযকার পৃঃ১০৮)।

১২. ছালাতে ধোকা থেকে বাঁচার উপায়ঃ

শয়তান ছালাতের মধ্যে ঢুকে ছালাত ও ক্বিরাআতের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, এরা হ'ল **'খিনযাব'**। যখন তুমি এদের অস্তিত্ব বুঝতে পারবে, তখন শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র পানাহ চেয়ে **আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশশায়ত্বা-নির রজীম** পড়বে এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারবে। রাবী ওছমান বিন আবুল-আছ বলেন, এরূপ করাতে আল্লাহ আমার থেকে ঐ শয়তানকে দূরে সরিয়ে দেন (মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭)।

১৩. সাইয়িদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আঃ

রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো'আ পাঠ করবে, দিবসে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিবসে মারা গেলে সে জান্নাতী হবে' (বুখারী)।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لآ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَاعَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَاصَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ–

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা- ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, অ-আনা আব্দুকা অ-আনা আলা আহ্দিকা অ-অ'আদিকা মাস্তাত্বা'আতু। আঊযুবিকা মিন শার্রি মা-ছানা'আতু। আবূউলাকা বে-নি'মাতিকা আলাইয়া, অ-আবূউ বিযাম্বী, ফাগ্ফিরলী। ফাইন্নাহূ লা-য়াগ্ফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা'।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু। তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার দাস। আমি তোমার নিকটে কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপরে সাধ্যমত কায়েম আছি। আমি আমার কৃতকর্ম গুলির মন্দসমূহ থেকে তোমার পানাহ চাচ্ছি। আমার উপরে তোমার অনুগ্রহ সমূহ স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত ক্ষমা করার কেউ নেই' (বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫ 'ইস্তিগফার ও তাওবা' অনুচ্ছেদ)।

১৪. নতুন চাঁদ দেখার দো'আঃ

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَ الْإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হু আকবর। আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহূ আলাইনা বিল আমনে অল ঈমা-নে অস সালা-মাতে অল ইসলা-মে অত তাওফীক্বি লিমা তুহিব্বু অ-তারযা। রাব্বুনা অ-রাব্বুকাল্লা-হ'।

অনুবাদঃ 'আল্লাহ সবার চাইতে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সহিত, নিরাপত্তা ও ইসলামের সহিত এবং ঐসকল কাজের তাওফীকের সহিত, যে সকল কাজ আপনি ভালবাসেন ও পসন্দ করে থাকেন। (হে চন্দ্র!) আমাদের ও তোমার প্রভু আল্লাহ' (দারেমী সনদ হাসান, আল-আযকার পৃঃ ৮২)।

১৫. ঝড়ের সময় পঠিত দো'আঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ–

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা অ-খায়রা মা-ফীহা অ-খায়রা মা-উরসিলাত বিহী, অ-আঊযুবিকা মিন শার্রিহা অ-মিন শার্রি মা-উরসিলাত বিহী'।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে উহার মঙ্গল, উহার মধ্যকার মঙ্গল ও যা নিয়ে ওটি প্রেরিত হয়েছে, তার মঙ্গল সমূহ প্রার্থনা করছি এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি উহার অকল্যাণ হ'তে এবং যা নিয়ে ওটি প্রেরিত হয়েছে তার অকল্যাণ সমূহ হ'তে' (মুসলিম; আল-আযকার পৃঃ ৭৮)। ছহীহ ইবনু-হিব্বানের

অন্য বর্ণনায় এসেছে, اللهم لقحا لاعقيما। উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা লাক্বহান লা-আক্বীমান অর্থঃ 'হে আল্লাহ্! মঙ্গলপূর্ণ কর মঙ্গলশূন্য নয়' (হাদীছ ছহীহ, ঐ পৃঃ ৭৯)।

১৬. বজ্রের আওয়ায শুনে দো'আঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ

উচ্চারণঃ 'সুবহা-নাল্লাযী য়ুসাব্বিহুর রা'আদু বেহামদিহী অল মালা-ইকাতু মিন খীফাতিহি'।

অনুবাদঃ 'মহা পবিত্র সেই সত্তা যাঁর গুণগান করে বজ্র ও ফেরেশতামণ্ডলী সভয়ে' (রা'দ ১৩; বুখারী, ঐ পৃঃ ৭৯)।

১৭. রোগী পরিচর্যার দো'আঃ

রোগীর মাথায় ডান হাত রেখে বা দেহে ডান হাত বুলিয়ে নিম্নের দো'আ পড়বে-

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّا سِ إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِىْ لاَشِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا-

উচ্চারণঃ 'আযহিবিল বা'সা রব্বান্না-স, ইশ্‌ফি আন্‌তাশ্‌ শা-ফী, লা-শিফা-আ ইল্লা- শিফা-উকা শিফা-আন লা-য়ুগা-দিরু সাক্বামা-।

অনুবাদঃ 'কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত। যে আরোগ্য ধোকা দেয়না কোন রোগীকে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩০)।

১৮. নতুন কাপড় পরিধানকালে দো'আঃ

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِحَوْلٍ مِّنِّىْ وَلاَ قُوَّةٍ

উচ্চারণঃ'আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা অ-রাঝাক্বানীহে মিন গায়রে হাওলিম মিন্নি অলা- কুওঅতিন'।

অনুবাদঃ 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। যিনি আমার কোন ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন ও এই খাদ্য দান করেছেন' (ইবনুস সুন্নী, সনদ হাসান, আযকার পৃঃ ১০৬)

১৯. দুঃখ ও সংকট কালে দো'আঃ يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ.

উচ্চারণঃ 'য়া- হাইয়ু য়া- ক্বাইয়ুমু বেরহমাতিকা আস্তাগীছ'।

অনুবাদঃ 'হে চিরঞ্জীব! সব কিছুর ধারক! আমি তোমার রহমতের আশ্রয় প্রর্থনা করি, (৭ বার) (তিরমিযী সনদ হাসান; ছহীহ আল-কালিমুত ত্বাইয়িব)।

২০. মজলিস শেষের দো'আঃ

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণঃ 'সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা অ-বেহাম্দিকা, আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা, আস্তাগ্ফিরুকা অ-আতূবু ইলাইকা'।

অনুবাদঃ 'মহা পবিত্র আপনি হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'।

এই দো'আ পড়লে তার মজলিস চলাকালীন অনর্থক কথা সমূহের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। নাসাঈ শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে, এই দো'আ উক্ত গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। (নাসায়ী)।

হে আল্লাহ! এ বই পড়ে যত মু'মিন নর-নারী যত আমল করবেন, তোমার রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর ওয়াদা মোতাবেক এ দীন লেখকের আমলনামায় তার পূর্ণ ছওয়াব

যুক্ত কর এবং এর অসীলায় লেকখ ও তার পিতামাতাকে কবর ও হাশরে মুক্তি দান কর- আমীন!

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

كتب
الجاليات
١٨
١٦٢

مكتب الدعوة بالسلي
هاتف ٢٤١٠٦١٥ تحويلة ٥٥٥ - ٢٤١٤٤٨٨ ناسوخ ٢٣٢

صلاة الرسول

د: محمد اسد الله الغالب

مراجعه
قسم الجاليات بالمكتب

نغالي

حساب التبرعات بمصرف الراجحي : SA2280000296608010070509
حساب التبرعات بمصرف الإنماء : SA5305000068200517913000
حساب التبرعات بنك البلاد : SA5615000999115390770007